HISTORY

OF THE

Old Fort of Calcutta and the Calamity

OF THE

BLACK HOLE,

A FREE TRANSLATION,

BY

RAMGATI NYAYARUTNA,

Second Master of the Hooghly Normal School

কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ

এবং

অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস।

হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়াধ্যাপক

শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন

কর্ত্তৃক

সংকলিত।

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে

লালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা, বাহির মির্জাপুর, ১৩১ ভবনে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯১৪।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত ষ্টেফেন্ [illegible] সাহেব প্রণীত ইংরেজী গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থ খানি অনুবাদিত করিয়াছি। মূল গ্রন্থের যে সকল অংশ, বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে শুনিতে ভাল লাগে না বোধ হইয়াছে, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি এবং স্থল বিশেষে নূতন কোনং অংশও সংযোজিত করিয়া দিয়াছি। পুস্তকটী সমুদায় লিখিয়া, মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত হইল কি না বিবেচনা করিবার নিমিত্ত, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনিও পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ইহার কোনং অংশ পাঠ করিয়া দেখিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম ইতি।

শ্রী রামগতি শর্ম্মা।

হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়।
সংবৎ ১৯১৪। ১২ই মাঘ।

KEDAR NAUTH'S

EDUCATIONAL PRIMER

HISTORY OF BRITISH INDIA.

COMPILED.

BY

KEDARNAUTH BANERJEE.

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-

সঙ্কলিত।

কলিকাতা, বাহির মৃজাপুর

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

PRINTED BY GIRISHACHANDRA SHARMA

মূল্য চারি আনা মাত্র।

1858

বিজ্ঞাপন।

কোন বিস্তীর্ণ বিষয় অবগত হইতে হইলে অগ্রে তাহার সার ভাগ জ্ঞাত হইয়া স্থূল তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে যখন বিস্তারিত বিবরণ জানিতে আরম্ভ করাযায় তৎকালে সেই প্রাথমিক স্থূল পরিজ্ঞানের সাহায্যে অনায়াসে সমস্ত বিস্তারিত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে। এই অভিপ্রায়ে অনেক গ্রন্থকার ব্যাকরণ ভূগোলনির্ণয়াদি গ্রন্থ সকলের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন। এবং তাহাতে পাঠশালার বালকদিগের ও অন্যান্য বিষয়ী লোকদিগেরও বিস্তর উপকার দর্শিয়া থাকে।

আমিও সেই উৎকৃষ্ট উদ্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, এই প্রকাণ্ড ভারতভূমির বিস্তারিত বিবরণের সার সংগ্রহ করিয়া "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রচারিত করিলাম। ইহা প্রধানতঃ রেবরেণ্ড গ্রিগ সাহেবের ইতিহাসগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। অপটুতা প্রযুক্ত এই সঙ্কলন কার্য্যে যে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছি এমত বোধ হয় না, পরন্তু প্রত্যাশা করি পাঠকবর্গের সারগ্রাহিতা গুণে অবশ্য সে ত্রুটির মার্জ্জনা হইতে পারিবেক।

১২৬৫ সাল ১ ভাদ্র।

শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুদ্ধিপত্র।

[illegible] পৃষ্ঠায় যে যে স্থলে এলিসাসাহেব আছে, তত্তৎ স্থানে এলিশ সাহেব হইবেক।

৫৭ পৃষ্ঠায় ষষ্ঠপঙ্‌ক্তিতে পুনাতে নাজিম ও পেশো-য়ার সহিত আছে, তথায়, নাজিম ও পুনার পেশো-য়ার সহিত হইবে।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

উপক্রমণিকা

আসিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালাবধি অতিশয় বিখ্যাত। রণদক্ষ বীরপুরুষদিগের আক্রমণ ও এতদ্দেশোৎপন্ন বহুবিধ রমণীয় প্রাকৃতিক পদার্থ এবং শিল্পনৈপুণ্যজাত প্রভৃত সামগ্রীর বাণিজ্যবশতঃ এই দেশ অতি প্রাচীন কালে অন্যান্য রাজ্যে অতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ইউরোপখণ্ডের লোকেরা পূর্ব্বে এইরূপ কল্পনা করিতেন এই সংসারের মধ্যে যাবতীয় রমণীয়ক পদার্থ আছে ভারতবর্ষ সেই সকল মনোহর দ্রব্যে বিভূষিত। ইহা স্বর্ণ ও রত্নাদির আকরস্থান, এবং নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের মনোহর পরিমলে পরিপূর্ণ। যদিও তাঁহাদিগের এই কল্পনা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তথাপি ভারতবর্ষ এই ভূমণ্ডলের সর্ব্বদেশাপেক্ষা যে অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেশ এমত উর্ব্বর ও সুদৃশ্য রমণীয় পদার্থে পরিপূরিত যে এই পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থান এতদ্রূপ আর লক্ষিত হয় না। যদ্যপি ভারতবর্ষ সভ্যতা, শাসনপ্রণালী ও শিল্পবিদ্যাদিতে সর্ব্বাগ্রগণ্য না হয়, তথাপি এই স্থানে অতি প্রাচীনকালে

যে ঐ সকল বিষয়ের এক প্রকার অনুশীলন হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত দেশ। ইহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত; পূর্ব্ব সীমা মণিপুর পর্ব্বত, এবং বঙ্গসাগর। দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর। পশ্চিম সীমা আরবসাগর এবং সিন্ধুনদ। ইহা অধুনা প্রায় অষ্টাদশ কোটী বিংশতি লক্ষ লোকের আবাস স্থান। এই দেশ দীর্ঘে প্রায় ৮০০ ক্রোশ এবং প্রস্থে প্রায় ৬৬০ ক্রোশ। গ্রীশ দেশীয় লোকেরা ইহাকে ইণ্ডিয়া ও মুসলমানেরা হিন্দুস্থান বলিত, এই জন্য ইংরাজেরা ইহাকে কখন ইণ্ডিয়া কখন বা হিন্দুস্থান বলিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের সমান লক্ষণাক্রান্ত, ইহার কোন২ প্রদেশ উষ্ণকটিবন্ধস্থিত স্থানের ন্যায় প্রখর সূর্য্যকিরণে উত্তাপিত হয়, কোন কোন প্রদেশ সুমেরুসন্নিহিত দেশ তুল্য অত্যন্ত শীতল। স্থানের অত্যন্ত বন্ধুরতা নিবন্ধন এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কাশ্মীরের তুল্য মনোহর জল ও বায়ু বোধ হয় পৃথিবীর কোন স্থানেই আর লক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে মরুভূমি আছে। সিন্ধুদেশ নিরবচ্ছিন্ন সিকতারাশিতে পরিপূর্ণ। দিল্লী প্রদেশে আর একটী দশ ক্রোশ বিস্তৃত মরুভূমি আছে। যদিও বিন্ধ্যগিরির উত্তরস্থিত আর্য্যাবর্ত্তের অনেকানেক স্থান কদর্য্যতৃণরাশিতে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়, তথাপি ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই শ্যামলশস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল মনোহর বেশ ধারণ করিয়া মানবদিগের মন উল্লাসিত করিয়া থাকে।

এই দেশীয় লোকদিগের ধান্য গোধূমাদি প্রধান আহার সামগ্রী, এই জন্য ইহারা সাতিশয় পরিশ্রম পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্যের চাস্ করিয়া থাকে। এই স্থানে শর্করা, অহিফেন, নীল ও তুলাদি জন্মে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে কৃষিকার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে, তথাপি ইহার স্থানে স্থানে বহুদেশবিস্তৃত নিবিড় অন্ধকারাবৃত মহাবন জঙ্গল আছে। ঐ সকল বনে গো, মহিষ, মেষ, উষ্ট্র, ছাগল, বরাহ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, হস্তী প্রভৃতি বিস্তর পশু থাকে। তন্মধ্যে হস্তী ব্যাঘ্র গণ্ডার প্রভৃতি অত্যন্ত ভয়ানক। ভারতবর্ষে বহুবিধ ধাতুদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় হীরক অতি উৎকৃষ্ট। গোলকুণ্ডা প্রভৃতি স্থানে হীরকের প্রধান খনি আছে। লৌহ ও লবণ এ দেশে বিলক্ষণ জন্মে। ভারতবর্ষে উষ্ণ ও শীত প্রধান দেশের বৃক্ষলতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, পর্ব্বতের সর্ব্বপ্রদেশে কিছু জল বায়ু সমান নহে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশে আসিয়া-দেশীয় বৃক্ষাদি জন্মে, এবং তুষারসজ্ঞাতমণ্ডিত পর্ব্বতের শিখরদেশে সুমেরু ও কুমেরু সন্নিহিত দেশজ তরুলতাদি নয়নগোচর হয়। হিমগিরির উচ্চ প্রদেশে যত উঠা যায় ততই ভারতবর্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল দেশের পাদপাদি দেখা যায়।

ঐ হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গা ও যমুনা নদী বহির্গত হইয়াছে। হিমালয়ের যে উন্নত ভূমি দিয়া ইহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গোত্তরীর উপরিস্থল গোমুখী।

কাপ্তেন্ হজ্‌সন্ অতিকষ্টে ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছেন যে গলিত তুষার হইতে গঙ্গা গোমুখাকার স্থান দিয়া পতিত হইতেছে। বোধ হয় এই নিমিত্ত গোমুখী নাম হইয়া থাকিবে।

ভারতবর্ষের মধ্যদেশে এক পর্ব্বত আছে। ইহার নাম বিন্ধ্য। ইহা ভারতবর্ষকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এই পর্ব্বতের উত্তরখণ্ডস্থিত প্রদেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত, আর দক্ষিণ খণ্ডের নাম দাক্ষিণাত্য। ভারতবর্ষে ঘাটগিরি প্রভৃতি অন্যান্য আরও পর্ব্বত আছে। মনুষ্যদিগের সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি কল্পে দেশের উত্তমতা বিলক্ষণ আবশ্যক করে। ভারতবর্ষের মধ্যস্থান প্রভৃতি কয়েকটী স্থান সর্ব্ববিষয়ে উত্তম এইজন্য তথাকার সুদীর্ঘকায় ওজস্বী পুরুষেরা এক সময়ে নিজ ভুজবল দ্বারা আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রভাব ঐশ্বর্য্য ও রাজ্যশাসনশৃঙ্খলা স্মরণ করিয়া এক্ষণে আমরা গর্ব্ব করিতে পারি। পৃথিবীর অপরাপর স্থানের ন্যায় ভারতবর্ষে অতিপূর্ব্বকাল হইতে লোকের বসতি হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুরাই যে ইহার আদিবাসী তাহার কোন স্থিরতা নাই। পরন্তু কেহ কেহ এপর্য্যন্ত এই স্থির করিয়াছেন তাহারা ঈরাণ দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে আসিয়া বাস করিয়াছে। হিন্দুরা যেমন প্রাচীন জাতি, তেমন সভ্যতা বিষয়েও তাহারা বর্ত্তমান যাবতীয় জাতির অগ্রগণ্য। যখন মিশর, গ্রীশ ও ইটালী দেশে শিল্প ও অন্যান্য বিদ্যার উপক্রম হইতেছিল মাত্র, তখন ভারতবর্ষে বিদ্যার সম্যক্ প্রচার হইয়াছিল, ও অশেষ

শিল্পনৈপুণ্যজ্ঞাপক ভূরি ভূরি কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল স্থাপিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ সকল সন্দর্শন করিলে সকলকে বিমোহিত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কিন্তু একণে বিদেশীয় রাজার অধীন হইয়া আমাদেরই ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উন্নতির লোপ হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট পুরাবৃত্তগ্রন্থ নাই, তবে মহাভারতাদি যেসকল প্রাচীন গ্রন্থ আছে তদ্দ্বারা বাস্তবিক পুরাবৃত্তের কাল নিরূপণ করা বড় সুসাধ্য নয়, কারণ ঐ সকল গ্রন্থে অনেক কল্পিত গল্পও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রীশ ইতিহাস লেখকদিগের দ্বারা এইমাত্র জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে যে, পারস্যাধিপতি ডেরায়শ হিস্টাস্‌পীশ ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার পারস্য রাজ্যে যত টাকা রাজস্ব উঠিত তাহার তৃতীয়াংশ তিনি ভারতবর্ষে পাইতেন। এবং যখন ডেরায়শের পুত্র জারক্‌সেশ্ গ্রীশ আক্রমণ করেন, তখন তিনি এতদ্দেশীয় সৈন্য তথায় লইয়া গিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

খৃষ্টীয় শকের ৩৩১ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীশাধিপতি শেকন্দর বাদশাহ সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। পঞ্জাবের রাজা পুরুর সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম হয়। পরে শতদ্রু নদীর তীরে আসিয়া সৈন্যেরা নানাপ্রকার ক্লেশে ক্লান্ত হওয়াতে, আর অগ্রসর হইতে কোন ক্রমেই সম্মত হইল না, ইহাতে শেকন্দর শতদ্রু পার হইতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহারা বক্‌ট্রিয়া ও শীরিয়া দেশোদ্ভব সেনাধ্যক্ষেরা সময়েং যমুনা ও গঙ্গা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষের প্রকৃত অধিপতি হইতে পারে-নাই। বস্তুতঃ তাহাদিগের যাহা কিছু ক্ষমতা হইয়াছিল তাহা দুই এক পুরুষের মধ্যেই তাঁতার জাতীয়দিগ-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। গ্রীশদেশীয়েরা যে ভারত-বর্ষে আধিপত্য করিয়াছিল অধুনা তাহা কেবল তাহা-দিগের সময়ের প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা স্থির হইতে পারে, এক্ষণে তাহাদের অন্য কোন প্রকার কীর্ত্তি এতদ্দেশে বর্ত্তমান নাই। ঐ মুদ্রা পঞ্জাব ও তাহার উত্তরাংশস্থ পার্ব্বত্য দেশে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শেকন্দর বাদশাহের অধিক দিন পূর্ব্বাবধি টায়ার ও আইজানব বন্দর হইতে ভারতবর্ষ হইতে ইয়ুরোপ খণ্ডে

রেশম ও মসলা প্রেরিত হইত। টায়ারের নাশের পর আলেকজন্দ্রিয়া যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে এতদ্দেশীয় বাণিজ্যের সৌকর্য্যই তাহার মুখ্য কারণ। আলেকজন্দ্রিয়া ও পারস্য খাড়ি দিয়া রোমিকেরা এতদ্দেশীয় নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইত।

অনন্তর মহম্মদের মতাবলম্বীরা পারস্য মিশর ও আসিয়ার সমুদয় অপরাপর স্থানে অস্ত্র বিস্তারিত করিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানে তাহারা চারি শত বৎসরের অধিক কাল বিবাদকার্য্যে ব্যাসক্ত থাকিয়া অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করে।

১০০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের এক বংশের নাশ, অপর বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি, এসমস্ত বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইলে ইতিহাস বাহুল্য হইয়া উঠে। প্রথমতঃ গিজনীর সুলতান মামুদ বারম্বার আক্রমণের পর পঞ্জাবের অধিপতি হন এবং লাহোরে রাজধানী স্থাপিত করেন। ঐ সময় অনঙ্গপাল লাহোরের রাজা ছিলেন। একশত পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সুলতান মামুদের বংশাবলীর অধিকার থাকে, তদনন্তর মহম্মদ ঘোরি আসিয়া দিল্লী অবধি আক্রমণ করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সেনাপতি কুতবউদ্দিন কর্তৃক দিল্লী মুসলমানরাজধানী হয়। ঘোরি বংশীয়ের পর কতগুলি দাস রাজা হইয়াছিলেন। মহম্মদ ঘোরির প্রতিপালিত এক দাস ছিল, উহারা তাহার বংশোদ্ভব।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে খিলিজীবংশীয়েরা রাজা হয়। তোগ্লকবংশীয় রাজারা তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। ইতিমধ্যে মোগলেরা তাতার ও অন্যান্য স্থানে জয়

লাভ করিতে সমুদ্যত হইয়া উঠিল। খৃ ১৩ শতাব্দীতে তাহারা মহাবল চেঙ্গেজ খাঁর অধীনে ইয়ুরোপখণ্ডে রোম রুশিয়া পোলণ্ড হঙ্গেরি ও বোহিমিয়া পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, অন্যান্য খণ্ডেতেও তাহাদিগের বিক্রমের ত্রুটি হয় নাই। তৈমুর হিন্দুকুশ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হন এবং সিন্ধুনদ পার হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কোন্ প্রকার বাধা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগর অধিকার করিয়া লন—তৈমুর অত্যন্ত নৃশংস ছিলেন। এক সময় তিনি অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া এক লক্ষ কারাবন্দীকে বিনষ্ট করেন। তিনি দিল্লীতে অতি অল্পদিবস থাকেন, পরে নগর লুঠ ও রাজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিয়া তাতার রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর অনেক ক্লেশে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন—বাবর মোগল সাম্রাজ্য রীতিমত স্থাপিত করেন। তিনি যেরূপ যুদ্ধক্ষম তদ্রূপ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন—তিনি শিল্পসাহিত্যবিদ্যার সহায়তা করিতেন। তিনি বেহার পর্য্যন্ত জয় করিয়া ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স চৌয়াল্ল বৎসর হইয়াছিল।

বাবরের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে সন্নিবেশিত হয়েন। ঐ সময় সাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছিল, রাজস্বের অবস্থাও উন্নত ছিল। অধিকন্তু তিনি প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ছিলেন। সাহিত্য বিদ্যার চর্চ্চার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, অপিচ তিনি বীর-

সুকবিও ছিলেন। আফগানদিগের সহ এক যুদ্ধে বাবর জয়ী হইয়াও বিশ্বাসঘাতীদিগের ষড়যন্ত্রে পতিত প্রায় হইয়াছিলেন, কিন্তু বহুকষ্টে প্রাণ রক্ষা করেন। ভ্রাতৃবর্গ ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিরা তাঁহার দুরবস্থার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিদ্রোহিতা করত তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে। আফগানজাতীয় শের শাহা সিংহাসনে সন্নিবেশিত হন, এবং পাঁচবৎসর কাল রাজ্য করেন। শের সাধারণের উপকারী অনেক বিষয় সম্পাদন করেন, বিশেষতঃ ঘোটকডাক স্থাপিত করেন। হুমায়ুন অপহরণকারিদিগের হস্ত হইতে আপনার আধিপত্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পারস্য বাদশাহ তমাসফের নিকট আশ্রয় লন। তিনি হুমায়ুনকে সাতিশয় আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন।

হুমায়ুন অভিনব সুহৃদের সহায়তায় বিদ্রোহীদিগের দণ্ড করেন, এবং ষোল বৎসর অনুপস্থিতির পর দিল্লীতে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার পূর্ব্ব রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লন, কিন্তু এত দুঃখের পর অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। এক দিন ছাদের উপর পাদচারণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ পাদস্খলন হইয়া নীচে পড়িয়া যান, এবং ঐ আঘাতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়।

হুমায়ুনের পুত্র আকবর পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার বয়স পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর হয় নাই। আকবরের এতাদৃশ বাল্যাবস্থার আনুষঙ্গিক অবিবেচকতার

প্রতিবিধান তাঁহার পিতার সেনাধ্যক্ষ ও মন্ত্রিবর বেরামখাঁর প্রাজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতাতে সম্পন্ন হইয়াছিল। বেরাম খাঁ তাঁহারও মন্ত্রিত্বপদে নিযুক্ত হন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর রাজ্যের স্থানে স্থানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, বেরাম খাঁ তাহা নিবারণ করিতে তৎপর হন, এবং তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। প্রথমতঃ হিমুনামক এক জন হিন্দুরাজা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর সম্রাট ইহা প্রচার করেন। হিমু মহাসাহসে আকবরের সৈন্যসহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে ধরা পড়েন, ও বেরাম খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। এই জয়ের পরই দিল্লী আগরা ও পঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হইল।

বেরাম খাঁ উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্কশ ও উদ্ধত স্বভাব হেতু রাজ্যের সকল লোকেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল, এদিকে আকবরও তখন যৌবনাবস্থায় অধিরূঢ় হইলেন, সুতরাং পরাধীন থাকা তাঁহার মনস্তুষ্টিজনক হইল না, এই নিমিত্ত তিনি বেরাম খাঁকে কর্ম্মত্যক্ত করেন, ইহাতেই বেরাম খাঁর আর অভিমানের অবধি রহিল না। এত যে পূর্ব্বাবধি শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, এই ঘটনায় এক কালে বিদ্রোহী হইলেন। পরন্তু তাঁহার যাহারা সহায় ছিলেন ক্রমে ২ সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহাতেই তাঁহার দুর্দ্দশা ঘটিল। বেরাম খাঁ আকবরের আশ্রয় লইলেন, মহানুভব আকবর তাঁহাকে মক্কাতীর্থে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে জনেক আফগান তাঁহাকে বিনষ্ট করে, উহার পিতাকে তিনি এক যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে (১৫৬০ সালে) পঞ্জাব দিল্লী আজমীর লখনৌ ও গোয়ালিয়ার লইয়া আকবরের সাম্রাজ্য হয়। তিনি সমুদায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য বিস্তার করণে আগ্রহী হন।

আকবর প্রথমতঃ মালোয়া অধিকার করেন—পরে উদয়পুরের মধ্যে চিতোরের দুর্গ আক্রমণ করেন; কিন্তু উক্ত দুর্গ তাঁহার সমুদায় রাজ্যকালে অধিকৃত হয় নাই। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে গুজ্জর দেশ তাঁহার অধিকৃত হয়। তদনন্তর তিনি বাঙ্গলায় আধিপত্য স্থাপিত করেন—আকবর বুদ্ধি ও কৌশলে সমুদয় রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরপ্রদেশে স্বীয় ক্ষমতা বর্দ্ধিত করেন। কাশ্মীর রাজ্যও তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তিনি ১৫৯৬ শকে দক্ষিণ রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন, এবং দুই বৎসরের পর তাহার অধিকাংশ স্বীয় রাজ্য ভুক্ত করেন।

আকবর যেমন যুদ্ধশীল ছিলেন তেমন রাজনীতিসম্পন্ন ছিলেন—তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের ইতর বিশেষ করিতেন না, তিনি অতীবগুণগ্রাহী ছিলেন, রাজা তোড়লমল ও মানসিংহের প্রতি রাজস্ব বিষয়ের ভার ছিল। তাঁহারা রাজস্ব নির্ব্বাহ বিষয়ে নিপুণ ছিলেন, আকবর আমাদিগের কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থও পারস্যভাষায় অনুবাদিত করাইয়াছিলেন। তিনি আমিষ ভোজনে অনুরক্ত ছিলেন না। এই মহানুভব প্রসিদ্ধ সম্রাট ১৬০৫ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আকবরের মৃত্যুকালে তাঁহার সাম্রাজ্য পঞ্চদশ

সুবাতে বিভক্ত ছিল, যথা আলাহাবাদ, আগরা, অযোধ্যা, আজমীর, গুর্জ্জর, বেহার, বাঙ্গলা, দিল্লী, কাবেল, লাহোর, মুলতান, মাল্বী, বেরার, খান্দেশ, এবং আমেদনগর।

আকবর একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার সেলিম নাম ছিল, পরে তিনি বাদশাহ হইয়া জাহাঙ্গির অর্থাৎ পৃথ্বীজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি এক বৎসর রাজ্য করিলে তদীয় পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করত লাহোর আক্রমণ করেন, জাহাঙ্গির তাহার সমুচিত দণ্ড করিবার নিমিত্ত যাত্রা করেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারীয় অনেকগুলিকে কয়েদ করেন, তাহার মধ্যে খসরু ছিলেন জাহাঙ্গির তাহাকে একবৎসর বন্দী রাখেন। বাদশাহ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার এক মৃত সুবাদারের পরম রূপবতী ও লাবণ্যময়ী বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ নারী নুরজাহান নামে বিখ্যাতা হন। ইং ১৬১৫ সালে ইংলণ্ড হইতে প্রথম জেমস্ বাদসাহ্ সর্ জমাস রো সাহেবকে আজমীরে প্রেরণ করেন, ঐ সময় ইংলণ্ড হইতে যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগের কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে, সম্রাটের নিকট তাহার স্থিরতা করিয়া যাওয়াই রো সাহেবের ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রো সাহেব তিন বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। জাহাঙ্গিরের ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। কথিত আছে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার সম্মতি ক্রমে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গিরকে নিতান্ত নূরজাহানপ্রিয় দেখিয়া তাঁহার তৃতীয় পুত্র সাজাহান ভাবিলেন যে বিমাতার কুপরামর্শে তাঁহার রাজ্যাধিকারী হওয়া ভার হইবেক, অতএব মনের ভাব আর গোপন না রাখিয়া স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন, এবং আগরা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি সেবার পরাভূত হন। পরে কএক বৎসরাবধি বিবাদে প্রবৃত্ত থাকেন।

এই সময় এমন এক ঘটনা হইল যাহাতে সমস্ত কার্যের গতিক একেকালে পরিবর্ত্ত হইয়া যাইত, কেবল নূরজাহানের সাহস ও কৌশল দ্বারা তাহার অন্যথা হয়। পঞ্জাবের গবর্ণর মহবত খাঁ, জাহাঙ্গির বাদসাহের অনুগত ভৃত্য ছিলেন। সাজাহান বিদ্রোহী হইলে মহবত তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ পরাস্ত করেন। যখন সাজাহান গুর্জ্জর ও বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট হইয়া অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেন, তখন মহবত তাঁহার সাতিশয় প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন। অনন্তর নূরজাহান বাদসাহকে পরামর্শ দেন মহবত খাঁ আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিতে মন্ত্রণা করিয়াছে। ইহাতেই মহবতের প্রতি জাহাঙ্গির বাদসাহের মনো ভঙ্গ হইয়া গেল। মহবত বাদসাহের মনের ভাব জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং বারম্বার আহ্বানের পর তিনি আপনার সম্ভ্রমের উপযুক্ত পাঁচ হাজার অশ্বারোহী রজঃপূত সৈন্য লইয়া লাহোরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় জাহাঙ্গির বাদসাহ শিবির সন্নিবেশিত করিয়া রহিয়াছিলেন। মহবত শিবিরে প্রবিষ্ট হইলে বাদসাহ তাঁহাকে অনাদর করিলেন,

এবং তাঁহার নিকটে রাজস্ব ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির হিসাব চাহিলেন। মহবত বাদসাহের এতাদৃশ আচরণে ক্রোধে অধীর হইলেন। পর দিবস তিনি সসৈন্যে বাদসাহের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। বাদসাহের সৈন্যেরা ঐ সময় নুরজাহান রাজ্ঞীর সঙ্গে শতদ্রুপারে গিয়াছিল।

নুরজাহান স্বামীর এইরূপ দুর্দশা জ্ঞাত হইবা মাত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন যেকোন প্রকারে হউক মহবতের হস্ত হইতে বাদসাহকে মুক্ত করিতে হইবেক। প্রবল শত্রুর সম্মুখে নদী পার হওয়া বড় সহজ নহে। পরাক্রমশালী নুরজাহান স্বয়ং নদী পার হইয়া শত্রু দিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। মহবতের সৈন্যেরাও বিপক্ষ দিগকে বিদিগতে আক্রমণ করে। পরিশেষে অনেক ওমরাও চারিদিক হইতে মহবতের রজঃপুত সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। পরন্তু মহবতের জয় হইল, নুরজাহান লাহোরে পলায়ন করিলেন। পরে জাহাঙ্গিরের পত্র পাইয়া তাঁহার শিবিরে আইলেন। মহবত মনে করিয়াছিলেন নুরজাহানকে প্রাণে বিনষ্ট করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না। নুরজাহান চতুরতা পূর্ব্বক মহবতের সম্মুখে বাদসাহের সহ সাক্ষাৎ করিলেন। জাহাঙ্গির মহবতের নিকট প্রার্থনা করেন নুরজাহানের প্রাণ রক্ষা হয়। মহবত তাহা স্বীকার করেন।

অনন্তর মহবত জাহাঙ্গির বাদসাহকে কাবলে লইয়া গিয়া যেরূপ মান্য করা উচিত তাহাই করিতে লাগিলেন। বাদসাহ মহবতের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন

ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহাতে মহবত বাদসাহকে মুক্তি দিলেন এবং আপনি পূর্ব্ববৎ অবস্থা অবলম্বন করিলেন।

মহবতের প্রতি নূরজাহানের ক্রোধের শান্তি হয় নাই, অতএব তিনি তাহাকে সংহার করিবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গির বাদসাহ মহবতকে নূরজাহানের অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। মহবত এক্ষণে অসহায়, সুতরাং পলায়ন করিলেন। অনন্তর জাহাঙ্গির বাদসাহ কাশ্মীরে কাসরোগাক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকদিগের পরামর্শানুসারে লাহোরে আনীত হইতে ছিলেন, পথিমধ্যে ৯ নবেম্বর ১৬২৭ শালে তাঁহার মৃত্যু হইল। জাহাঙ্গির, সাজাহান ও সেরায়ার নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সাজাহান ১৬২৭ শালে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিলেন। তৈমুর বংশে কেবল তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা জীবিত রহিলেন মাত্র, আর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রাদি সকলকেই বিনষ্ট করিলেন।

পরে দক্ষিণ রাজ্যে বাদশাহী সেনাপতি লোদি নামে এক জন সাহসিক ওমরাও, পাঠানবংশোদ্ভব বলিয়া সিংহাসনের দাওয়া করিলেন। সাজাহান তাহার দণ্ড করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু লোদী অস্ত্রত্যাগ করাতে মালোয়ার রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। পরে বাদসাহের আজ্ঞাক্রমে রাজধানীতে আসিলেন। সাজাহান তাহাকে অনাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ফলতঃ বিবাদ উপস্থিত

হইল। ওমরাও সত্বরে তিন শত অনুবর্ত্তি লোক সমভিব্যাহারে নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন, শত্রুরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। ইতিমধ্যে অন্তঃপুর হইতে কাতর শব্দ শ্রুত হইল। লোদী গিয়া দেখেন যে সকলের গাত্রে শোণিত প্লাবিত হইতেছে। ইহার কারণ এই, পাছে বাদসাহ কর্ত্তৃক অবমানিতা হয় সেই ভয়ে স্ত্রীরা তরবারি দ্বারা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া জীবনের শেষ করিতে চেষ্টা পাইয়া ছিল। অনন্তর লোদী দুই পুত্র ও সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিলেন, ও যাইতে২ বলিতে লাগিলেন, আমার প্রত্যাগমনে ত্বরায় জাহাঙ্গিরকে কম্পান্ত হইতে হইবেক। পরন্তু লোদীর সকল চেষ্টা বৃথা হইল, তাঁহার দুই পুত্রের মরণ হয় এবং তিনি ও তদীয় অনুবর্ত্তিরা বিপক্ষদিগের আঘাতে নিপাতিত হইলেন।

সাজাহান দক্ষিণ রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন, ও তথাকার রাজাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা পাদাবনত করিলেন। তিনি কান্দাহার ও তাহার দেশের রাজধানী বল্ক নগরী অধিকার করিতে সৈন্য পাঠান বটে, কিন্তু, কৃতকর্ম্মা হইতে পারেন নাই। তিনি আসাম অধিকার করিয়া পূর্ব্বদিকে স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তারিত করেন।

সাজাহান প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া নানা কীর্ত্তির দ্বারা হিন্দুস্থানের শোভা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। অভিনব দিল্লী নিজনামানুসারে সাজাহানবাদ বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছিলেন। তথায় এক লোহিত প্রস্তরের চমৎকার শোভাপূর্ণ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানীয় যুম্মা মসিদ দেখিতে অতি সুন্দর, তেমন

ভারতবর্ষে আর নাই। কিন্তু তিনি স্বীয় রাজ্ঞীর স্মরণার্থ আগরাতে যে মমতাজ মহল অথবা যাহা অপভ্রংশে তাজমহল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সকল কীর্তির অগ্রগণ্য। ইহা [illegible] শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত. অভ্যন্তরে মণিমুক্তা নিবেশিত আছে। কথিত আছে ইহা নির্ম্মাণে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সাজাহান পর্ত্তুগিসদিগকে হুগলী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন।

সাজাহান ত্রিশ বৎসর রাজ্য করেন, তাঁহার শেষ দশায় আরংজেব কর্তৃক সাত বৎসর আগরার দুর্গে বদ্ধ থাকিয়া, ১৬৬৬ সালে লোকযাত্রা সম্বরণ করেন।

পিতাকে আগরার দুর্গে বন্দী রাখিয়া আরংজেব ভ্রাতা ও ভাতৃপুত্রদিগকে কারাবাসে বা যুদ্ধে হউক বিনষ্ট করিয়া, ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি অতি ক্ষমতাশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রীতি নীতির স্থিরতা ছিল না। তাঁহার সময় মোগল সাম্রাজ্যের শেষ উন্নতি হয়। আরংজেব সিন্ধুনদ হইতে কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা পদে পদে আরংজেবের [illegible] প্রতি দ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। মাহেমাগ ও [illegible] বনা প্রদেশ-বাসী হিন্দুরা শিবাজির সহায় [illegible] হইয়া উঠে। এবং যত দিন শিবাজী জীবিত [illegible] ততদিন তাহারা কষ্টসৃষ্টে স্বাধীনতা রক্ষা করি[illegible] পারগ হইয়াছিল। কিন্তু শিবাজীর নাশের পর তা[illegible] হারা দুরবস্থ হইল, এবং অগত্যা সম্রাটকে কর দিতে লাগিল। ১৭০৭ সালে আরংজেবের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহালম সিংহাসন গ্রহণ করেন। এবং পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অধিকারী থাকেন। সাহালমের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ-পুত্র জাহাঙ্গীর সাহ সিংহাসন অধিকার করিলেন। তদনন্তর ফিরোকশায়র বাদশাহ হইয়া ছয় বৎসর রাজ্য করেন। ফিরোকশায়রের পর দুই যুবরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। অনন্তর মহম্মদ শাহ সম্রাট বলিয়া প্রচারিত হন। তিনি একবিংশ বৎসর রাজ্য করেন। তাঁহার পরে তদীয় পুত্র আহম্মদ শাহ পিতৃ সিংহাসনাধিকার করেন। তদনন্তর আলমগীর, ও আলমগীরের পর দ্বিতীয় সাহালম বাদশাহ হন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহই আরংজেবের তুল্য উপযুক্ত ছিলেন না। [illegible]দের সময় অধিকৃত কর্ম্মচারিরা চারিদিকে [illegible] হইতে সচেষ্ট হইল। ফলতঃ সম্রাটেরা এমন [illegible] হইলেন, যে, কোন কর্ম্মচারী আর তাঁহাদিগকে ভয় করিল না, যে, যেখানে নিযুক্ত ছিল সে সেইখানকার অধিপতি হইতে লাগিল। দক্ষিণ রাজ্যের গবর্ণর নিজাম উলমলক্ প্রবল হইয়া উঠিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কেবল স্বাধীন হইল এমন নহে, তাহারা সম্রাটদিগের প্রপীড়ন করিতে লাগিল। এতাদৃশ

দুরবস্থার সময় পারস্য দেশের অধিপতি নাদর শাহ ১৭৩৯ সালে দিল্লী আক্রমণ করেন। তিনি এক দিনে ত্রিশ হাজার প্রাণী বিনষ্ট করেন, ও কত টাকার দ্রব্যাদি যে লুঠ করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। ক্রমে ক্রমে বেলুচ দেশীয়েরা আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিল। শিকজাতীয়েরাও পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া শতদ্রু নদীর বামপার অবধি আধিপত্য বিস্তার করিল। পরে জাট, রোহেলা, ও এইরূপ কত জাতীয়েরা যে প্রবল হইয়া উঠিল তাহার নিরূপণ করা যায় না। এক জন বাঙ্গলা অধিকার করে—অপর ব্যক্তি কর্ণাট আক্রমণ করে। ফলতঃ বিশৃঙ্খলতার আর অবধি রহিল না। অপিচ এই সময়ে কত যে নবাব, রাজা ও সরদার হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ১৭৪০ সালে তাহারা মোগলদিগের অধিকার পরিত্যাগ করিল।

ইতিমধ্যে ইউরোপখণ্ড হইতে যাহারা বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহাদিগের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্ত হইল। পোর্ত্তুগিসরাই প্রথম ইউরোপীয়দের এতদ্দেশে বাণিজ্যের পথ প্রদর্শন করে। তাহারা বহুকাল প্রবল ছিল, ক্রমশঃ তাহাদিগের অধঃপতন হইল। দিনামার দিগেরও পোর্ত্তুগিসদিগের ন্যায় অবস্থা ঘটে। কেবল ইংরাজ ও ফেঞ্চরা প্রবল রহিল।

যখন ইংরাজ ও ফেঞ্চরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, তখন স্ব স্ব বাণিজ্যের উন্নতির প্রতিই প্রত্যেকের অভিলাষ ছিল, রাজ্য অধিকারী

হওয়া কাহারো লক্ষ্য ছিল না। যে যে স্থান বাণিজ্যের উপযুক্ত বোধ করিল সে সেই স্থান প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিল। ফরাসিস বা বর্বোঁ মরীচ ও অন্যান্য দ্বীপ অধিকার করেন, এবং পণ্ডিচরিতে ও চুঁচড়াতে এক এক কুঠী নির্ম্মাণ করেন।

ইংরাজেরা প্রথমতঃ যাবার অন্তঃপাতি বেন্‌তাম ও সুরত, তদনন্তর ক্রমশঃ করমণ্ডল উপকূলে মশালিপাত্তাম, মান্দ্রাজপাত্তান ও নিগাপাত্তানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠী নির্ম্মিত করেন। ইঙ্গলণ্ডীয় দ্বিতীয় চার্লস বাদসাহ পোর্ত্তুগিস রাজকন্যা বিবাহ করাতে বোম্বাই যৌতুক পাইয়াছিলেন, তাহাও তিনি সদাগরদিগকে অর্পণ করেন। শেষে সুতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ইংরাজদিগের হইল। এক্ষণে ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিবরণ লিখিত হইতেছে। ১৫৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর কতকগুলি সদাগর ইলিজাবেথ রাজ্ঞীর নিকট পনের বৎসরের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ও চীনীয় সাগরে একচেটীয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হয়, সনন্দ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্ত হইত। ১৬৩৫ সালের প্রথম চার্লস বাদশাহ অর্থের অসদ্ভাব হওয়াতে সর উইলিয়ম কোর্টীয়ার ও অন্যান্যদিগকে কোম্পানির অধিকার-বাহিরে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। তৃতীয় উইলিয়ম বাদশাহ দুই কোটি টাকা পাইয়া এক নূতন কোম্পানিকে আদি কোম্পানির সদৃশ ক্ষমতা দিয়া সনন্দ প্রদান করেন। অনন্তর উভয় কোম্পানি সম্মিলিত হইয়া "ইউনাইটেড কোম্পানি অব

এসোসিয়েশন অব ইংলণ্ড ট্রেডিং টু দি ইষ্টইণ্ডিস্"-নাম প্রাপ্ত হয়। ইহার পর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস কেবল বাণিজ্যের কথামাত্র। এই সময় ইংরাজ কর্ম্মকারকদিগের অবস্থা এত হীন ছিল, যে ১৭৫১ সালে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরেরা কলিকাতায় তাহাদিগের প্রেসিডেণ্টকে লিখিয়া পাঠান, হাজার টাকা ব্যয়ে তোমার শকট ও অশ্ব ক্রয় করা অনুচিত হইয়াছে, এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ের অর্থ পুনর্বার রাজকোষে জমা দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষে ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। ঐ সময় ইংরাজদিগের একখানা রণতরি আসিয়া পণ্ডিচরিতে উপস্থিত হইল। ফ্রেঞ্চরা কর্ণাটের নবাবের আশ্রয় লওয়াতে ইংরাজেরা ভয় পাইলেন, এবং একটী গুলিও নিক্ষেপ না করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছু দিন পরে ফ্রেঞ্চদিগের যুদ্ধজাহাজ আসিয়া মান্দ্রাজের নিকট উত্তীর্ণ হইল। এম লা বর্ডনে ঐ জাহাজের কর্ত্তা হইয়া আইসেন, তিনি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

ইংরাজদিগের সহ কএক সামান্য যুদ্ধের পর লর্ডনে সাহেব মান্দ্রাজের পথে জাহাজ লোভর করিলেন এবং সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজ আক্রমণ করিলেন। ইঙ্গলণ্ডেরা এই সঙ্কটে কর্ণাটের নবাব আনুরুদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোন প্রকার উপহার না দেওয়াতে নবাব আশু তাহাদিগের প্রতি কোন মনোযোগ করেন নাই। তৎকালে ফোর্ট সেন্ট জর্জ এমত উত্তমরূপে সজ্জিত ছিল না, যে ইঙ্গরাজেরা ফ্রেঞ্চদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। কাজে কাজেই উক্ত দুর্গে ফ্রেঞ্চদিগের জয়পতাকা উত্তীর্ণ হইল। ঐ সময় পাণ্ডুচরির গবর্ণর ডুপলে সাহেব এশিয়া খণ্ডে ফ্রেঞ্চদিগের সকল স্থানের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি কোন প্রকার সন্ধির কথা না শুনিয়া মান্দ্রাজ অধিকার করিলেন এবং তথাকার ইংরাজদিগকে কারাবদ্ধ করিলেন। তাঁহার এতাদৃশ আস্পর্দ্ধা নবাবের পক্ষে অসহ্য হইল এবং তিনি সসৈন্যে তাঁহার প্রতিফল দিতে যাত্রা করেন। পরন্তু ডুবলে তাঁহাকে পরাভূত করাতে তিনি আর্কটে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইংরাজদিগের মান্দ্রাজের অধিকার গেল এবং তাঁহারা ফোর্ট সেন্ট ডেবিডে আপনাদিগের প্রধান ছাউনী করিলেন। ডুবলে তাহাও আক্রমণ করিবার নিমিত্ত গমন করেন। এই সময় কর্ণাটের নবাব ইংরাজদিগের সহ প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। এজন্য ডুবলে এযাত্রায় কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু ঐ অব্যবস্থিত নবাব পুনর্ব্বার ফ্রেঞ্চদিগের সহ মিলিত

হইলেন। ইংরাজেরা আডমিরাল বস্কাওনের রণতরির সাহায্যে পণ্ডিচরি লইবার যে চেষ্টা করেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বরং তাহাদিগের এক হাজার ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই সময় উভয় পক্ষের মঙ্গলজনক ইউরোপে একস্‌লা চেপেলের সন্ধির সংবাদ (১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে) আসিয়া পঁহুছে। ঐ সন্ধির দ্বারা ইংরাজেরা মান্দ্রাজ প্রাপ্ত হইলেন। এবং ফেঞ্চেরা তাঁহাদিগের আবার কিছু না করিতে পারে এই নিমিত্ত সেণ্টডেবিসের উপদুর্গ অধিকার করিলেন।

মান্দ্রাজ ফেঞ্চদিগের হস্তান্তর হইয়া ইংরাজদিগের প্রাপ্ত না হইতে হইতেই, তাঞ্জোরের সিংহাসনচ্যুত রাজা সাহুজি, ফোর্ট সেণ্ট ডেবিডে আসিয়া ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। এবং স্বীকার করিলেন যদি তোমরা আমাকে পুনর্ব্বার রাজ্য দিতে পার তবে যথেষ্ট পুরস্কার করিব। ইংরাজেরা তাঞ্জোরের রাজাকে তদীয় সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইল না। পরন্তু দ্বিতীয়বার সৈন্য প্রেরণ করাতে রাজ্যাপহারক প্রতাপ সিংহ আপনা হইতেই যথার্থ উত্তরাধিকারী সাহুজিকে বিত্ত দিতে চাহিল। তাঞ্জোরের রাজ্যচ্যুত রাজা দেখিলেন ইহা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে উত্তম ফল লাভ হইবেক না, সুতরাং বিবেচনা করিয়া বিত্ত গ্রহণ করা শ্রেয়স্কল্প স্থির করিলেন। প্রতাপ সিংহ ইংরাজদিগকে দেবিকত্তের দুর্গাধিকার ত্যাগ করেন। কোলরূণ নদীতে বাণিজ্য করিবার পক্ষে উক্ত দুর্গ অতি উপযুক্ত।

১৭৩২ সালে ত্রিকাণপালির রাজার পরলোক হয়, তাঁহার তিন স্ত্রীর মধ্যে দুই জন সহমৃতা হয়; অপর এক জন রাজত্বের দাওয়া করিল। এরূপ দাওয়া স্বী-কার করা মৃতরাজার সেনাপতির মনোগত ছিল না; এবং সে এক দল ব্যক্তিকে আপন পক্ষ করিল। ইহা-তেই রাণী আরকতের নবাবের নিকট এ সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নবাব সৈন্য পাঠাইলেন, চাঁদ সাহেব ঐ সৈন্যদলের কর্ত্তা ছিলেন। তাঞ্জোরের প্রাচীরমধ্যে সৈন্য প্রবিষ্ট করিয়াই চাঁদ সাহেব উক্ত নগর আপনি লইবার চেষ্টা করিলেন। আরকতের নবাবের মন্ত্রিরা চাঁদসাহেবকে আহ্বান করি-য়া পাঠাইলেন। চাঁদ সাহেব তাহাদিগের আহ্বান গ্রাহ্য করিলেন না। সুতরাং তাহারা বাজীরাও সিন্ধি নিমিত্ত মহারাষ্ট্রদিগের সহ যোগ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বিপরীত ফল দর্শাইল, তাহারা চাঁদ সাহেবকে পদ-চ্যুত করিয়া সাতারায় কয়েদী করিয়া লইয়া গেল। এবং ত্রিকাণপালীতে আপনাদিগের পক্ষের এক জন-কে গবর্ণর নিযুক্ত করিল।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে চাঁদ সাহেবের স্ত্রী এক পুত্র লইয়া পণ্ডিচরিতে পলায়ন করেন। তথাকার গবর্ণর ডুপ্লের সহায়তায় চাঁদ সাহেব স্বাধীনতা পাইলেন। কিন্তু তিনি ত্রিকাণপালী প্রবেশ করিতে পান নাই। এই সময়ে দক্ষিণ রাজ্যে নাজিম উলমল্‌কের মৃত্যু হয়। তাঁহার সিংহাসনাধিকার লইয়া ঘরাও বিবাদ উপ-স্থিত হইল। এ দিকে নাজিমের পৌত্র মজাফর জঙ্গ উইল দেখাইয়া রাজ্যের দাওয়া করিতে লাগিলেন

তিনি ঐ সময় করিতেছিলেন। প্রথমতঃ চাঁদ সাহেব, পরে ডুপ্লে তাঁহার বাসনা সিদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। ওদিকে নিজামের পুত্র নাজির জঙ্গ জয়পতাকা তুলিলেন এবং ইংরাজেরা তাঁহার পক্ষ হইলেন। অপর, চাঁদ সাহেব ও মজাফরের পক্ষ কারনটের নবাব হইবার মানস করিলেন। ফরাশিশেরা তাঁহাদিগের সহ আপনাদিগের সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। আরকট তাহাদিগের হস্তগত হইল। তথাকার নবাব আনবরুদ্দিন বিনষ্ট হইলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে চাঁদ সাহেব রাজা হইলেন। হতভাগ্য নবাবের পুত্র ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করিলেন, তথায় তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। এবং ত্রিচিনপল্লী হইতে ইংরাজদিগকে জানাইলেন তোমরা আসিয়া আমার সহায়তা কর এবং ফেরিঙ্গিদিগকে বিনাশ কর।

পরস্পরের আশ্রিতদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই রূপে ইংরাজ ও ফরাশিশদিগকে, বিবাদসূত্রে প্রবৃত্ত হইতে হইল। মেজর লরেন্স নাজির জঙ্গের সাহায্যে ৬০০ ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া গেলেন। এম, ডি, অটোএ ফরাশিশদিগের ৪০০ ইউরোপীয় ও ২০০০ সুশিক্ষিত সিপাহী লইয়া মজাফর জঙ্গের সাহায্য করিলেন।

১৭৫০।—ফরাশিশদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত দেখিয়া নাজির জঙ্গ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মজাফর জঙ্গের বিপক্ষে যাত্রা করেন। এবং যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় মজাফর জঙ্গ তাঁহার সহ সৌহার্দ্দের কথা উত্থাপন করেন। পরে নাজির জঙ্গ

আরকট অধিকার করিয়া মৃত নবাবের পুত্র মহম্মদ আলীখাঁকে তথাকার নবাব করেন। অনন্তর তাঁহার সুহৃদ ইংরাজদিগের সহিত বিবাদ করিয়া দুরবস্থায় পড়িলেন। ডুপ্লে ফরাশিশসৈন্যদিগের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়া নাজির জঙ্গের সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন। ফরাশিশ সেনাপতি, মহম্মদ আলীখাঁর সৈন্যগণকে আরকটের বাহিরে আক্রমণ করিল। নাজির প্রতিহিংসা করিতে গিয়া বিপক্ষদিগের ষড়যন্ত্রে পতিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাসী এক পাঠান ফরাশিশদিগের পরামর্শে তাঁহাকে বধ করে। মজাফর জঙ্গ তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে ডুপ্লের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। তিনি দক্ষিণ দেশে একজন সুবেদার ও আরকটে এক নবাব সন্নিবেশিত করিলেন। নূতন সুবেদার মজাফর জঙ্গ ডুপ্লেকে কর্ণাটে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিচরির মুদ্রাঙ্কিত মুদ্রা ব্যতিরেকে কোন প্রকার মুদ্রা তথায় প্রচলিত হইল না। প্রত্যেক করপ্রদ ও সন্ধিবদ্ধ রাজাদিগের নিকট মোগল সম্রাটের প্রাপ্য টাকা ডুপ্লেই আদায় করিতে লাগিলেন। মজাফর জঙ্গ এক দল ফরাশিশসৈন্য সমভিব্যাহারে গোলকন্দায় যাত্রা করিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে শত্রুকর্ত্তৃক এক বল্লমের আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

বুসী, মজাফর জঙ্গের সমভিব্যাহারী ফরাশিশ সৈন্যদিগের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অতি চমৎকার। তিনি অন্বেষণ করিয়া অবি-

কারাবদ্ধ করেন, ক্লাইব তাঁহার মধ্যে একজন ছিলেন। ক্লাইব বাঙ্গালির বেশ ধারণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ফোর্ট সেণ্ট ডেবিডে পলাইয়া আসিলেন।

১৭৪৭ সালে ক্লাইব সৈনিক কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন। তিনি তাঞ্জোরের যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করিলেন। যেখানে তিনি যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন তথায় আপনার সাহস ও বুদ্ধির নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে তিনি কাপ্তেনের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি দুইবার তাঞ্জোরের দুর্গে ইংরাজদিগকে জয় করেন। ঐ সময়ের গবর্ণর সৌণ্ডারসন সাহেবকে জ্ঞাত করেন, অন্য আয়োজনে চাঁদসাহেবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রূপে যুদ্ধ করা সম্ভাবনীয় নহে। অতএব অগ্রে আরকট আক্রমণ করা শ্রেয়ঃ, আমি তাহার সেনাপতিত্ব গ্রহণে প্রস্তুত আছি। অনন্তর ক্লাইব কএকটী কামান ও ৫০০ সৈন্য লইয়া যাত্রা করেন, তাহার মধ্যে দুইশত ইউরোপীয় সৈন্য ছিল।

১৭৫১—চাঁদসাহেবের পক্ষ একাদশ শত লোক আরকটের রক্ষক ছিল, ক্লাইবের সৈন্যদিগকে দেখিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং তাহারা আরকট নগর ও দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু চাঁদসাহেবের প্রধান প্রধান সৈন্য ভয় পায় নাই, তাহারা ত্বরায় নগর রক্ষার্থে আসিল এবং ক্লাইব ও তাঁহার সঙ্গিদিগকে এক মাস এক সপ্তাহ বেষ্টিত করিয়া রাখিল। এই আক্রমণের সময় মান্দ্রাজের সিপাহীরা অপূর্ব্ব প্রভুপরায়ণতা দেখাইয়াছিল। যখন আহারীয় সামগ্রীর অভাব হইল তখন তাহারা এই বলিল, আমা

দিগের তণ্ডুল বা অন্য কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক করে না। আমরা মাড় ভক্ষণ করি, ইউরোপীয়েরা অন্ন আহার করেন।

যে পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের জয় লাভ করণের সম্ভাবনা ছিল সেপর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। পরে যখন ক্লাইব চাঁদসাহেবকে ঘোর সঙ্কটে ফেলিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ক্লাইব তাঁহার সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া নগর হইতে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত কতগুলি সৈন্যের সাহায্য পাইয়া চাঁদসাহেবের পুত্র রাজাসাহেবকে পরাভূত করেন। কনজিবিরাম স্থানে ফরাশিসেরা এক মন্দির দুর্গীভূত করিয়াছিলেন, তিনি তাহা সমভূম করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত মান্দ্রাজ ও সেন্ট ডেবিডে প্রত্যাগমন করিলেন।

আরকট নামে চাঁদসাহেব অস্থির হইলেন এবং পুনর্ব্বার সৈন্য পাঠাইয়া উহা অধিকার করিয়া লইলেন। ক্লাইবও পুনর্ব্বার ১৭০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ইহার মধ্যে ৪০০ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। ক্লাইব আসিতেছেন এই রব শুনিয়া বিপক্ষেরা পলায়ন করিল, এবং তাহারা ক্লাইবকে প্রাচীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার যে কৌশল করিয়াছিল তাহাও ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ক্লাইব তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবনা করেন, এবং সেবারও বিজয়ী হইয়া সেন্ট ডেবিডে প্রত্যাগত হন।

১৭৫২—মহম্মদ আলী মহীসুর ও তাঞ্জোরের অধিকারীদিগকে এবং অনেক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আপন পক্ষ করেন। কিন্তু ফরাশিশদিগের সহায়তা থাকাতেই চাঁদসাহেব অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিলেন। এই নিমিত্ত ইংরাজদিগের সেনাপতি যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মেজর লরেন্স বিলাতে গিয়াছিলেন, তিনি ঐ সময় মান্দ্রাজে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ইউরোপীয় অনেক সেনা আসিয়াছিল। তিনি ক্লাইবকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিপক্ষের হস্ত হইতে ত্রিচিনপল্লি উদ্ধার করিতে গমন করিলেন। ফরাশিশেরা চাঁদসাহেবের প্রাবল্য রক্ষা করিতে কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটী করিলেন না। অনন্তর পথিমধ্যে এক যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরাজদিগের এরূপ রণদক্ষতা, ও সাহসিকতা প্রদর্শিত হয় যে তাহা দেখিয়া চাঁদসাহেব ও তাঁহার সহায় ফরাশিশেরা ত্রিচিনপল্লির সম্মুখীন সৈন্য লইয়া শেরিঙ্গহাম দ্বীপে প্রস্থান করিলেন—ঐ দ্বীপ কোলরুণ নদীর দুই শাখার মধ্যে স্থিত।

মেজর লরেন্স ফরাশিশদের অপেক্ষা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কএক সপ্তাহ ঐ স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। উপরি উপরি কতিপয় যুদ্ধ হইল। পরে চাঁদসাহেব ও ফরাশিশ সেনাধ্যক্ষ না বুঝিতে পারিলেন ইংরাজদিগের গতি রোধ করা কোন কার্য্যকারক হইবেক না। অতএব চাঁদসাহেব তাঞ্জোরের সেনাধ্যক্ষ মনাকজির দ্বারা ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা নিবন্ধনের কথা চালিত করিবার প্রস্তাব করেন। মনাকজি শপথপূর্ব্বক চাঁদসাহেবের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন,

তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে বিপদুদ্ধৃত করিবেন। কিন্তু যে মাত্র চাঁদসাহেব তাঁহার শিবিরে আসিলেন, তিনি তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলবদ্ধ করিলেন। পরে তিনি ছোরা দ্বারা চাঁদসাহেবের যন্ত্রণা ভোগ এককালে শেষ করিলেন।

চাঁদ সাহেবের ও ফরাশিশ সেনাপতি লা সাহেবের অধীন সৈন্যেরা শীঘ্রই পরাভূত হইয়া গেল। পরে তাহাদিগের সকলের ভাগ্যে কারাবন্ধন ঘটিল।

১৭৫২ সালের ৩রা জুন ইংরাজদিগের সহিত ফরাশিশদের এক সন্ধি হয়। তদনুসারে কাপ্তেন ডাল-টন শেরিঙ্গাম দ্বীপ অধিকার করিলেন, ফরাশি সৈন্যেরা সেণ্টডেবিডে গমন করিল। তাহাদিগের সাহায্যকারীরাও স্ব স্ব স্থানে গেল।

১৭৫৪—কর্ণাটের যে সকল স্থান পূর্ব্বে অধিকৃত হয় নাই, লরেন্স সাহেব মহম্মদ আলীর সহ একত্রে, তৎ সমুদয় অধিকার করিয়া লইলেন। ঐ সময় মহীসুরের সেনাধ্যক্ষ নঞ্জিরাজ ত্রিকাণপালী দাওয়া করিতে লাগিলেন। মহম্মদ আলী তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যুপকারের নিমিত্ত তিনি ত্রিকাণপালী ও তদধীন স্থান সকল এবং কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবেন। মহম্মদ আলী প্রতিশ্রুত রক্ষা না করাতে, নঞ্জিরাজ ত্রিকাণপালী লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনবার তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পরে তিনি সুস্পষ্টই ফরাশিশদিগের সহ মিলিত হইলেন, এবং ত্রিকাণপালী আক্রমণ করিলেন। মেজর লরেন্স কতিপয় যুদ্ধে নঞ্জিরাজ ও তাঁহার সহায় ফরাশিশদিগকে পরাজয় করেন। ক্লাইব

অল্পসঙ্খ্যক সৈন্য লইয়া কোবলঙ্গ ও চিঙ্গলীপটের দুর্গ আশ্রয় সকল অধিকার করিলেন। অনন্তর ১৭৫৪ সালের ২ রা আগষ্ট ইংরাজ ও ফরাশিশদিগের ভারতবর্ষে পরস্পরের সন্ধিনিবন্ধন প্রস্তাব হইতে থাকে। ঐ সময় ইউরোপ খণ্ডে উভয় জাতি সদ্ভাব-বদ্ধ ছিলেন। এই সন্ধি প্রস্তাবের অন্যথা না হয় এনিমিত্ত বিলাত হইতে ইংরাজদিগের কএক খানা যুদ্ধজাহাজ ভারতবর্ষে আইসে, এবং ফরাশিশদিগের পক্ষ কএক জন কমিস্যনরও আসিয়া উপস্থিত হন। অনন্তর ১৭৫৫ সালের ১১ জানুয়ারি সন্ধির শেষ হয়।

সন্ধিপত্রানুসারে ইংরাজ ও ফরাশিরা পরস্পরের অধিকৃত স্থান সকল পাইলেন। অপর, ইহাও ধার্য্য হইল যে এতদ্দেশীয় রাজপুরুষদিগের বিবাদে কেহই হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ইংরাজেরা মহম্মদ আলীর, রাজস্ব আদায় বিষয়ে ও অবাধ্য অধিকৃত-দিগকে সুশাসিত করণে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এবং ফরাশিরাও দক্ষিণ রাজ্যের সুবাদারের সহায়তা করিতে বুশীর প্রতি নিষেধ করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা এই মাত্র প্রতিপালন করিয়াছিলেন যে স্বয়ং কোন বিবাদসূত্রে লিপ্ত হন নাই।

মালাবর উপকূলে, পঞ্চাশ বৎসরাবধি বোম্বেটীয়া-দিগের দৌরাত্ম্যে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। বিলাত হইতে ইংরাজদিগের যে যুদ্ধজাহাজ আসিয়া মান্দ্রাজে উপস্থিত ছিল, তদ্দ্বারা তাহারা বোম্বেটীয়াদিগকে সুশাসিত করিতে প্রবর্ত্ত হন। ১৭৫৫ সালে কমোডর জেম্স সেবারণদ্রূপ দুর্গ ও বাণকুটী দ্বীপ পূর্ব্বে

অধিকৃত করিয়াছিল। পরে ১৭৫৬ সালের ফিব্রুয়ারি মাসে আড্‌মিরল ওয়াট্‌সন, ক্লাইবের সহযোগে বোম্বেটীয়াদিগের প্রধান স্থান ঘেরিয়া অধিকার করিলেন। জয়লব্ধ দ্রব্যে ক্লাইবের নিজ সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল।

আরংজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে পাপানুষ্ঠানদ্বারা আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালা দেশের অধিপতি হয়েন। পরে ক্রমশঃ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যখন আলিবর্দ্দি খাঁর হস্তে এই তিন প্রদেশের আধিপত্য ছিল তখন প্রজাগণ তাঁহার ন্যায়ানুগত বিচার ও সদ্ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার রাজত্বকালে প্রজা-সকল এমত সুখী হইয়াছিল যে তাহারা পূর্ব্বতন কোন রাজার অধীনে তাদৃশ সুখসম্ভোগ লাভ করে নাই। আলিবর্দ্দিখাঁ অতি উত্তমরূপে কিছুকাল রাজত্ব করিয়া (১৭৫৬) মানবলীলা সম্বরণ করেন। আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা, তৎপদে অভি-ষিক্ত হইয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা স্বভাবতঃ অত্যন্ত পাপপর ও নিতান্ত নিষ্ঠুর এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তিনি কোন অং-শেই তাঁহার মাতামহের সদৃশ লোক ছিলেন না। এই নূতন নবাব প্রজাদিগকে অতিশয় উৎপীড়ন করি-তেন। ইংরাজদিগের প্রতি ইঁহার সৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ ছিল। একদা সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন আমার ও তোমাদের আধিপত্য-

কালীন যে বাণিজ্জিক যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে অবিলম্বে মৎসন্নিধানে প্রেরণ করিবে। ইংরাজেরা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে কিঞ্চিৎ ঔদাস্য করিলে পর, তিনি ঐ বৈদেশিক লোকদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি, ইংরাজদিগের কাশিম বাজারে যে কুঠী ছিল তাহা লুঠ করিলেন, অবশেষে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কলিকাতাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গে ইংরাজদিগের দুইশত মাত্র সৈন্য ছিল। তন্মধ্যে ৬০ জন ইউরোপীয়। এই সকল সৈনিকেরা কিরূপে, অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিতে হয় তাহা কিছুই জানিত না। ইংরাজদিগের যুদ্ধোপকরণও উত্তমরূপ ছিলনা। আর সৈনিকদিগের আহার সামগ্রী দুর্গমধ্যে অতি অল্প ছিল। এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজেরা অনেক টাকা দিয়া নবাবের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে নবাব কোনমতেই সন্ধি করিবেন না, তখন ইংরাজেরা অগত্যা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হইলেন।

১৭৫৬।—দুরবস্থান্বিত হইলে লোকে কদাচ উদ্যমসম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত দুরবস্থাগ্রস্ত ইংরাজ বণিকেরা ভগ্নোৎসাহ হইতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে একত্রিত হইয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার স্থির করিলেন। গবর্ণর ও সৈন্যাধ্যক্ষ এবং কৌন্সলের মেম্বরেরা পর্য্যন্ত পলাইয়া হাবড়ায় জাহাজ জোওর করিয়া রহিলেন। ১৪৬ ব্যক্তি কলিকাতায়

পড়িয়া থাকেন, তাহার মধ্যে কৌন্সলের দ্বিতীয় মেম্বর হলওয়েল সাহেব ছিলেন। নবাব দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সহজেই তাহাদিগকে হস্তগত করেন। এবং হলওয়েল সাহেবকে বলেন অস্ত্র ত্যাগ করিলে তোমার মস্তকের একটী কেশও স্পর্শ করা যাইবেক না।

এইরূপে সিরাজউদ্দৌলা সকলকে নিরস্ত্র করিয়া রাত্রির নিমিত্ত তাহাদিগকে কারাবদ্ধ রাখিতে রক্ষীদিগকে আদেশ করেন। রক্ষীরা তদনুসারে হতভাগ্য ইংরাজদিগকে (২০ এ জুন ১৮৫৭) এক অন্ধকার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করে। ঐ গৃহ বার হাত দীর্ঘ ও অনধিক নয় হাত প্রস্থ। তাহার দুইটি মাত্র অতিক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। ১৪৬ প্রাণীর মধ্যে তেইশ জন মাত্র প্রাতঃকালে জীবিত থাকে, দুই এক দিনের মধ্যে ঐ তেইশ জনেরও কয়েক ব্যক্তির জ্বররোগে মৃত্যু হয়। এতদ্দেশে যে নিদারুণ অন্ধকূপহত্যার কথা প্রচার আছে তাহা এই। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া ইহার নাম আলীনগর দেন। পলাতক ইংরাজেরা এই দুরবস্থার সংবাদ সমেত মান্দ্রাজে একখানি জাহাজ প্রেরণ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

১৭৫৬।—চিলিঙ্গাপট আক্রমণ করিয়া ক্লাইব বিলাত যাত্রা করেন, তথা হইতে ফোর্ট সেন্ট ডেবিডের

লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। বোম্বাইপথে উপস্থিত হইয়া বোম্বেটিয়া এঙ্গিরাকে সম্যক পরাভূত করেন। পরে ক্লাইব ফোর্ট সেন্ট ডেবিডে গিয়া স্বীয় কার্য্যের ভার লইলেন। আগষ্ট-মাসে মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার নিদারুণ অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ ফোর্ট সেন্ট ডেবিডে পঁহুছিলে, ক্লাইব তথা হইতে অক্টোবর মাসে দশখানি জাহাজ ও ২৪০০ সৈন্য এবং আটটী কামান লইয়া ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলায় আসিয়া উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণ হইয়াই পাঁচ দণ্ডের মধ্যে কলিকাতা অধিকার করেন। অনন্তর হুগলি পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, পরে সিরাজ-উদ্দৌলার সহ সন্ধি বন্ধন প্রস্তাব হয়।

১৭৫৭।—ক্লাইবের সহ নবাবের এক যুদ্ধ হয়, তা-হাতে, ৯ ফিব্রুয়ারি সিরাজউদ্দৌলার সহ যে এক সন্ধি-পত্র লিখিত পঠিত হয়, তদ্দ্বারা ইংরাজেরা তাহা-দিগের সকল কুঠী প্রাপ্ত হন, এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিয়া দৃঢ় করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন।

ক্লাইব ফরাশিশদিগকে বাঙ্গালা হইতে দূরীকরণ মানসে চন্দন নগর আক্রমণ করেন। উক্ত স্থান তাঁহার হস্তগত হয়। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত উমিচাঁদ ও মীরজাফর সচেষ্ট হই-লেন। উমিচাঁদ কলিকাতায় কারবার করিতেন এবং মুরশিদাবাদে কোম্পানির কর্ম্মকারক নিযুক্ত ছিলেন মিরজাফর যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া ইংরাজদিগকে আপন পক্ষ করেন। উমিচাঁদ মন্ত্রণা অব্যক্ত রাখিবেন

এই নিমিত্ত ক্লাইবের নিকট ত্রিশ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন। ক্লাইব সিরাজউদ্দৌলাকে বন্ধুত্ব জানাইয়া কয়েক পত্র লেখেন। এমন কি, কোন মহারাষ্ট্রীয় তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন যদি ইংরাজদিগের সহায়তা পাই তাহা হইলে নবাবের সহ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালায় এক লক্ষ সৈন্য উপস্থিত করি। ক্লাইব সেই পত্র সিরাজউদ্দৌলার নিকট প্রেরণ করেন।

মীরজাফর ও ইংরাজদিগের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার সন্দেহ জন্মিল। ক্লাইব ১৭৫৭ সালের ১৩ই জুন চন্দননগর হইতে নয়শত ইউরোপীয় ও দুই হাজার একশত সিপাহী এবং দশটী কামান লইয়া নবাবের প্রতিকূলে যাত্রা করেন। সিরাজউদ্দৌলার পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও অষ্টাদশ সহস্র অশ্বারোহী এবং তেপ্পান্নটী কামান ছিল, ইহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। (২৩ জুন ১৭৫৭ সাল) প্রাতঃকালে ৮টার সময় উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দুই প্রহরের সময় দুর্ভাগ্য বশতঃ বৃষ্টি হওয়াতে নবাবের বারুদ ভিজিয়া যায়, সুতরাং সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যেরা গুলি নিক্ষেপ করিতে অপটু হইয়া পড়িল। এদিকে ইংরাজেরা মহাসাহসে অনবরত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই নবাবের সৈন্যদিগকে বিশৃঙ্খল হইয়া পলায়ন করিতে হইল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা সিরাজউদ্দৌলার শিবির হস্তগত করিলেন।

তখন সিরাজউদ্দৌলা মুরশিদাবাদে পলায়ন করেন, তথায় কাহার সহায়তা প্রাপ্ত না হওয়াতে, বেহারে

ফরাশিশদিগের আশ্রয় লইবার মানস করিয়া ছদ্ম-
বেশে নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। নাবিকেরা দ্রুত-
বেগে নৌকা চালাইতে লাগিল, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া
রাজমহলের নীচে নৌকা লাগাইল। সিরাজউদ্দৌলার
২।৩ দিন আহার হয় নাই। তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর
হইয়া রাজমহলে এক ফকীরের আশ্রমে উপস্থিত
হইলেন। পূর্ব্বে সিরাজউদ্দৌলা ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত
করিয়া নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। ফকীর
এক্ষণে তাঁহাকে আপন গৃহে অসহায় পাইয়া প্রতি-
হিংসার মানস করিল, এবং তাঁহার আহারের জন্য
খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিয়া দিয়া গোপনে মীরজাফ-
রের নিকট সংবাদ পাঠাইল। মীরজাফর সিরাজউদ্দৌ-
লাকে অবরোধ করিয়া আপন পুত্র মীরণের হস্তে সম-
র্পণ করিলেন। নির্দ্দয় মীরণ সিরাজউদ্দৌলাকে নিহত
করান।

ক্লাইব ২৫এ জুন মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, সিরা-
জউদ্দৌলার সেনাধ্যক্ষ মীরজাফরকে বাঙ্গলা, বেহার
ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন। মুরশিদা-
বাদের রাজকোষে যথেষ্ট অর্থ না থাকাতে, মীরজা-
ফর ইংরাজদিগকে পূর্ব্ব স্বীকৃত অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ
করিতে পারিলেন না। ক্লাইব অগত্যা অর্দ্ধেক টাকা
গ্রহণ করিলেন, ও বাকি টাকা তিন বৎসরে তিন বারে
দিবার কথা স্থির হইল। কিন্তু যে উমিচাঁদ সিরাজ-
উদ্দৌলার প্রতিকূল মন্ত্রণা অপ্রকাশিত রাখিয়া, ক্লাইব
ও মীরজাফরের অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, তিনি এক
পয়সাও পাইলেন না। ক্লাইব উমিচাঁদকে অন্য

চাঁদকে বলিলেন, তোমাকে টাকা দিব বলিয়া আমার ও ওয়াট্সনের স্বাক্ষরিত যে কাগজ দেওয়া গিয়াছে তাহা কোন কার্য্যের নহে। উমিচাঁদ ক্লাইবের মুখে এই কথা শুনিয়া একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, অনন্তর ঐ শোকে উন্মাদের ন্যায় হইয়া কিছুকাল পরে লোকযাত্রা সম্বরণ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্লাইব মীরজাফরকে বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব করিয়া, বেহারের ফরাসিসদিগকে নূতন নবাবের অধীনত্ব স্বীকার করাইবার মানস করিলেন, এবং সেই মানস সিদ্ধির নিমিত্ত মেজর কুটকে সৈন্য সহিত তথায় প্রেরণ করেন। পাটনার নিকট গিয়া কুটের সৈন্যদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটনা হয়। এই অবকাশ পাইয়া ফরাসিসেরা বেহার হইতে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্লাইবের পরামর্শ অনুসারে ফরাসিসদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়।

১৭৫৭ সালে ফরাসিসেরা ত্রিচিনপল্লী আক্রমণ করিলে, তথাকার ইংরাজ গবর্ণর কালিয়ড় উহা রক্ষা করেন। কর্ণেল অল্‌ডর্ফল্ ফরাসিস অধিকার ওয়ান্দেবাশ জ্বালাইয়া দেন। ফরাসিসেরাও কুঞ্জিবরাম জ্বালাইয়া দিয়া ইংরাজদিগের প্রতিহিংসা, করেন, ও বীজাগপট্টাম অধিকার করেন। বিজাগপট্টামে ইংরাজদিগের অধিক টাকার এক কুটি ছিল।

১৭৫৮ সালের সেপ্টম্বর মাসের প্রথমে ফ্রান্স হইতে ফরাশিশদিগের কতগুলি সৈন্য পণ্ডিচরিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং কিছু দিন পরে ফরাশিশ সেনাধ্যক্ষ কাউণ্ট লালীও যথেষ্ট সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী লইয়া তথায় আইলেন. লালী অতি সাহসিক, ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ইংরাজদিগ হইতে কদেলর অধিকার করিয়া, পরে কোর্ট সেন্ট ডেবিড অবরোধ করেন। এক মাসের পর (১৭৫৮, ২ রা জুন) কোর্ট সেন্ট ডেবিড লালীর হস্তগত হয়। দুই হাজার সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্য, ঐ স্থানের রক্ষক ছিল।

লালী, কোর্ট সেণ্ট ডেবিড অধিকার করিয়া দেবীকোটে গমন পূর্ব্বক উহা অধিকার করেন, তাহার পর আরকট লালীর হস্তগত হয়।

১৭৫৮ সালের ১২ ই ডিসেম্বর লালী, মান্দ্রাজের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহার সাত হাজার সৈন্য ছিল, তাহার মধ্যে তিন হাজার ইউরোপীয়। লালী, ঐ যাত্রায় মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি ব্লাক টাউন হস্তগত করেন, কিন্তু তথাকার দুর্গ হস্তগত করিতে পারেন নাই। লালী ক্রমাগত দুইমাস গোলাবৃষ্টি করিয়া দুর্গ প্রবেশের পথ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারের কেহই ঐ দুর্গে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই। বরং, ১৭৫৯ সালের ফিব্রুয়ারি মাসে ইংরাজদিগের পঞ্চাশটা কামান ও বিস্তর যুদ্ধসামগ্রী মান্দ্রাজের নিকট আসাতে, ফরাশিশেরা আপনাদিগের আহত ও রোগী ব্যক্তিদিগকে এবং জয়লব্ধ দ্রব্যাদি

লালী, ১৭৫৯ সালে দক্ষিণ দেশের সুবাদার সলাবত জঙ্গের নিকট হইতে বুসীকে পণ্ডিচরিতে আহ্বান করেন। বুসীর আগমনে অনেক রাজা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরদারেরা সলাবত জঙ্গের শত্রু হইয়া উঠিলেন। এবং ঐ সকল শত্রুর মধ্যে একজন মসলীপট্টাম অধিকার করিয়া লন। ক্লাইব সেনাপতি ফোর্ডকে দক্ষিণ দেশে সলাবত জঙ্গের প্রতিকূল বা তাঁহাদের শত্রু নির্জিত হইতে প্রেরণ করেন। ফোর্ড মসলীপট্টানের দৃঢ় দুর্গ ভঙ্গ করাতে, সলাবত জঙ্গের মনে ইংরাজদিগের প্রতি এতাদৃশ দৃঢ় ভক্তি জন্মিল, যে তিনি ফরাশিশদিগের সহিত প্রীতিবদ্ধ থাকা আর আবশ্যক বোধ করিলেন না। তিনি ফোর্ডের সহিত স্থির করিলেন, মসলীপট্টাম ইংরাজদিগের অধিকারেই থাকিবেক, ফরাশিশদিগের একজন সেনাকেও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে আসিতে দিবেন না।

১৭৫৯—১৭৬০ ও ১৭৬১ সালে ইংরাজদিগের যে সকল যুদ্ধ হয় তৎসমুদায়ে ফরাশিশদিগের অমঙ্গল ঘটনা হইয়া উঠিল। ১৭৬১ সালে কর্ণেলকুট ইংরাজ-সৈনাদিগকে চালনা করিবার নিমিত্ত ইউরোপ হইতে আগমন করেন। ঐ সময় লালীর প্রতি ফরাশিশ সৈনাদিগের বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহারা তাঁহার আজ্ঞা-পালনে সম্মত ছিল না। তথাপি লালী ইংরাজদিগের (১৭৫৯ সালে) অধিকৃত ওয়ান্দেশ পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত মহা সাহসে ঐ সকল সৈন্যের সহিত যাত্রা করেন। বুসীও ঐ সঙ্গে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিলেন। কর্ণেলকুট এই সংবাদ

পাইয়া সত্বরে ওয়ান্দেশে উপস্থিত হইলেন, এবং এক যুদ্ধেই লালীকে পরাভূত করিয়া ওয়ান্দেশ রক্ষা করিলেন এবং বুশীকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ওয়ান্দেশের যুদ্ধেই ফরাশিশদিগের অলক্ষণের সূত্রপাত হইল। ইহার পর ফরাশিশেরা আর ইংরাজদিগের নিকট জয়ী হইতে পারিলেন না। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের প্রধান আশ্রয় পণ্ডিচরি আক্রমণ করিয়া, ১২ই জানুয়ারি তাহা সমভূম করিয়া ফেলেন। অধিকন্তু চীপড়, জিঞ্জি ও মাহী ইংরাজ দিগের অধিকার হওয়াতেই ভারতবর্ষে ফরাশিশদিগের প্রধানত্ব একেকালে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

সপ্তম অধ্যায়।

বাঙ্গলার বৃত্তান্ত।

১৭৫৯।—দ্বিতীয় আলমগীর বাদশাহের পুত্র সাহ-আলম্, পিতার নিকট হইতে বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যার সুবাদারী গ্রহণ করিয়া মীরজাফরকে পদচ্যুত করিতে যত্নবান্ হন। ক্লাইব মীরজাফরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৈন্য লইয়া পাটনা গমন করেন। বাদশাহ-পুত্রের সৈন্যেরা ক্লাইবকে দেখিবামাত্র পলায়ন-পর হইল। মীরজাফর ক্লাইবের এতাদৃশ উপকারের

পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়, এমত এক জায়গীর প্রদান করেন।

অনন্তর ক্লাইব পাটনা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, দিনেমারদিগের সাতখানা জাহাজ, সাতশত ইউরোপীয় ও আটশত মালাই-সৈন্য সহিত কলিকাতার নিকট উপস্থিত রহিয়াছে। ইহাতে ক্লাইব অনিষ্ট শঙ্কা করিয়া কর্ণেল-ফোর্ডকে একহাজার পাঁচশত সৈন্য সহিত দিনেমারদিগের অবরোধ করিতে পাঠাইলেন। কর্ণেলফোর্ড দিনেমারদিগকে পরাভূত করেন।

ক্লাইব এই সময় শারীরিক অপটুতা প্রযুক্ত বিলাত গমন করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতে বাঙ্গলায় যে সকল কর্ম্মকারক রহিলেন তাঁহারা সকলেই স্বার্থপর। মীরজাফরের ব্যবহার তাঁহাদিগের স্বার্থ-পরতা চরিতার্থ হইবার অনুকূল হইয়া উঠিল। এই সময় সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সাহআলম পিতৃ-সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, মীরজাফরের নিকট কর গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মীরজাফর তাঁহাকে কর দিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, মীরজাফর তাহাতে ইংরাজদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তৎকালে ইংরাজদিগের নিকট মীরজাফরের ঋণের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ইংরাজেরা মীরজাফরকে মৌখিক আশ্বাস প্রদান করিলেন মাত্র, কাজে কিছুই করিলেন না। বরং ঐ সময়ের গবর্ণর বান্সীটার্ট ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা মীরজাফরের পরিবর্ত্তে তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে

বাঙ্গালার নবাব করিতে সচেষ্ট হইলেন। মীরকাসিম ইংরাজদিগকে, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলেন।

বান্‌সীটার্ট (১৭৬০, ২৭ সেপ্টেম্বর) সসৈন্যে মীরজাফরের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি যাবতীয় রাজকর্ম্মের ভার মীরকাসিমের প্রতি সমর্পণ কর। মীরজাফর এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া এককালে নবাবী পদ পরিত্যাগ করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার পদে মীরকাসিমকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মীরকাসিম ইংরাজদিগকে পূর্ব্বস্বীকৃত টাকা দিবার অভিপ্রায়ে প্রজাদিগের উপর অতিরিক্ত কর অবধারিত করেন। ইহাতে বিপরীত ফল দর্শিল। প্রজাদিগেরও প্রিয়পাত্র হইতে পারিলেন না, এবং ইংরাজদিগেরও সমুদায় টাকা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন।

এই সময় কোম্পানির অবস্থা বিবেচনা করিলে স্থির হইবেক, তাঁহারা বণিক ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। বিলাতে কোম্পানির এইরূপ নিয়ম ছিল, যিনি পাঁচহাজার টাকার অংশ ক্রয় করিতেন, তিনি কোম্পানির কার্য্য বিষয়ে মতামত প্রদান করিতে পারিতেন। কোম্পানির কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত, অংশীদিগের মধ্যে চব্বিশজন অধ্যক্ষ ও একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি মনোনীত হইতেন।

মীরজাফরের সহ কোম্পানির বন্দোবস্ত ছিল তাঁহার অধিকারে কোম্পানির পণ্যদ্রব্যাদির নিমিত্ত শুল্ক

প্রদান করিতে হইবেক না। কিন্তু কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা নিজ নিজ বাণিজ্যের নিমিত্ত শুল্ক দিবেন না এমত কোন কথা ছিল না। মীরকাসিম নবাব হইলে কোম্পানির কর্ম্মকারকেরাও নিজ নিজ পণ্যদ্রব্যাদির শুল্কদেওয়া রহিত করিলেন। ইহাতে মীরকাসিম দেখিলেন কেবল দেশীয় বণিকদিগকে শুল্কদেওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। অতএব তিনি অপক্ষপাতী হইয়া, রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শুল্ক একবারেই তুলিয়া দিলেন। এইরূপে দেশীয় বণিকদিগের সহিত ইংরাজদিগের সমভাব হওয়াতে তাঁহার প্রতি তাঁহাদের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। ইংরাজেরা মীরকাসিমকে ভর্ৎসনা করিয়া পুনর্ব্বার দেশীয় বণিকদিগের প্রতি শুল্ক স্থাপন করিতে বলিলেন। মীরকাসিম কিছুতেই পক্ষপাত করিতে সম্মত হইলেন না। তাহাতে কোম্পানি এবং ইংরাজ বণিক সকলেই মীরকাসিমের প্রতি খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিলেন। পাটনার এজেন্ট এলিস সাহেব রাত্রিকালে পাটনা আক্রমণ করেন। মীরকাসিম এলিসকে পরাভূত করিয়া চারিশত ইংরাজের সহিত তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এইকালে ইংরাজ ও মীরকাসিমের পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

১৭৬৩—মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাসিমকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করাতে, ইংরাজেরা জনসমাজে যার পর নাই নিন্দাস্পদ হইয়াছিলেন। ঐ নিন্দার প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা মীরজাফরকে অন্বেষণ করিয়া, ১৭৬৩ সালের ২ রা জুলাই পুনর্ব্বার তাঁহাকে বাঙ্গলার নবাব করিলেন।

অনন্তর ইংরাজ সৈন্যেরা প্রথমতঃ মীরকাসিমকে মুরশিদাবাদে, পরে ঘোরিয়াতে যুদ্ধ করিয়া পরাভূত করেন। ঘোরিয়াতে চারি ঘণ্টা যুদ্ধ হইয়া ছিল, ঐ সময়ে মীরকাসিমের কামান যুদ্ধসামগ্রী ও পঞ্চাশ খানা নৌকা খাদ্যদ্রব্যাদি সহ, ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। মীরকাসিম এরূপ দুরবস্থাতে পড়িয়াও একমাস ইংরাজদিগকে অবরোধ করিয়া রাখেন। অবশেষে মীরকাসিম এই সেপ্টেম্বর মুঙ্গেরে পলায়ন করেন। ইংরাজেরা অচিরে মুঙ্গের হস্তগত করিলেন। এইরূপে মীরকাসিমের যত দুরবস্থার বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তিনি ইংরাজদিগের প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মীরকাসিম যাবতীয় ইংরাজ-বন্দীদিগকে নিহত করেন।

৬ ই নবেম্বর ইংরাজেরা পাটনা হস্তগত করাতে মীরকাসিম একবালে নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। অনন্তর অযোধ্যায় পলাইয়া তথাকার নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাগত হইলেন। সুজাউদ্দৌলা, মীরকাসিমের জর্ম্মাণজাতীয় সমরুনামক একজন সেনাপতিকে

কতকগুলি সেনা দিয়া পাটনা আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। সমরু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৭৬৫ সালের ৫ ই জানুয়ারি মীরজাফরের মৃত্যু হয়। তাহাতে ইংরাজেরা মীরজাফরের দ্বিতীয় পুত্র নাজিবউদ্দৌলাকে বাঙ্গলার নবাব করিলেন। নাজিব-উদ্দৌলা নবাব হইলেন মাত্র, বস্তুতঃ সকল ক্ষমতাই ইংরাজদিগের হস্তে রহিল। ইংরাজেরা নাজিব-উদ্দৌলাকে শত্রু হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া তাঁহার নিকট মাসিক পাঁচলক্ষ টাকা লইবার স্থিরতা করিলেন।

১৭৬৫।—বিলাতে কোম্পানির অধ্যক্ষেরা কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া, ক্লাইবকে পুনর্ব্বার সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। ক্লাইব ১৭৬৫ সালের ৩রা মে কলিকাতায় আসিয়া পহুছেন। পঁহুছিয়া কোম্পানির সিবিল ও মিলেটারি কর্ম্মকারকদিগকে এই রূপ এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লন যে, কেহ এতদ্দেশীয় রাজাদিগের নিকট উপহার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, বাদশাহের সহিত বিবাদ করিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট কএক প্রদেশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে এলাহাবাদ বাদশাহকে সমর্পণ করেন। ইহার পর ক্লাইব, নাজিব-উদ্দৌলাকে বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবেন স্বীকার করিয়া, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা তিন প্রদেশ গ্রহণ করেন। তখন বাদশাহ কোম্পানিকে এতদ্দেশের দেওয়ানীপদ প্রদান করিলেন। এইরূপে কলিকাতার রাজকোষে

কোম্পানির রাজস্ব জমা হইতে লাগিল। নবাবের লবণ, সুপারি ও আফিঙের যে এক চেটিয়া বাণিজ্য ছিল, তাহা কোম্পানির হইল।

১৭৬৬ শাকে ক্লাইব সৈন্যদিগের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

ক্লাইব অর্থ-লোভী ছিলেন বটে, কিন্তু এক বিষয়ে বদান্যতা প্রকাশ করেন। মীরজাফর মৃত্যুকালে তাঁহাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া যান, ক্লাইব তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, অকর্ম্মণ্য ইংরাজ-সৈন্যদিগের বৃত্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত মূলধন সংস্থাপন করেন।

ক্লাইব শারীরিক অপটুতা প্রযুক্ত ১৭৬৭ শাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন, এবং ১৭৭৪ শাকে আপনার প্রাণ আপনি বিনষ্ট করেন। ক্লাইবের বয়স ঊনপঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

ইংরাজেরা শাহআলম বাদশাহের নিকট বাঙ্গলা ও কর্ণাটের মধ্যবর্ত্তী উত্তর-সরকার প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশের নবাব মহম্মদ-আলি প্রতিবন্ধকতা করাতে প্রথমতঃ উহা অধিকার করিতে পারেন নাই। পরে নবাবের সহিত ইংরাজদিগের এইরূপ সন্ধি হয় যে, ইংরাজেরা তাঁহাকে কর প্রদান করিবেন, এবং আবশ্যক হইলে সৈন্য দিয়াও সাহায্য করিবেন। এই সন্ধির পর, ইংরাজেরা দক্ষিণ-দেশের রাজস্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মহীশুরের অধিপতি হায়দর-আলী ঐ স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয় ও ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। হায়দর অতি চতুর পুরুষ, তিনি কৌশল-পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিদায় করিয়া দেন, এবং মহম্মদ-আলীকে আপন পক্ষ করেন। অনন্তর মহম্মদ আলী হায়দরের পক্ষ হইয়া ইংরাজদিগের সহিত কএক সামান্য যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য বিনষ্ট করেন। হায়দর, ১৭৬৯ সালের ২৯এ মার্চ, অধিক সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। অনন্তর ইংরাজদিগের সহিত হায়দরের সন্ধি হইল। সন্ধি অনুসারে উভয় পক্ষে উভয়ের যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সমুদায় প্রত্যর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা হায়দরের কাডর প্রদেশের অধিকার বিষয়ে সাহায্য করিতে যত্নবান্ হইলেন। কাডর, পূর্ব্বে মহীশুরের অধীন ছিল, পরে দক্ষিণ-দেশের নবাব তাহা অধিকার করিয়া লন।

১৭৭০—সালে বাঙ্গালার রাজকার্য্য নির্ব্বাহের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত মহাসভা পার্লিয়ামেন্টে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যে "বাঙ্গালায় এক জন স্বতন্ত্র গবর্ণর, ও কৌন্সিলে চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বাঙ্গালার অধীন থাকে। কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়"।

ইতিপূর্ব্বে আরকটের নবাব মহম্মদ আলী তাঞ্জোরের রাজার সহিত বিবাদ করেন। ইংরাজেরা মহম্মদ আলীর প্রতি সৌহার্দ্দ-প্রযুক্ত তাঁহার সহায় হইয়া

তাঞ্জোর আক্রমণ করিলেন। মহম্মদ আলীর পুত্র ওমরাও-আল-ওমরাও তাঞ্জোরে প্রবেশ করিয়া তথাকার রাজার সহিত সন্ধি করেন।

অনন্তর এক সময়ে মহম্মদ আলী ইংরাজদিগকে ইহা জ্ঞাত করিলেন যে, তাঞ্জোরের রাজা সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিতেছেন না। ইংরাজেরা রোষপরবশ হইয়া তাঞ্জোর আক্রমণ পূর্ব্বক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সপরিবারে বন্দী করিলেন। তিনি আট মাস কারাবদ্ধ থাকিয়া কারাগারে পতিত হন। ওলন্দাজেরা রাজার নিকট নাগুর নামে এক স্থান ক্রয় করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

১৭৭২—সালে হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর হন। ইতিপূর্ব্বে দিল্লীর রাজসিংহাসন আফগানদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। শাহআলম বাদশাহ ঐ সিংহাসন পাইবার নিমিত্ত বারম্বার ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার সাহায্য করিবেন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা না করাতে, অগত্যা তিনি মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত মিলিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে উপযুক্ত সিংহাসনে সন্নিবেশিত করেন। হেষ্টিংস এই ঘটনায় বাদশাহের প্রতি রুষ্ট হইলেন, এবং বলপূর্ব্বক আলাহাবাদের অধিকার গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় তাহা বিক্রয় করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় ও মোগল সৈন্যেরা রোহেলা প্রধান হাফীজ খাঁকে আক্রমণ পূর্ব্বক রোহেল খণ্ড লুঠ করি-

সহায় হইয়া রোহেলখণ্ড হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বাহির করিয়া দেন। রোহেলারা নবাবকে এই সাহায্যের প্রতিদান স্বরূপ ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু ঐ স্বীকৃত টাকা না দেওয়াতে, অযোধ্যার নবাব ইংরাজদিগের নিকট চল্লিশ লক্ষ টাকা স্বীকার করিয়া রোহেলাদিগের বিপক্ষে সৈন্য সাহায্য লইলেন। এযুদ্ধ ঘটনা হইলে, রোহেলারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়, ও তাহাদিগের সেনাপতি হাফেজ রহমত খাঁ বিনষ্ট হন।

১৭৭৪—অব্দের ১৩শে আক্ট অনুসারে ইংরাজদিগের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ আরম্ভ হইল। ঐ বৎসর সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। ১৭৭৫ সালে সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তদীয় উত্তরাধিকারী আসফউদ্দৌলা কোম্পানিকে বারাণসী প্রদেশের অধিকার প্রদান করেন।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে ক্রমাগত পেশোয়া পদ লইয়া গৃহবিবাদ ঘটনা হইল, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশে ইংরাজদিগের অধিকার বৃদ্ধির উপায় হইয়া উঠিল। বোম্বাই প্রদেশের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা রঘুনাথ রাওকে যথার্থ পেশোয়া বলিয়া স্থির করিলেন। রঘুনাথ রাও ইংরাজদিগকে শালসেট দ্বীপ, বেসীন, ও অন্যান্য কএক স্থান প্রদান করেন। অনন্তর কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরেরা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে মহারাষ্ট্রীয়দের বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট, রঘুনাথ প্রদত্ত সকল স্থানই ত্যাগ করিলেন,

কেবল শালসেট দ্বীপ ও তাহার কয়েক ক্ষুদ্র করপ্রদ দ্বীপের অধিকার লইলেন।

দশম অধ্যায়।

দক্ষিণ খণ্ডের সুবাদার নাজিম আলী স্বীয় ভ্রাতা সলাবত জঙ্গকে নিজ অধিকারের অন্তঃপাতি গণ্টুর সরকারের আধিপত্য প্রদান করেন। এবং ১৭৭৬ সালে ইহা অবধারিত হয় যে, সলাবত যাবজ্জীবন গণ্টুর অধিকার ভোগ করিবেন। সলাবত জঙ্গ স্বরাজ্য রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া উঠিলেন। অতএব তিনি বিবেচনা পূর্ব্বক ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে ইংরাজেরা সলাবতের সহিত দৃঢ় প্রণয়ে বদ্ধ হইলেন। নাজিম আলীর এমন ইচ্ছা ছিল না, যে, ইংরাজেরা সলাবতের সহিত এত দৃঢ়রূপে প্রণয় বদ্ধ থাকেন, এই নিমিত্ত তিনি ইংরাজদিগকে সৈন্য দিয়া সলাবত জঙ্গের সাহায্য করিতে নিষেধ করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার নিষেধ বাক্য পালন করিলেন না। ইহাতে ইংরাজদিগের প্রতি নাজিমের সাতিশয় ক্রোধ জন্মিল। ইংরাজেরা তাঁহার ক্রোধশান্তির নিমিত্ত এইরূপ স্বীকৃত হইলেন, অন্য কোন শত্রুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা হইলে, সৈন্য দিয়া তাঁহার সহায়তা করিবেন। নাজিম আলী এই আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রোধ

সম্বরণ করিলেন, এবং বাদসাহ ইংরাজদিগকে সরকার দেশ সম্বন্ধীয় যে দানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহাতে উত্তর সরকারের অবশিষ্ট স্থান সকল ইংরাজদিগের মান্দ্রাজ প্রদেশের অধীন হইল।

১৭৭৮—সালে ইউরোপে ফরাশিশ্‌দিগের সহিত ইংরাজদিগের বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ইংরাজেরা ভারতবর্ষ মধ্যে ফরাশিশ্‌দিগের অবশিষ্ট স্থান অধিকৃত করিয়া লইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং তাঁহারা চন্দন নগর, কারিকল, পাণ্ডিচরি, মসলিপট্টাম হস্তগত করিলেন। ভারতবর্ষে ফরাশিশ্‌দিগের কেবল মাহীদ্বীপ ও তথাকার সামান্য দুর্গ অধিকৃত রহিল মাত্র।

একাদশ অধ্যায়।

পাঠকেরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন যে, ইংরাজদিগের প্রতি মহীসুরাধিপতি হায়দর আলীর বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি ইংরাজদিগকে ভূয়ো ভূয়ঃ বলেন, তোমরা মাহী অধিকার করিলেই কর্ণাট অধিকার করিয়া লইব। ইংরাজেরা হায়দরের কথা অগ্রাহ্য করিয়া, ১৭৭৯ সালের ১৯ মার্চ্চ, মাহী অধিকার করিয়া লন। অবশেষে সমাবন্ত জঙ্গের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত

ইংরাজদিগের কতকগুলি সৈন্য কৃষ্ণানদী পার হইয়া হায়দরের অধিকার দিয়া গমন করে। হায়দর আলী ইংরাজদিগের এই সকল কর্ম্ম দেখিয়া, প্রতিহিংসা করিবার উপযুক্ত সময় পাইলেন, এবং ১৭৭৯ সালের ২১ শা জুলাই এক লক্ষ সৈন্য ও এক শত কামান এবং অন্যান্য প্রকার পর্য্যাপ্ত যুদ্ধোপকরণ লইয়া কর্ণাটে উপস্থিত হইলেন।

ইংরাজেরা ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন দক্ষিণ দেশের নাজিম এই যুদ্ধে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন, কিন্তু সে আশা বিফল হইল। ইংরাজেরা মাহী হস্তগত করিলেই, হায়দর, নাজিম, ও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসন করিবার মানস করিয়া একবাক্য হইলেন। হায়দর রীতিমত যুদ্ধ না করিয়া গ্রামদাহ ও নগর সকল হল্লা করিয়া অধিকার করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস. সেনাপতি সর আয়ার কূটকে সৈন্য দিয়া কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ পাঠাইলেন। কূটের পহুছিবার পূর্ব্বে হায়দর আর্কট ও আম্বুর অধিকার করেন। অনন্তর কূট পহুছিয়া ১৭৮১ সালের ১ লা জুলাই আট হাজার সৈন্য লইয়া হায়দরের সৈন্যকে পরাস্ত করেন। ঐ বৎসরের ২৭ শা জুলাই আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতেও কূট জয় লাভ করেন। হায়দর এমন কৌশল পূর্ব্বক কর্ণাট হইতে আহারীয় দ্রব্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, যে, কূট কর্ণাট পাইয়াও খাদ্য সামগ্রীর নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিতে লাগিলেন।

১৭৮২—সালে হায়দরের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার

সৈন্যেরা কর্ণাট হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর হায়দরের পুত্র টীপু সুলতান যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

টীপুর সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটনা বহুল করিয়া লেখা সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অভিপ্রেত নহে, কেবল এই মাত্র বর্ণিত হইতেছে, হেষ্টিংস টীপুর সহায়দিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিয়া পরস্পরের মনোভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহাতে অনেকেই টীপুর সহায়তা করিতে বিরত হইলেন, কেহ কেহ প্রতিকূলাচরণও করিতে লাগিলেন। ১৭৮৪ সালের ১১ই মার্চ টীপুর সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষ উভয়ের অধিকৃত স্থান অর্পণ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৭৮৪।—এই বৎসর কোম্পানির কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী পীট্ সাহেব অনেক পরিবর্ত্তন সম্পাদিত করেন।

এ পর্য্যন্ত ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও অধিকৃত স্থানের রাজস্ব, কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর ও কোর্ট অব প্রোপ্রাইটর্স এই দুই সভা হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, ইংলণ্ডাধিপতি বা পার্লিয়ামেণ্ট সভা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ডাইরেক্টরদিগের হস্তেই সমস্ত কার্য্যের ভার ছিল, কিন্তু প্রোপ্রাইটরেরাই

ডাইরেক্টর মনোনীত করিতেন, সুতরাং ডাইরেক্টরেরাই প্রোপ্রাইটরদিগের অধীন ছিলেন বলিতে হইবেক।

ভারতবর্ষীয় অধিকারের আবশ্যকতার বৃদ্ধি অনুসারে ইংলণ্ডাধিপতি ইহার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং ঐ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একটী বোর্ড স্থাপন করিলেন। তাহাতে রাজার পক্ষ এক জন কমিসনর, এবং ধনাধ্যক্ষ ও প্রিবি কৌন্সিলের মেম্বর নিয়োজিত হইলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের সকল কর্ম্মের তত্ত্বাবধানের ভার উহাদিগের প্রতি অর্পিত হইল; ঐ বোর্ডের নাম বোর্ড অব্ কন্ট্রোল্।

হেষ্টিংস সদরদেওয়ানী আদালত ও রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন করেন। ১৭৮৫ সালে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করিলেন। তথায় লার্ডদিগের সভায়, ভারতবর্ষে তাঁহার অনাচারণের বিষয় লইয়া বহুকাল বিচার হয়। আট বৎসর পরে তিনি সে দায়ে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। অনন্তর ১৮১৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হেষ্টিংস বিলাত গমন করিলে, কৌন্সিলের মেম্বর মেকফার্সন সাহেব কর্ম্ম নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ঐ কর্ম্মে এক বৎসর ছিলেন, তাঁহার সময়ে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই।

১৭৮৬ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গবর্ণর হন। তাঁহার সময়ে টীপুর সহিত ইংরাজদিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ঘটনা আরম্ভ হইল। ১৭৮৯ সালে টীপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য অধিকার করিতে আগ্রহী হইলেন।

ইংরাজেরা ঐ রাজ্যের রক্ষক ছিলেন। টীপু ত্রিবঙ্কুরের রাজার পনর ক্রোশ ব্যাপী এক দুর্গবদ্ধ স্থান অধিকার করিয়াও, কতগুলি হিন্দু নায়ারস অর্থাৎ প্রধান লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া এক দিনেই পরাভূত হন।

কর্ণওয়ালিশ মহীশূরে টীপুর সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, পুনাতে নাজিম ও পেশোয়ার সহিত সন্ধি করেন।

১৭৯০ অব্দের প্রথম যুদ্ধে টীপু পরাজয় হইবেক অনুমান হইয়াছিল, কিন্তু কর্ণওয়ালিশ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে সৈন্য চালনা করিয়া বাঙ্গলোর নগর ও তথাকার দুর্গ হস্তগত করিলেন। তথা হইতে ১৭৯১ সাল ২১ মার্চ্চ টীপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণার্থ উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সম্যক্ আয়োজনের অভাব হওয়াতে সে যাত্রা কিছুই করিতে পারিলেন না, শ্রীরঙ্গপট্টন পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলোরে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

অনন্তর যখন পুনর্ব্বার ইংরাজেরা সমুদয় যুদ্ধ-সামগ্রী সমভিব্যাহারে শ্রীরঙ্গপট্টনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অবরোধ করিলেন, তখন ক্রমশঃ টীপুর সাহস ভঙ্গ হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, তদনুসারে ১৭৯২ সাল ১৮ মার্চ্চ টীপুর সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইল। তাহাতে টীপু, মালবার দক্ষিণল সেলিম বাড্‌মিল ও আর কতিপয় স্থান ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন। ঐ সমুদয় স্থানে ইংরাজদিগের ২৪০০০ চতুরস্র ক্রোশ ভূমি লাভ হইল।

কর্ণওয়ালিশ মহীশুরের যুদ্ধ শেষ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজকার্য্যের শৃঙ্খলা বর্দ্ধনে যত্নশীল হইলেন। তিনি জমিদারী সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করেন*। পারস্য ভাষায় আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার প্রথা তাঁহার সময় আরম্ভ হয়। কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে সার্ জন্ শোরের হস্তে গবর্ণমেন্ট সমর্পণ করিয়া বিলাতে গমন করেন। শোর তিন বৎসর ঐ কর্ম্মে ছিলেন। ১৭৯৪ সালে সেনাপতি এবারক্রম্বী রোহেলাদের প্রবল বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করেন।

১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। শোর তাঁহার পুত্র আলীকে অযোধ্যার সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু পরে যখন ইহা প্রকাশিত হইল আলী যথার্থ সুজাত নহে, তখন শোর তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মৃত নবাবের ভ্রাতা সাদত্ আলীকে নবাব করিলেন। সাদত্ আলী আলাহাবাদের সুদৃঢ় দুর্গ ইংরাজদিগকে প্রদান করেন।

শোর সাহেবের অধিকার সময়ে, মান্দ্রাজের গবর্ণর লার্ড হবার্ট সাহেব ওলন্দাজদিগ হইতে সিংহল, মলক্কা, বণ্ডা, ও আর কয়েক স্থান অধিকার করিয়া লন।

১৭৯৮ সাল ২৬ এপ্রেল, লার্ড মর্নিংটন (মার্ক্ইস অব্ ওয়েলেসলি) ভারতবর্ষে গবর্ণর হইয়া আইসেন। তাঁহার আগমনের তিন সপ্তাহের পর মরীচ হইতে ফরাসিশ গবর্ণর তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান। টীপু

---

* দশ শালার বন্দোবস্তের এই সূত্র।

ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার মানসে, ফরাশিশদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া দুই দূত প্রেরণ করিয়াছেন। লার্ড ওয়েলেসলি ইহা শুনিয়া পাছে টীপুর সহিত হায়দ্রাবাদের নাজিমের যোগ হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনার সকল সৈন্যদিগকে নিরস্ত্রী করুন, ও আপনার ফরাশিশ সেনাধ্যক্ষদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় করিয়া দিউন, এবং টীপু কেন আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আগ্রহী হইয়াছেন, তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে বলিয়া পাঠাইবেন"। নাজিম ওয়েলেসলির কথানুসারে আপন ১৪০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য নিরস্ত্রী করিলেন এবং টীপুকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু টীপু, ওয়েলেসলির প্রস্তাবের উত্তর প্রদানে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে ১৭৯৯ সালে ওয়েলেসলি উপযুক্ত সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী লইয়া যুদ্ধার্থে মহীশুরদেশে যাত্রা করিলেন। টীপু মহা সাহসী ছিলেন, অধিকন্তু রণদক্ষ ফরাশিশদিগের সহায়তা থাকাতে মহা বিক্রমে সমরারম্ভ করিলেন কিন্তু ইংরাজেরা সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া ১৭৯৯ সাল ৪ মে শ্রীরঙ্গপট্টন অধিকার করিলেন ঐ যুদ্ধে এক গোলাঘাতে টীপুর মৃত্যু হয়।

ইংরাজেরা সমস্ত মহীশুর রাজ্য অধিকার করিয়া তাহার কিয়দংশ তত্রত্য পূর্ব্বতন হিন্দুরাজবংশোদ্ভব যুবরাজকে প্রদান করিলেন, আর কিয়দংশ নাজিম মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দিয়া, অবশিষ্ট আপনারা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে কানারা, কায়েমবাটোর এবং

কায়নদ, এই তিন প্রদেশ ইংরাজদিগের নিজের হইল। ঐ তিন প্রদেশের পরিমাণ ২০০০০ চতুরস্র ক্রোশভূমি।

মহীশুর গ্রহণ করাতে ইংরাজদিগকে আরও অনেক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তাবৎ যুদ্ধেই তাঁহারা জয় লাভ করেন। ধুন্দিয়া নামক এক জন দস্যুপ্রধান ইংরাজদিগের বিপক্ষতাচরণ করাতে ওয়েলেসলি তাহাকে বিনষ্ট করিলেন। ১৮০২ সালে সিন্ধিয়া ও বেড়ারের রাজা ইংরাজদিগের বিপক্ষতা করিবার মানস করিয়া ঐক্য হন। লার্ড ওয়েলেসলি তাহাদিগের যোগ ভঙ্গ করিয়া দেন। তিনি, সেনাপতি লেক ও কর্ণেল ওয়েলেসলির অধীনে, উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। লেক উত্তর অঞ্চলে যাত্রা করিয়া দিল্লী পৌঁছিয়া সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিলেন। সিন্ধিয়া দিল্লীর শাহআলম্ বাদসাহকে হস্তগত করিয়া বন্ধনদশায় রাখিয়াছিলেন। লেক ...ই যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ও তাহাদিগের সহায় ফরাসিদিগকে পরাস্ত করেন। শেষ যুদ্ধ দিল্লীতে হয়। লেক, আলীগড় ও আগরার দুর্গ অধিকার করিয়া, বাদশাহের উদ্ধার সাধন করিলেন, এবং তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত দ্বাদশ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। কর্ণেল ওয়েলেসলি দক্ষিণ দেশে প্রস্থান পূর্ব্বক, ১৮০৩ সাল ২৩ সেপ্টেম্বর আসাই স্থানে যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করেন।

এই সময় যশবন্ত রাও হোলকার নব্বই হাজার সৈন্য

হইয়া বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। ১৮০৪ সালে ১৭ মার্চ ইংরাজদিগের সহিত এক যুদ্ধে হোলকার পরাভূত হইয়া ভরতপুরে পলায়ন করেন। তথায় লেকের সৈন্যেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, অনবধানতা প্রযুক্ত তিন বার হোলকারের সৈন্য কর্তৃক দূরীকৃত হয়। অবশেষে হোলকার অবসন্ন হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলে, লেক আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিলেন।

১৮০৫—সালে আগ্রা, হরিয়ানা, সাহারানপুর মিরাট, এটোয়া, কটক, বালেশ্বর, বরুচ ও আহাম্মেদনগর ইংরাজেরা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

১৮০৫—বিলাতীয় কর্তৃপক্ষেরা মারকুইশ অব্ ওএলেশলির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কর্ণওয়ালিশকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। কর্ণওয়ালিশ এসময় বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। ১৮০৫ সালের ৩০ জুলাই ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি শান্তিপ্রিয়তা প্রযুক্ত সিন্ধিয়ার সহিত মিত্রতার প্রস্তাব করিতে লেককে আদেশ করেন। কর্ণওয়ালিশ লেকের সৈন্য সহ সম্মিলিত হইবার মানসে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। গাজিপুরে উপস্থিত হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল। কর্ণওয়ালিশের মৃত্যু হইলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সরজন বার্লো সাহেব প্রতি-

ধিরূপে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ১৮০৭ সালের
লাই পর্য্যন্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

বার্লো সাহেবের পর মিণ্টো গবর্ণর নিযুক্ত হন।
তিনি ১৮০৭ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া
পস্থিত হইলেন। তাঁহার সময়ে একজন পাঠান
র্দার আমীর খাঁ বহু লোক লইয়া, বেরারের রাজার
ধিকৃত প্রদেশ লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরা-
জেরা বেরারের রাজার সহিত কিছু প্রণয়বদ্ধ ছিলেন
া, তথাপি মিণ্টো দেখিলেন যে হোলকারের নিকট
আমীর খাঁর যেরূপ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে, ও তিনি
দৃশ পরাক্রান্ত, ইংরাজ অধিকারে আসিবারও সম্পূর্ণ
সম্ভাবনা। অতএব তাহার গতিরোধ করা নিতান্ত আব-
শ্যক। এই স্থির করিয়া মিণ্টো ১৮০৯ সালে দুইদল
সেনা প্রেরণ করেন। আমীর খাঁ ইংরাজ সৈন্য-
দিগকে দেখিয়া তৎকালে পলায়নপর হইলেন। অব-
শেষে হিন্দুস্থানে আসিয়া রজঃপুতদিগের অধিকার
আক্রমণ ও লুঠ করেন। তখন রজঃপুতদিগের সহিত
কোম্পানির মিত্রতা ছিল না।

মিণ্টো ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকেন।
ফরাশিশদিগের অধিকৃত মরীচ ও বর্ব্বো দ্বীপ এবং
ওলন্দাজদিগের অধিকৃত যবদ্বীপ ইংরাজদিগের হস্ত-
গত হওয়া লার্ড মিণ্টোর সময়ের বিশেষ ঘটনা বলিতে
হইবেক।

১৮১৩—এই সালের ৪ অক্টোবরে মার্কুইস অব
হেষ্টিংস ভারতবর্ষীয় গবর্ণর নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষের
অন্তঃবর্ত্তি বন্য-প্রদেশবাসী পিণ্ডারিয়েরা মহারা-

ষ্ট্রীয়দের সহায়তা পাইয়া মান্দ্রাজ ও কলিক
নিকট হ২ পরোনাক্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ ক
হেষ্টিংশ ভূয়োভূয়ঃ পিণ্ডারিদিগকে নিবৃত্ত কি
নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বলিয়া পাঠাইলেন।
রাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার অনুরোধবাক্যে কোন মনোযো
করিলেন না।

১৮১৪—গুরখারা, ব্রহ্মদেশীয়েরা, ও শীকেরা
রাজদিগের প্রতিকূলতা করিতে লাগিল। এই বং
গুরখাদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটনা হয়।
রখারা পরাক্রান্ত হওয়াতে এবং তাহাদিগের পার্ব
দেশ আশ্রয় থাকাতে, দুই বৎসর মহাসাহসে
করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইংরাজদিগের ত্রিশ হাজ
সৈন্য ছিল, তথাপি তাঁহারা গুরখাদিগকে হস্তগ
করিতে পারগ হন নাই। মহারাষ্ট্রীয় ও ব্রহ্মদেশীয়ে
গুরখাদিগের সহায়তা করিবেন বলিয়াছিলেন, কি
তাহা না করাতে তাহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল
হেষ্টিংশ সাহেব অনায়াসে তাহাদিগকে পরাস্ত করি
পারিলেন। সেনাধ্যক্ষ সর ডেবিড অক্টরলনী এ
যুদ্ধে সাতিশয় বীর্য্য প্রকাশ করেন। গুরখা
পরাজিত হওয়াতে ইংরাজেরা কুমাউন, গড়োয়াল
এবং নেপালীয় পার্ব্বত্যদেশ তেরী লাভ করেন। এই
রূপে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকা
বিস্তৃত হইল। গুরখাদিগের দুর্দশা দেখিয়া শিকি
মের রাজা, ও শতদ্রু নদীর নিকটবর্ত্তি অনেক পার্ব্বত
সরদার ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন।

১৮১৭—গুরখার যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই

রিয় ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রামে
ংশকে আসক্ত হইতে হইল। ঐ বৎসর পিণ্ডা-
রা জিমান্দী প্রদেশ আক্রমণ করিয়া নগর জ্বালা-
দেয়, ও পঞ্চাব নগর লুঠ করে, তাহাতে প্রায়
শ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। হেষ্টিংশ এক্ষণে এক লক্ষ
হাজার সৈন্য ও অনেক গোলন্দাজ সংগ্রহ করি-
। সর তমাস হিসলক, সরজন মালকম, ডোবটন,
সর তমাস মনরু ইহারা পিণ্ডারিয়দিগকে সমু-
শাস্তি প্রদান করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দেরও পতন
করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই বার ন্যূনাধিক সাইট-
ার চতুরস্র ক্রোশ পরিমিত ভূমি ইংরাজদিগকে
দান করিয়া সন্ধি বন্ধন করেন। এই ভূমির মধ্যে
দা নদীর নিকট আটাইশ হাজার চতুরস্র ক্রোশ
ম ছিল।

ব্রহ্মদেশীয়দের নিবৃত্তি নাই, আবার রাজা ১৮১৪
লে ৪০,০০০ লোক সমভিব্যাহারে লইয়া বারাণসী
খিতে আসিবেন ইহা প্রচারিত করেন, কিন্তু তত
র না গিয়া বাঙ্গলার নিকট আসিয়া শিবির সন্নি-
শিত করিয়া থাকিলেন। তিনি ১৮১৮ সালে হেষ্টিং
কে ভাগীরথীর পূর্ব্বদেশ সকল পরিত্যাগ করিতে
ভদ্বারা বলিয়া পাঠান। হেষ্টিংশ তৎকালে
কান উত্তর দিলেন না। পরে এক পত্র লিখিয়া এক
জন আপন লোক প্রেরণ করেন। ব্রহ্মদেশীয়েরা
করূপ আয়োজন করিয়াছে, তাহাই জ্ঞাত হওয়া ঐ
লোক পাঠাইবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। হেষ্টিংশ আবার
রাজাকে এই রূপ পত্র লেখেন "আমি যে পত্র পাই-

যাছি তাহা আপনকার লিখিত না হইবেক, অতএব দুরাত্মা এই সদ্ভাব-বদ্ধ রাজদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে, আপনি অনুসন্ধান করিয়া তাহা সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবেন। আবার রাজ হেষ্টিংশের এই পত্র পাইয়া নিরস্ত হইলেন।

লার্ড হেষ্টিংশ আট বৎসরেরও অধিক কাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের পদে থাকিয়া, ১৮২৩ সালে বিলাত গমন করিলেন। কৌন্সলের প্রধান মেম্বর আডম সাহেব অন্য গবর্ণরের আগমনাবধি কা[illegible] নির্ব্বাহ করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

১৭৯৭ ও ১৭৯৮ সালে আবার রাজার অধীন আর কান বাসী প্রজারা ব্রহ্মদেশীয়দের প্রপীড়নে উত্যক্ত হইয়া, ভারতবর্ষের গবর্ণর সর জন সোরের নিকট প্রার্থনা করিয়া চট্টোগ্রামে বাস করিবার অনুমতি লয়। তাহারা চট্টোগ্রামে বাস করিয়া আরাকান অধিকার করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। ইহাতেই আবা[illegible] রাজা ইংরাজদের প্রতি রোষপরবশ হইয়া উঠিলেন। উভয় গবর্ণমেন্টে দূত গমনাগমন হইতে লাগিল। ইংরাজেরা বারম্বার আপনাদিগের নির্দ্দোষিতা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু আবার রাজা নিতান্ত ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত কিছুতেই শান্তি অবলম্বন করিলেন না। যে সময় উভয় গবর্ণমেন্টে এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা চলিতেছিল তখন হেষ্টিংশ ভারতবর্ষের গবর্ণর ছিলেন একণে আডম্ সাহেব, ব্রহ্মদেশীয় রাজার গতি রোধ করিবার মানস করিয়া, কাছার ও জয়ন্তী দেশের রাজাদিগের সহিত প্রণয় করিলেন। আডম সাহেব

রীর হইয়া কলিকাতা হইতে বোম্বাই গমন করেন,
খায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

আরল আব আমহার্ষ্ট ১৮২৩ সাল ১ আগষ্ট
রতবর্ষীয় গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।
অল্পদিনের মধ্যেই আরাকানের রাজার নিকট হইতে
ক পত্র পাইলেন, চট্টোগ্রাম ও আরাকানের মধ্যপ্রবা-
হিত নাফ নদীর মধ্যে সাপুরী দ্বীপের অধিকার ইংরা-
জদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবেক। ইংরাজেরা
দ্বীপের যথার্থ অধিকারী বলিয়া রাজার দাওয়া
স্বীকার করিলেন না।

১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরাজাধিকারে রাজ-
ার নিকট অত্যাচার করে এবং ইংরাজদিগের রক্ষী
সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ইংরাজ সৈন্যেরা চট্টো-
গ্রামে তাহাদিগকে অবিলম্বেই অবরোধ করিল *।
সেনাপতি আর্কিবালড কাম্বল সাহেব সৈন্য লইয়া
১৮২৪ সাল ১১ ফিব্রুয়ারি রেঙ্গুনের নিকট উপস্থিত হই-
লেন এবং অবিলম্বেই রেঙ্গুন অধিকার করিলেন।
কাম্বল, রেঙ্গুনে স্থিতি করিয়া ব্রহ্মদেশীয়দের সহিত
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মরিসন ১৮২৫

---

* চট্টোগ্রামে যাইতে হইবেক বলিয়া দুই তিন দল সিপাহী

মার্চমাসে আরাকান অধিকার করেন। ১৮২৫, ফিব্রুয়ারি আসামের রাজধানী রঙ্গপুর, সেনাপতি রিচার্ডসের হস্তগত হয়। দুই বৎসর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধসম্বন্ধীয় এক কৌতুক আছে,—ব্রহ্মদেশীয়েরা ইংরাজদিগের বল, বীর্য্য এবং সেনা দেখিয়া যত ভয় না পাইয়াছিল, ইংরাজদিগের শিল্পনৈপুণ্যোদ্ভাবিত একখানি সামান্য কলের জাহাজ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার বিশেষ এই, যখন তাহারা দেখিতে পাইল এক প্রকাণ্ড পদার্থ জলে আপনা হইতে আসিতেছে, পাইল নাই যে বায়ুভরে সঞ্চারিত হইবেক, দাঁড় নাই যে মনুষ্যে বাহিত করে, তখন তাহারা মনে এই নিশ্চয় করিল যে ইংরাজেরা কোন সামুদ্রিক কিম্ভুত পদার্থ আনয়ন করিয়াছে, যাহার শ্বাস ধূম হইয়া যাইতেছে, ও স্বর এমন কর্কশ যে শুনিলেই ভয় পাইতে হয়। অতএব এতাদৃশ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিলে কোন ফল দেখিবেক না। ইহাতেই আবার রাজা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইলেন।

১৮২৬ সালে ২৪ ফিব্রুয়ারি ইয়ান্দাবুতে সন্ধি হয়। সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মদেশীয়েরা আসাম, কাছার, মণিপুর ও জিন্তিয়া স্থানীয় তাবৎ অধিকার, এবং আরাকান, টাবয়, টেনাসেরিম এবং অন্যান্য স্থান, সর্ব্বশুদ্ধ আশি হাজার চতুরস্র ক্রোশ পরিমাণ ভূমি প্রদান করিলেন।

এই সময় ভরতপুরে যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা হইয়া উঠিল। ভরতপুরের রাজার মৃত্যু হইলে, তদীয় এক জ্ঞাতি দুর্জ্জনশাল, যথার্থ উত্তরাধিকারী বল-

শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত ১৮৩৪ সালে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন। ১৮৩৫ সালে লার্ড অকলণ্ড গবর্ণর হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। শান্তিরক্ষা পূর্ব্বক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করাই লার্ড অকলণ্ডের অভিপ্রেত ছিল। প্রথমতঃ তিনি রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজকোষে এক কোটি টাকা সঞ্চিত করেন। ইতিপূর্ব্বে কোন গবর্ণর এত টাকা স্থিত করিতে পারেন নাই। ঐ টাকা দিয়া খাল খনন ও অন্যান্য সাধারণ হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু আফ্‌গানদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তাহার সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

ইংরাজেরা কাবুল ও বোখারায় বাণিজ্যের অভিসন্ধি করিয়া, কাবুলের সরদার সাসুজার সহিত স্থিরতা করেন। ইতিমধ্যে কাবুলে রাজবিপ্লব ঘটনা হইল, সাসুজা দোস্ত মহম্মদ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন। সুজা পলাইয়া প্রথমতঃ লাহোরে রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে ইংরাজ অধিকারে পলাইয়া আইসেন। ১৮৩৭ সালে লার্ড অকলণ্ড বাহাদুর সাসুজাকে গোপন না রাখিয়া বাহির করিলেন, এবং ইহা প্রচারিত করিলেন যে সাসুজা অন্যায় সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। তিনি সাসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার মানসে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। রণজিৎ সিংহ ইংরাজ সৈন্যদিগকে লাহোর দিয়া কাবুলে যাইতে অনুমতি করিলেন। দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরাজেরা সুজাকে কাবুলের অধিপতি বলিয়া প্রচারিত করিলেন। ইংরাজ-

দিগের পাঁচহাজার সৈন্য কাবুলে সাসুজার, রক্ষী হইয়া থাকিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সাসুজা কাবুলের অধিপতি হইয়া মনে স্থির নিশ্চয় করিলেন, তাঁহার রাজ্য প্রাপ্ত হওয়াতে কাবুলের সকলেই আনন্দিত হইয়াছে, অতএব আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিদেশীয় সৈন্য থাকা অনাবশ্যক। এই নিমিত্ত ইংরাজদিগের নিয়োজিত পলিটিকেল্ এজেন্ট মেকনাটন সাহেবকে কাবুল হইতে ইংরাজদিগের সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে বলিলেন। মেকনাটন প্রথমতঃ সাসুজার কথা রক্ষা করিলেন না।

খাইবার পাশ বা গিরিসঙ্কট পথ দিয়া কাবুল হইতে পঞ্জাবে আসা যায়, অপর ঐ পথ ইংরাজাধিকারের নিকট। মেকনাটন ঐ পথবাসীদিগের সহিত অবধারিত করিয়াছিলেন তথা দিয়া ইংরাজদের সেনাদি কাবুলে যাইতে দিলে বৎসর বৎসর কিছু টাকা দিবেন। অনন্তর যখন দেখিলেন সাসুজা কাবুলে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিতেছেন, আর সকলেই ইংরাজদিগের ভয় করে, তখন আর প্রতিশ্রুত অর্থ সম্পূর্ণ রূপে দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না, কিন্তু অর্দ্ধেক দিতে চাহিলেন, ইহাতেই খাইবারস্থ লোকেরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। দোস্তমহম্মদ খাঁর পুত্র

আকবর খাঁ ইংরাজদিগের প্রতিকূল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মেকনাটেন ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ কাবুলে ইংরাজদিগের বিপদ ঘটনা হইল। আফগানেরা ১৮৪১ সালে ইংরাজ-সেনাপতি এল্‌ফিনষ্টনকে সৈন্যসহ অবরুদ্ধ করেন। আকবর খাঁ মেকনাটনকে নিহত করেন। এল্‌ফিনষ্টন আফগানদিগের নিকট ইহা স্বীকার করিলেন, কেবল ইংরাজাধিকারে প্রতিগমন করিতে অনুমতি পাইলে, আফগানস্থান ও সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী এবং আহারীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিতেছি। পরন্তু তার ভাগ্যে কি ঘটিল কেহই তাহার অনুসন্ধান করিলেন না। ইংরাজদিগের সৈন্য দারুণ শীতে পেশোয়ার যাত্রা করিল। খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়া এক প্রাণীও উত্তীর্ণ হইলনা, হিম-প্রাধান্যে ও আফগানদিগের নিদারুণ অত্যাচারে প্রতিরাত্রিতে শত শত সৈন্যের প্রাণত্যাগ হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তখন ইংরাজদের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশার ঘটনা হয়।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল সেল ও তাঁহার সৈন্যেরা খাইবার পাশ অতিক্রম করিয়া জালালাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আকবর খাঁ সৈন্য লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করেন। বীরবর সেল শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া জালালাবাদ রক্ষা করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

১৮৪২ সালে লার্ড আকলণ্ড বিলাত গমন করিলে, লার্ড এলেনবরা গবর্ণর হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। আফগানদিগের সমুচিত দণ্ড করা তাঁহার নিতান্ত মানস হইয়া উঠিল। সেনাধ্যক্ষ পলক্টন সৈন্য লইয়া জালালাবাদে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন কর্ণেল সেল আকবর খাঁকে পরাভূত করাতে সে জালালাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

পলক্টন কাবুল হস্তগত করেন হতভাগ্য সাসুজা শত্রু-কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা দোস্ত মহম্মদ খাঁকেই কাবুলের অধিপতি করিবার ধার্য্য করিলেন। আফগানেরা কর্ণেল সেলের স্ত্রী লইয়া রাখিয়াছিল। আফগানেরা তাহাকে ও যাবতীয় ইংরাজবন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করিল। ইংরাজেরা গিজনী সমভূমি করিয়া ফেলেন।

লার্ড এলেনবরা গোয়ালিয়রের মহারাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, সেনাপতি গফ সাহেব সমভিব্যাহারে গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন। মহারাজপুরে উপস্থিত হইলে, দেখিলেন মহারাজের আঠার হাজার সৈন্য তাঁহার গতি রোধ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। গফ সাহেব মহাসাহসে রাজ-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করাতে রাজা সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণরের অভিপ্রায়মত সৈন্য রাখন, যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহোপযুক্ত অর্থ

প্রদানে, ও গোলন্দাজদিগকে সমর্পণে, এই সকল স্বীকার করাতে রাজার প্রার্থনা সিদ্ধ হয়।

সিন্ধুদেশের অধিকারী আমীরেরা পাঠান জাতি, স্বভাবতঃ মৃগয়াপ্রিয়। তাহাদিগের অধিকার মধ্যে সিন্ধুনদের দুই কূলে গভীর অরণ্য ছিল, তাহাতে ঐ অরণ্যের পশু বধ করিয়া তাহাদের মৃগয়াপ্রিয়তা চরিতার্থ হইত। কিন্তু ইংরাজেরা ঐ অরণ্য নষ্ট করিয়া উভয় কূলে পথ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। আমীরেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, প্রত্যুত ইংরাজদিগের প্রতিকূল হইয়া উঠিলেন। এই জন্য, এবং অন্যান্য কারণে ১৮৪৩ সালে সিন্ধুদেশে আমীরদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটনা হয়। সর চার্লস নেপিয়র সৈন্য লইয়া সিন্ধুদেশে যাত্রা করেন। মিয়ানি স্থানে সিন্ধুদেশের আমীরদিগের সহিত নেপিয়রের যুদ্ধ হয়। আমীরদের একুশ হাজার সৈন্য ও এক শত কামান, নেপিয়রের তিন হাজার সৈন্য ও ছয়টা কামান ছিল। নেপিয়র তথায় তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া হায়দ্রাবাদ যাত্রা করেন। হায়দ্রাবাদের নিকট আর এক যুদ্ধ হয়, তথায়ও আমীরেরা পরাভূত হইলেন। এই রূপে আমীরদের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটনা হইল। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের তিন জনকে বন্দী করিয়া বোম্বাই প্রেরণ করেন, আর কতকগুলিন বৃত্তিভোগী হইয়া বেলুচস্থান গমন করেন। নেপিয়র সিন্ধুদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইণ্ডিয়া হাউস সভার অধ্যক্ষেরা এলেনবরার প্রতি বিরক্ত হইয়া ১৮৪৩ সালে তাঁহাকে বিলাত গমন করিতে আদেশ করিয়া পাঠান। এলেনবরার পরিবর্ত্তে লার্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর হইয়া ১৮৪৩ সালের ১০ জুন কলিকাতায় উপস্থিত হন।

১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। ঐ সময় হইতে লাহোরে শিখদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ তাহারদের ইংরাজাধিকারে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইল। তাহারা সিন্ধু নদ পার হইয়া ইংরাজাধিকারে আইসে।

১৮৪৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর মুদকীতে শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের বহুতর প্রাণী বিনষ্ট হয়। শিখেরা পলায়ন করে। অনন্তর ফিরোজশায়ারে ইংরাজদের চৌদ্দ হাজার ও শিখদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্যে যুদ্ধ হয়। লার্ড হার্ডিঞ্জ এই যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। শিখেরা এবারও পলায়ন করে। ফিরোজশায়ারের তুল্য ঘোরতর যুদ্ধ ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে অল্পই বর্ণিত আছে।

শিখদিগের সাহস একেবারে ভঙ্গ হইয়া যায় নাই। তাহারা ১৮৪৬ সালে লুধিয়ানা আক্রমণ করে। সেনাপতি স্মিথ বাহাদুর লুধিয়ানার দুর্গ রক্ষা করেন

ইস্মিথ সাহেব তিন দিনের পর আলীওয়ালাতে শিখ-দিগকে পরাভূত করেন।

১৮৪৬ সাল ১০ ফেব্রুয়ারি সোবাওনে যুদ্ধ হইলে শিখেরা পরাভূত হয়। অতঃপর লার্ড হার্ডিঞ্জ ও সেনাপতি গফ্ সাহেব সিন্ধুনদ পার হইয়া লাহোর অধিকার করিলেন। হার্ডিঞ্জ পঞ্জাবে ইংরাজাধিকার স্থাপিত করিলেন এবং কাশ্মীরও একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করিয়া গোলাপসিংহকে প্রদান করেন। হার্ডিঞ্জ ১৮৪৬ সালে বিলাত যাত্রা করেন।

সমাপ্ত।

কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ

এবং

অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস।

এক শতাব্দী কয়েক মাস গত হইল কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক যে বিভীষিকা-জনক বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়, এই আক্রমণেই সেই ব্যাপার ঘটে। যে স্থানে ঐ দুর্গ অবস্থিত ছিল তাঁহারই উপর, আম্‌দানী গুদাম্ ও রপ্তানি গুদাম্ নামক বৃহৎ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার ঐ রপ্তানি গুদামের এক খণ্ড*

* ইতি পূর্ব্বে এই স্থানকে খাতাবাড়ী বলিত। কিন্তু পূর্ব্বে এখান হইতেও রপ্তানি কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ফলতঃ পরস্পর সন্নিহিত ঐ কয়েক বাটীর মধ্যে কখন

ভাঙ্গিয়া নূতন 'জেনেরেল পোষ্ট আফিস' নির্ম্মাণ করিবার আদেশ হওয়াতে ঐ বাটীর ভগ্নাবশিষ্ট মাল-মসলা দ্বারা ঐ স্থানের কিয়দ্ভাগ আচ্ছাদিত রহিয়াছে, অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় নাই।

এই প্রাচীন দুর্গ ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের আখ্যায় অভিহিত ছিল। উহা খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দে নির্ম্মিত হয়। ঐ বৎসরেই ফরাসীরা চন্দননগরে এবং ওলন্দাজেরা চুচুঁড়ায় আপনাদিগের এক২ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীন দুর্গের আকার বিষম-চতুষ্কোণের আকার ছিল। উহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ৪২০ হস্ত এবং বিস্তার, দক্ষিণ ভাগে প্রায় ২৮০ হস্ত এবং উত্তর ভাগে কেবল ২০০ হস্ত মাত্র ছিল। এই দুর্গে চারিটা বুরুজ ছিল, প্রত্যেক বুরুজে দশটা করিয়া কামান্ আরোহিত থাকিত।

একটায় কখন অপরটায় আমদানী বা রপ্তানী কার্য্য সম্পন্ন হইত, তদনুসারে উহাদিগের নামও মধ্যে২ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভিত্তি সকল কিঞ্চিদধিক দুই হস্ত আয়ত ছিল। পূর্ব্ব দিকে দুর্গের তোরণ দ্বার, ঐ দ্বার দুর্গ হইতে কিঞ্চিদ্দূর পর্য্যন্ত বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ ছিল। উহার উপরি ভাগে চারিটা কামান্ আরোহিত থাকিত। গঙ্গাতীরের দিকে দৃঢ়তর একটা ভিত্তি-শ্রেণী ছিল। উহার মধ্যেং অধিকায়তন একং রন্ধ্র ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরের দিকে ঐ রন্ধ্র সকলের ঠিক্ সম্মুখে একং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান্ বসান থাকিত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে এই দুর্গকে সমভূমি করা হয়। ইহার প্রাচীর সকল এরূপ দৃঢ় ছিল যে, কুঠারাদি তাহার এক চূর্ণও খসাইতে পারে নাই, সুতরাং উহার নিম্ন দেশ খনন করিয়া তন্মধ্যে বারুদ দিয়া অগ্নি সংযোগে উহা ভাঙ্গিতে হইয়া ছিল। সুরকি, চুণ, কোতরাগুড় ও পাট বা শণ এই সকলের সমষ্টি দ্বারা গাঁথিবার মসলা সকল প্রস্তুত হওয়াতে ভিত্তি সকল অখণ্ড প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়াছিল।

মেজর ব্রুম্ সাহেব তাঁহার আপনার কোন গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। "যে স্থানে এক্ষণে

আম্‌দানী গুদাম্ বাটী বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই স্থানেই প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানের দক্ষিণ সীমা ওল্‌ড্‌ফোর্ট ঘাটষ্ট্রীট; এবং উহা, লালদীঘির* মধ্যস্থল হইতে ঠিক্ পশ্চিম দিকে একটী সরল রেখা টানিলে যত দূর হয়, উত্তরে প্রায় তত দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহার দক্ষিণ দিকের পরিসর বর্ত্তমান রপ্তানি গুদামের রাস্তা হইতে কয়লা ঘাট পর্য্যন্ত"। তিনি আরও কহিয়াছেন "তৎকালে দুর্গের দক্ষিণে অর্দ্ধ মাইল্, উত্তরে অর্দ্ধ মাইল্ এবং ভূমির দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বে প্রায় ১২০০ হস্ত, এই মাত্র স্থান লইয়া নগরের আয়তন ছিল। বাটী সকলও পরস্পর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী ছিল না। এবং তাহারাও ক্ষুদ্র২ পল্লীর ন্যায় পৃথক্২ খণ্ড মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল"।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাশি যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইব্ সাহেব এক্ষণকার বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই দুর্গ নির্ম্মাণে সমুদয়ে দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কতিপয়

* ট্যাঙ্কস্কোয়ার—তৎকালে ইহার নাম পার্ক বা লালবাঘ ছিল।

রণ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন যে, "স্বল্প মাত্র-সৈন্য দ্বারা এতাদৃশ বিস্তীর্ণ দুর্গ কোন প্রকারেই রক্ষিত হইতে পারে না, ইহার রক্ষার্থে অন্যূন দশ সহস্র সৈন্য রাখিবার আবশ্যকতা রাখে, কিন্তু যদি তত সৈন্যই রাখিতে হয় তবে এতাদৃশ দুর্গ নির্ম্মাণের ফল কি? তাহারা ত দুর্গ বহির্ভাগে প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়াও সমুদায় রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে"। কিন্তু এস্থলে তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, যদি কোন বিপদ্ উপস্থিত হয় তাহা হইলে কলিকাতার সমুদায় খ্রীষ্টীয়ান্ অধিবাসীরা ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যাহাদিগের প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই তাদৃশ সমরানভিজ্ঞ লোকেরাও কখনং দুর্গের আশ্রয় পাইলে তাহার প্রাচীর হইতে অনেক কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে। যাহাহউক্ আমাদিগের এক্ষণে বোধ হইতেছে যেন, ইংরেজেরা এই বিস্তীর্ণ ভারত-ভূমিতে একাধিপত্য স্থাপন করিবে, ইহা ক্লাইব্ সাহেব কোন অ-

লৌকিক শক্তি দ্বারা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াই তাহার মূলপত্তন স্বরূপ এতাদৃশ বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যে বৎসর নবাব কর্ত্তৃক প্রাচীন দুর্গ আক্রান্ত হয় তখন্ এস্‌প্লানেড্ রোড্ ও চৌরঙ্গী হইতে বর্ত্তমান দুর্গের স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা কেবল নিবিড় জঙ্গল দ্বারা আচ্ছন্ন দেখা যাইত।

এক্ষণে রাজ-পথ-বাহী লোকেরা লালদীঘীর পশ্চিম দিক্ দিয়া যাইবার সময় উক্ত রপ্তানি গুদামের ভগ্নাবশিষ্ট দৃঢ়তর সংঘটিত ইষ্টকের জমাট্ সকল দেখিয়া এবং ঐ স্থান যে, প্রাচীন দুর্গের স্থান ছিল ইহাও স্মরণ করিয়া মনে২ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, এই সকল প্রাচীরকে ভূমিসাৎ করিতে কত সময় ও কত পরিশ্রম লাগিতেছে। ইহারা প্রাচীন কালে নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎকালে হর্ম্ম্য-শিল্পিগণের গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য ছিল। কিন্তু ১৮১৮ শালে যখন্ উহাকে ভূমিসাৎ করা হইয়াছিল তখন

সে দুর্গের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকে নাই। অতএব উহারা প্রাচীন কালের শিল্প নহে পরবর্ত্তী সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছে।

যাহাহউক্ নবাব সিরাজ্উদ্দৌলা এই প্রাচীন দুর্গ আক্রমণ করিয়া অন্ধকূপ হত্যার প্রযোজক হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ ব্যাপারের সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে হইলে সিরাজ্উদ্দৌলারও অনেক বিষয় জানিবার আবশ্যকতা রাখে, অতএব আনুসঙ্গিকরূপে তাঁহার জীবনের কতিপয় কার্য্যও লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়াগেল।

১৭৫৬ খৃঃঅব্দের এপ্রিল মাসে নবাব সিরাজ্উদ্দৌলা মাতামহ আলিবর্দ্দি খাঁর উত্তরাধিকারী হইয়া, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। আলিবর্দ্দি অধিক বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া রাজ্য ভোগ করিয়া ছিলেন, এবং তিনি যে প্রকার সুবিচার, পরোপকার ও সাধারণের হিতৈষিতা সহকারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বোধ হয় এদেশীয় কোন নবাবই সেরূপ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এমন কি,

ওরম্ নামক ইতিহাস-বেত্তা কহেন, “ দেশীয় প্রজারা উত্ত্যক্ত হইয়া প্রায় সকল নবাবকেই মারিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, কিন্তু আলিবর্দ্দি খাঁ প্রজাগণের এতাদৃশ প্রিয় পাত্র ছিলেন যে, তাহারা তাঁহাকেই কেবল হত্যা করিতে ইচ্ছুক হয় নাই”।

আলিবর্দ্দি খাঁ সর্ব্বদাই ইংরেজদিগকে আশ্রয় ও সাহস প্রদান করিতেন। কিন্তু সিরাজ্-উদ্দৌলা তাঁহার অসচ্চরিত্রতার পরাকাষ্ঠা সহকারে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন, এবং সময় পাইলেই তাঁহাদিগের প্রতি শত্রুভাব প্রকাশ করিয়া বসিতেন। তিনি পাপ ও লঘুচিত্ততার একমাত্র আধার ছিলেন; আপনি যাহা ধরিতেন কখন তাহার অন্যথা করিতেন না, আপনার ভিন্ন পরের ইচ্ছা ও সুখের প্রতি কখন দৃষ্টিপাত করিতেন না, এবং এমন্ কি, তিনি শৈশবকাল অবধিই মনুষ্য ও অন্যান্য পশুগণকে ঘোরতর যন্ত্রণায় কাতর হইতে দেখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ যখন্ চরম পীড়ায় পীড়িত হই-

য়াছেন, তখন এক দিন সিরাজ উদ্দৌলাকে দিন২ অধিকতর মদ্য পানাসক্ত হইতে দেখিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন এবং কোরাণ স্পর্শ-পূর্ব্বক শপথ করাইলেন যে, আর কখন তিনি মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিবেন না। ইহা কথিত আছে যে, তিনি এই শপথে দৃঢ়রূপে মনো-যোগী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শৈশ-বাবধি চিরকালই যথেষ্টাচার অবলম্বন দ্বারা তাঁহার মন এত অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি কোন প্রকার নিয়মে বদ্ধ থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিতেন। আলিবর্দ্দি বিদেশীয় বাণিজিকদিগের সহিত সতর্ক হইয়া ব্যবহার করিতে ও তাহাদিগকে অকারণে বিরক্ত না করিতে তাঁহাকে অনুক্ষণ সাবধান করিতেন। তিনি মধ্যে২ মোচাকের সহিত উহাদিগের উপমা দিয়া কহিতেন, যদি তুমি বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানে চলিতে পার তাহা হইলে উহাদের মধুপান করিতে পারিবে, কিন্তু বিরক্ত করিলে উহারা এমত্ দংশন করিবে যে, জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। আলিবর্দ্দি সর্ব্বদাই

ভয় প্রকাশ করিতেন, যে, তাঁহার উত্তরাধিকারী, উগ্র-স্বভাবতা বশতঃ তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যাধিকার নষ্ট করিবে এবং ইংরেজেরাই তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইবে। যখন্ একবার সেনাপতি মোস্তাফা খাঁ আলিবর্দ্দির এক জন ভ্রাতৃ-পুত্রকে উকীল করিয়া ইংরেজ-দিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার ও তাহাদিগের ধন-সম্পত্তি লুঠ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে অনুরোধ করেন, তখন্ তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মোস্তফা খাঁ এক জন সৈনিক, ও ব্যক্তি সর্ব্বদাই আপন কার্য্য যুদ্ধ ব্যাপারে রত থাকিতে অভিলাষী হইতে পারে, কিন্তু তুমি কি বিবেচনায় এই প্রার্থনায় অনুরোধ করিতে সম্মত হইলে? ইংরেজেরা আমার কি অপকার করিয়াছে যে, তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইব? বৎস! বিবেচনা কর না এক্ষণে ভূমিতে* যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহাই

---

* তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। অতএব আলিবর্দ্দি তাহাদিগকে লক্ষ্য

নির্ব্বাণ করা দুঃসাধ্য, আবার সমুদ্রে পর্য্যন্ত অগ্নি লাগিলে তাহা কে নিবাইবে? অতএব কদাচ উহার পরামর্শে শ্রুতিপাত করিও না। এরূপ ঘটিলে ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়া উঠিবে"। এই প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ যথার্থই ভবিষ্যদ্বাদী ছিলেন। যাহাহউক্ যদিও তিনি আপনার উত্তরাধিকারীর চরিত্রে অত্যন্ত অবিশ্বাস করিতেন, তথাপি দেশি-হিতৈষিতা গুণ তাঁহার অন্তঃকরণে এতাদৃশ প্রবল ছিল না যে, তিনি এই স্বার্থপর, নিষ্ঠুর-হৃদয়, লঘুচিত্ত রাজপুত্রের পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রতর, জিতেন্দ্রিয় অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করেন। বোধ হয় এরূপ হইলে ভারতবর্ষের ইউরোপীয় শাসন শৃঙ্খলার এ প্রকার বদ্ধ না হইবারও এক দিন সম্ভাবনা থাকিত।

করিয়া ভূমির অগ্নি এবং ইউরোপিয় সানওয়ারি জাহাজ সকলকে লক্ষ্য করিয়া সমুদ্রের অগ্নি উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁর স্বসম্পর্কীয় কোন গ্রন্থকার কহেন “সিরাজউদ্দৌলা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কিছুই ভেদ করিতেন না। তিনি কিছুই বিচার না করিয়া আপনার অত্যন্ত সম্পৃক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বগণের পরিবারদিগকেও পাপপঙ্কে মগ্ন করিতেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় কাহারও পদমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। সকল ভদ্র গৃহেই ব্যভিচার স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি অল্প কাল মধ্যেই সাধারণের এত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, প্রজাগণ হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে পতিত হইলেই মনেঃ বলিত “জগদীশ্বর! দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর”!।

সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যাধিকার সময়ে ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, সুতরাং ইংরেজেরা আপনাদিগের দুর্গ সকলের সংস্কারও বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজদিগের গবর্ণর ড্রেক্ সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে, আপনি নূতন দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলুন, এদেশে আপনাদের বাসস্থান দৃঢ়ী কর-

ণের উপায় সকল ক্রমশঃ সংহার করুন এবং আপনাদের শরণাপন্ন, ঢাকার নায়েব গবর্ণর রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাসকে তাহার সমগ্র ধন-সম্পত্তির সহিত আমার নিকটে প্রেরণ করুন।

ডেক্ সাহেব, এই বিষয়ের কিছুতেই সম্মত না হইয়া প্রত্যুত্তর পত্র লেখাতে নবাব ক্রোধে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং অবিলম্বে ইংরেজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। কাশীম্-বাজারে ইংরেজদিগের একটী উপদুর্গ ও কুঠী ছিল; নবাব তাহা আক্রমণ করিয়া লুঠ্ করিয়া লইলেন, এবং ৯ই জুন, সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার এক সপ্তাহপরে নবাবের ৭০,০০০ সৈন্য আসিয়া এই নগর আক্রমণ করিল। তৎকালে কলিকাতার দুর্গে ৫১৪ জন সৈনিক ছিল, তন্মধ্যে ১৭৪ জন মাত্র ইংরেজ। ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ রণ-দক্ষ দশ জনও ছিল না। কথিত আছে, উহাদিগের অধিকাংশই, বন্দুক কি প্রকারে ধরিতে হয় তাহাও ভালরূপে জানিত না।

পরিশেষে ১৫০০ দেশীয় লোক ইংরেজ্‌দিগের সাহায্যার্থে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কোন কার্য্যকারক ছিল না। দুর্গ মধ্যে যাঁহারা কিঞ্চিৎ কার্য্যদক্ষ ছিলেন তাঁহারাও দুর্গমধ্যে শরণাপন্ন দেশীয় নিরাশ্রয়, স্ত্রী, বালক বৃদ্ধের রক্ষার্থে বিহস্ত হইয়া উঠিলেন। ঐ সকল লোক ভয়ে এমত আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল যে, উহা-দিগের শব্দে গগনমণ্ডল যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

ইংরেজেরা যখন্ নিতান্ত নিরুপায় দেখিলেন তখন্ চুচুঁড়াবাসী ওলন্দাজদিগের নিকট সাহা-য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা একেবারেই অস্বীকার করিলেন। পরে চন্দন-নগরবাসী ফরাসীদিগের নিকট ঐ প্রকার প্রার্থনা করাতে তাঁহারা এইরূপ অপমান-সূচক প্রত্যু-ত্তর করিলেন যে, যদি তোমরা সমগ্র দ্রব্য-জাতের সহিত আমাদিগের নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর তাহা হইলে আমরা তোমা-দিগকে রক্ষা করিতে পারি। আর অনেকে ই-হাও বলিয়া থাকে যে, ফরাসীরা গোপনে নবা-

বকে ২০০ সিন্দুক বারুদ প্রদান করিয়াছিলেন।

নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া ইংরেজেরা স্বদেশীয় ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্যার্থে প্রার্থনা করাতে তাঁহারা যে, ভদ্রতার পথে কণ্টক প্রদান করিয়া একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা ভারতবর্ষে বা অন্যত্র কোথাও কোন জমিদারী, বা প্রচুর অর্থ-সম্পত্তি অথবা প্রভূত যশঃ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই।—তাঁহারা কি স্বার্থ-পর!—কি নিষ্ঠুর!—ও কি অদূরদর্শী ছিলেন!

প্রথমে শত্রুরা আসিয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে দুর্গ আক্রমণ করিল। যদি তাহারা নদীর দিক্ হইতে আক্রমণ করিত তাহা হইলে অধিক বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, কারণ দুর্গের ঐ দিক্ সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে রক্ষিত ছিল। যাহা-হউক্ যদিও ইংরেজী সৈন্যেরা ঐ দিকেও উত্তমরূপে যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে অধিক সংখ্যক শত্রুবল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে দুর্গ মধ্যে শরণ লইতে হইল। শত্রুসৈন্যেরা দুর্গের বহির্ভাগ সকল অধিকার

করিয়া মহানন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া যাহারা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল সেই সকল পোর্তুগীজ, আর্ম্মানি ও হিন্দুগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু তখন ইংরেজদিগের সেই অল্প সংখ্যক দল আপনাদিগের জাতীয় তেজস্বিতা সহকারে কার্য্য করিতে ছিল।

দুর্গের অনতিদুরে এক খান্ বড় জাহাজ্ ও সাত খান্ ক্ষুদ্র জাহাজ্ গঙ্গায় নঙ্গর করিয়াছিল। ১৯শে জুন, রজনীযোগে ইউরোপীয় সমুদায় অবলাগণ তাহাতে প্রেরিত হইল। এবং পুরুষেরাও সেই সময়েই তাহাদের অনুগামী হইবে কি না, এই প্রস্তাব লইয়া এক প্রকাশ্য সভাতে বিচারারম্ভ হইল। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় হঠাৎ না পলাইয়া, অনবরত আপনাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করাই সর্ব্ববাদি-সম্মত হইল। পর দিন প্রভাতে শত্রুগণ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল। ইংরেজদিগের সাহস ও সহিষ্ণুতা যে, তৎকালে কোন কার্য্যকারক হইবে না তাহা অগ্রেই বিলক্ষণ প্রতীত

হইয়াছিল। কারণ তাহাদের যেরূপ সংখ্যা তাহাতে বিপক্ষ দলের সম্মুখে অধিক ক্ষণ দণ্ডায়মান থাকাই অসম্ভব। যাহাহউক্ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নবাবের অনেক সৈন্য মরিতে লাগিল, কিন্তু অবিলম্বে নূতন২ লোক দ্বারা তাহাদের স্থান পরিপূরিত হইতে লাগিল। এদিকে ইংরেজ্‌দিগের পক্ষে একটী প্রাণীর বিনাশও এতাদৃশ, ক্ষতি-জনক হইয়া উঠিল যে, তাহার আর কোন প্রকারেই পরিপূরণ করা যায় না। সুতরাং তৎকালে ভয় সাংক্রামিক-রোগের ন্যায় ক্রমশঃ সকলের অন্তঃকরণেই আবির্ভূত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ দুর্গ মধ্যস্থ অকর্ম্মণ্য লোকেরা এতাদৃশ উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা কেবল যুদ্ধায়োজনে প্রতিবন্ধকতা করিতে আরম্ভ করিল এমত নহে, যাঁহাদের সাহস ও কর্ম্মণ্যতা তৎকালে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, তাঁহারাও উহাদিগের হাহাকার শব্দে ও আর্ত্তনাদে হতবুদ্ধি হইতে লাগিলেন। এমন কি, যাঁহার ভীত হওয়া কোন প্রকারে উচিত নহে সেই গবর্ণর ড্রেক্‌সাহেবও এক্ষণে আপনার পদ-

মর্য্যাদা বিস্মৃত হইলেন। তিনি নিয়মিত রূপে অবকাশ না লইয়াই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। কৌন্সিলের দুই জন মেম্বর মানিঙ্‌হাম, ও ফ্রাঙ্কলাণ্ড সাহেব, আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের আবশ্যক সময়েও স্ত্রীগণকে অশরণ করিয়া পরিত্যাগ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের রক্ষণের ভার লইয়া ইতিপূর্ব্বেই জাহাজে গিয়াছিলেন। কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর পিয়ার্ক সাহেব তৎকালে দুর্গ মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। উপরিউক্ত তিন জন চলিয়া গেলে তাঁহারই উপর কর্ত্তৃত্ব ভার পড়িল। কিন্তু তিনিও স্বপ্রাপ্য ঐ প্রভুত্ব পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সেনাপতি কাপ্তেন্ মিন্‌চিন্ সাহেব পূর্ব্বেই আপনার কার্য্য-ভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে সমুদায় ভার হলওয়েল্ সাহেবের উপরেই পতিত হইল। দুর্গবাসী অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আপনং প্রভুর অনুবর্ত্তী হইয়া এক উদামেই পলায়ন করিয়াছিল। অন্যান্য লোকের পলায়নে ইংরেজ সৈন্যের যেরূপ ক্ষতি বোধ হইয়াছিল, সেনাপতির পলায়নে

তাঁহার কিছুই হয় নাই। হল্ওয়েল্ সাহেব কহেন "আমি ড্রেক সাহেবের সাংগ্রামিক সাহসিকতার বিষয়ে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার ঐ বিষয়ে যে ক্ষমতা ছিল তাহা প্রকাশ না করিয়া যে, গোপনে রাখিয়া ছিলেন্ তাহাই আমাদিগের যথেষ্ট মঙ্গল। কারণ দুর্গের সেনাপতি হইয়া যে সকল কার্য্য ভার সাধন করিতে হয় আমি অথবা অন্য কেহই তাঁহার তাদৃশ কোন কার্য্যই. কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই"।

যাহাহউক্ এক্ষণ পর্য্যন্তও কতিপয় সাহসিক পুরুষ দুর্গ মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। যদিও তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া ছিলেন, তথাপি তখন্ পলায়নের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া তাঁহাদিগকে সাহসেই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। জাহাজ ও নৌকা সকল দুর্গের দক্ষিণ দিকে কতিপয় ক্রোশ অন্তরে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল রএল জর্জ্জ নামক এক খান্ জাহাজ্ চিৎপুরের্ নীচে নঙ্গর করিয়াছিল। উহাতেই পলায়ন করিব ইংরেজেরা সম্পূর্ণরূপে আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে উহা

আনিবার সময় চড়ায় লাগিয়া গেল এবং আরোহীরা ইহা দেখিয়াই নামিয়া পলায়ন করিল।"

তৎকালে দুর্গ মধ্যে কেবল ১৯০ জন সৈনিক পুরুষ ছিল। তাহারা দিবাভাগে পতাকা প্রকাশ ও রজনীতে অগ্নি প্রজ্বালন এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা আপনাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত জাহাজস্থিত লোকদিগকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু এই করুণ প্রার্থনা ঐ পলায়িত স্বার্থপর লোকদিগের অন্তঃকরণে একবার স্পর্শও করিল না। মহা ভীতি উপস্থিত হইলে সকলেরই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়, এবং সকল অন্তঃকরণই দয়াকে দূরে অপসারিত করিয়া একেবারে কঠিন হইয়া উঠে। ঐ ভয়ভীত পলায়িত লোকেরা যত দূরে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, দুর্গ হইতে তত দূরে যাইয়া জাহাজ সকল নঙ্গর করিয়া রাখিল। দুর্গ মধ্যস্থ হতভাগ্য ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্যোগ করিল না, এবং এমন্ কি তাহাদের কি দশা হইতেছে তাহা জানিতেও একবার উৎসুক হইল না। তৎকালে ভয়ই তাহাদের

সর্ব্বস্ব হইল, স্নেহাদি একেবারে কোথায় অন্ত-র্হিত হইয়া গেল।

তাহারা দূরবর্ত্তী হইয়া যখন্ কামানের ঘোর-তর শব্দ সকল শুনিতে লাগিল, তখন্, শুভ-গ্রহ-বশতঃ আমরা পলায়ন করিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনাদের কতই সৌভাগ্য মানিতে লাগিল। ইটালি দেশে একটী জন-প্রবাদ আছে "যুদ্ধে হত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধ স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারা ভাল"। পলায়িত মহাত্মারা এই প্রবাদের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়াই কার্য্য করিয়া ছিলেন। যাহাহউক্ যেরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত তাহাতে দুর্গের রক্ষা হইবার কোন প্রকারেই সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু উত্তম-রূপে বন্দবস্ত করিতে পারিলে যে, সকলেই পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিত তাহার কোন সংশয় নাই; এবং এতাদৃশ বহু সংখ্যক শত্রু সমক্ষ হইতে পলায়ন করিতে পারিলেও ইংরেজ্‌দিগের গৌরবের বৃদ্ধি বই হানি হইত না। কিন্তু বিশেষ কার্য্যদক্ষ লোক, দুর্গমধ্যে এক জনও ছিল না। হল্‌ওয়েল্ সাহেব যথার্থ

উৎসাহশালী এক জন ভদ্রলোক মাত্র ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও বিশেষ ক্ষমতাশালী মহৎলোকের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না! তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধনৈপুণ্য বা কার্য্য-দক্ষতা তাঁহার তাদৃশ ছিল না। গবর্ণর ড্রেক্ সাহেবকে ত একটী ভীরু-স্বভাব জন্তু বলিলেও বলা যায়!" তিনি ডডালি নামক যে জাহাজ্ আরোহণ করিয়া পলাইয়াছিলেন, তিনি সেই জাহাজের এক অংশদার ছিলেন। অতএব যে সকল স্বদেশীয় লোকের সমস্ত বিষয়ের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল, এবং যাহাদের শুভাশুভ ঘটনাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলেন তাহাদিগকে তিনি যে, অশরণ করিয়া পলায়ন করেন তাহাতে দুই কারণ লক্ষিত হইতেছে। এক কারণ পূর্ব্বোক্ত জাহাজস্থিত ধনলোভ, দ্বিতীয়, প্রাণের ভয়। অর্থাৎ তিনি অন্যান্য সকল বিষয়েই একেবারে অন্ধ হইয়া ঐ জাহাজ্ খানি, এবং আপনার জীবনকে সকল আশঙ্কার হস্ত-বহির্ভূত করিয়া রাখিতেই বিশেষ মনোযোগী হই-

এবং এমন্ কি, তাহারা আপনাদের টুপিতে যে জলটুকু পাইয়াছিল ঐ বিবাদে, তাহার অধিকাংশই ভূমিতে পড়িয়া গেল; সুতরাং যখন্ পান করিতে যায় তখন্ এক তোলাও মুখে প্রবিষ্ট হইল কি না তাহাতে সন্দেহ। যাহাহউক্, পরিশেষে ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে, এ পিপাসা নিবারিত হইবার নহে। ইহা নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করা অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হইতেছে। কারণ তাহারা যত পান করে ততই অধিকতর পিপাসায় কাতর হইয়া উঠে। ইহার সহিত আবার জ্বর আসিয়া তাহাদের শরীরে ক্রমশঃ আবির্ভূত হইতে লাগিল। গবাক্ষ দ্বয়ের নিকটে স্থান পাইবার নিমিত্ত কলহ, প্রতিক্ষণে ঘোরতর হইয়া বাড়িতে লাগিল। হল্ওয়েল্ সাহেবের দুই জন বন্ধু তাঁহার পার্শ্বদেশেই ঐ সম্মর্দ্দে চাপা পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি নিরুপায় ভাবিয়া সকলের নিকট বিনীত বচনে প্রার্থনা করিলেন যে, আমাকে গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার পথ দেও, আমি অন্য স্থানে গিয়া নির্বিবাদে প্রাণ-

ত্যাগ করি। তাহারা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল, এবং সেই সম্বাধের মধ্য দিয়া তাঁহার বহির্গমনের পথ করিয়া দিল। ঐ গৃহের পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রায় ২ হস্ত উচ্চ ও ৪ হস্ত বিস্তীর্ণ একটী বেদির আকারে স্থান ছিল। হলওয়েল্ শব-রাশির উপর দিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন, এবং এক জন মুমূর্ষু বন্ধুর পার্শ্ব দেশে বসিয়া দুর্বিষহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত আপন মরণের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার আর এক জন বন্ধু ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া “তুমি কেমন্ আছ”? বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, কিন্তু হল্ওয়েল্ সাহেবের প্রত্যুত্তর পা-ইতে না পাইতেই ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হল্ওয়েল্ সাহেবেরও ক্রমশঃ শ্বাস-রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার বক্ষঃ-স্থলে এক ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হইল। তাঁহার হৃদয় কেমন এক প্রকারে ধড় ফড় করিতে লাগিল। তখন্ তিনি পরিত্যক্ত পূর্ব্ব-স্থানের পুনঃপ্রাপ্তি আশয়ে অধ্যবসিত হইয়া দৃঢ়তর চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু

অন্তরালে সাত শারি লোক তাঁহার পথ প্রতি-
রোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। তিনি অতিসীম
চেষ্টা দ্বারা উহার দ্বিতীয় শারিতে কিঞ্চিৎ স্থান
পাইলেন এবং ঐ স্থানে পৌঁছিয়াই কেবল 'জল'
'জল' এই মাত্র শব্দ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত
জমাদারের উদ্যোগে তৎক্ষণাৎ জল প্রদত্ত
হইল। কিন্তু অপর সকলের ন্যায় তিনিও
নিশ্চিত বুঝিলেন যে, জল পান করিলে পিপা-
সার বৃদ্ধিবই শান্তি হইবে না। সুতরাং তিনি
জলপানে বিরত হইলেন, এবং ভয়ানক
নিদাঘ-তাপে সমুদায় গাত্রের জামা ভিজিয়া
উহার আস্তিনার মুখ হইতে যে অনবরত
স্বেদজল নির্গত হইতেছিল এবং বৃষ্টির বড় বড়
ফোঁটার ন্যায় তাঁহার মস্তক হইতে যে ঘর্ম্ম-
বিন্দু পড়িতে ছিল তাহাই চুষিয়া কথঞ্চিৎ মুখ-
শোষ নিবারণ করিতে লাগিলেন। যে কএক
ব্যক্তি ঐ হত্যা হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন
তম্মধ্যে লসিংটন্ সাহেব এক জন। হল্‌ওয়েল্
সাহেবের জল প্রার্থনা সময়ে লসিংটনের অঙ্গ-
বস্ত্রাদি কিছুই ছিল না, তিনি পূর্ব্বেই সকল

পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়াছিলেন। তিনি পরে কহিয়াছেন যে, "আমি কেবল হল্‌ওয়েল্ সাহেবের অঙ্গনিঃসৃত ঘর্ম্ম বিন্দু সকল অপহরণ পূর্ব্বক পান করিয়াই প্রাণ বাঁচাইয়াছি। উহা না পাইলে কোন প্রকারেই আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না"। হল্‌ওয়েল্ সাহেব কহেন, তৎকালে ঐ জল যেরূপ মধুর, শীতল ও সুখকর বোধ হইয়াছিল, সুবাসিত তুষার বারিধারাও তাদৃশ হয় না। রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময়ে বন্দিগণের প্রায় তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া যন্ত্রণামুক্ত হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিল। তখন্ ঐ স্থান দেখিলে প্রকৃত পাগলা গারদ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হইত না। কারণ, তৎকালে তাহারা মনুষ্য ও ঈশ্বর উভয়কেই গালাগালি দিতে লাগিল। এবং বিলাপ বাক্যে কহিতে লাগিল "জগদীশ্বর! তুমি কোথায়? আমরা তোমারই প্রদত্ত যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি একবার আসিয়া দেখিয়া যাও! তুমি কি নিমিত্ত আমাদের মৃত্যু হরণ করিয়া বসিয়া

আছ? সত্বরে প্রদান কর আমরা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই। তোমার ন্যায় নিষ্করুণ পাষণ্ড আর ত ব্রহ্মাণ্ডে দেখি না"। তাহারা বহিঃস্থিত রক্ষিগণকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত গালা-গালি দিয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে এইরূপ কহিতে লাগিল যে, "তোরা গবাক্ষের মধ্য দিয়া গুলি চালাইয়া আমাদের প্রাণসংহার কর্। আমরা আর যন্ত্রণা সহিতে পারি না"! কিন্তু ঐ দুরাত্মা পশুরা, শুনিয়া গবাক্ষের নিকট মশাল্ আনিয়া ধরিল, এবং উন্মত্ত ভাবিতের ন্যায় তাহাদের ঐ সকল নানাবিধ প্রলাপ বাক্য শুনিয়া মহানন্দ সহকারে কত প্রকারই পরিহাস করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হল্ওয়েল্ সাহেবের স্মরণ হইল যে, তাঁহার জামার জেবেতে এক খানি কলম্‌কাটা ছুরি আছে। তখন্ তিনি তাহার দ্বারা আপনার শরীরস্থ কোন শিরা কাটিয়া রক্তমোক্ষণ করত প্রাণত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু ছুরি লইয়া ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হইল যে, এরূপে

আত্মহত্যা করা ভীরুজনের কর্ম্ম, অতএব তিনি ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া জগদীশ্বরের ইচ্ছার উপরেই আত্ম-সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার গবাক্ষ দ্বার পরিত্যাগ করিলেন এবং তথা হইতে গৃহের পূর্ব্বাংশে ফিরিয়া যাইবার সময়, সম্মুখে এক ভয়ানক ব্যাপার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে সচকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেখিলেন কতিপয় পাণ্ডু-বর্ণ পুরুষ ভীরের ন্যায় ঠিক্ সরলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের প্রাণবায়ু উৎক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা এরূপ শক্ত ও অধঃপতিত শবরাশি দ্বারা পাদদেশে অবলম্বিত হইয়া সমভাবে আছে যে, দেখিলে আপাততঃ উহাদিগকে নির্জীব বলিয়া বোধ হয় না। এই সময়ে হল্ওয়েল্ সাহেবও ক্রমশঃ চেতনা শূন্য হইতে লাগিলেন। তিনি এই চেতনারোধকে অনুজিহ্মু মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া বোধ করিলেন। তখন তিনি, মরণান্তর সকলের চরণ-বিমর্দ্দিত হওয়াকে অসহ্য বোধ করত সে স্থান পরিত্যাগের মানস করিলেন এবং পুন-

র্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বেদি-ভূমির উপর উপস্থিত হ-ইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শয়ান হইলেন। ফলতঃ এই সময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া-ছিলেন।

রাত্রি দুইটার সময় ৫০ জনের অধিক কেহ জীবিত ছিল না। প্রভাত সময়ে ২৩ জন ভিন্ন সকলেই কাল-কবলে কবলিত হইয়াছিল। তৎ-কালে ঐ ভয়ানক সমাধি গৃহের তলভাগ ও বেদি ভূমিতে এক শত তেইশটা পূতিগন্ধি শব উপর্য্যুপরিভাবে রাশীকৃত হইয়া ছিল। অবশিষ্ট যে কএক জন বাঁচিয়া ছিল তাহারা তখন, “গৃহের দ্বার খুলিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর” বলিয়া রক্ষিগণের নিকট অতিশয় বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের ঐ বিনয় অরণ্য-রোদনের ন্যায় সমুদয় বিফল হইল; কেহই তাহাতে শ্রুতিপাত করিল না!। অনন্তর তাহারা বিবেচনা করিল যে, যদি হলওয়েল সা-হেব এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন তবে তাঁহার কথা আমাদের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী হইতে পারে, এই ভাবিয়া তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত

হইল, এবং অনেক অন্বেষণ করিয়া দেখিল, বেদি ভূমির মধ্যে শবরাশির অভ্যন্তরে তিনি পতিত রহিয়াছেন। তখন তাঁহার সংজ্ঞা মাত্র নাই, কেবল জীবনের কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষণ অনুভূত হইতেছে। অনন্তর তাহারা সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গবাক্ষের নিকটে লইয়া গেল। তথায় তিনি কিয়ংক্ষণ পরে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। ঠিক্ এই সময়েই নবাব, পূর্ব্ব রজনীর ঐ কারাকূপ সংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্তের সংবাদ পাইলেন, এবং বন্দিগণের প্রধান সাহেব জীবিত আছে কি না জানিবার নিমিত্ত এক জন জমাদারকে পাঠাইয়া দিলেন। জমাদার প্রত্যাগমন করিয়া সংবাদ দিল যে, হল্ওয়েল্ সাহেব মৃতপ্রায় হইয়াছেন, কিন্তু এখন যদি সত্বরে দ্বার খুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নবাব, বন্দিগণকে গৃহ হইতে বাহির করিবার নিমিত্ত অনুমতি পাঠাইলেন। তখন্ বেলা প্রায় ৬টা হইয়াছিল। উক্ত কারা গৃহের দ্বারের কবাট

অভ্যন্তরের দিকে ছিল এবং তাহার পার্শ্বে মৃত দেহ এরূপ রাশীকৃত হইয়াছিল যে, রক্ষিগণ দ্বার ঠেলিয়া কোন প্রকারেই খুলিতে পারিল না। অভ্যন্তরবর্ত্তী জীবিত কয়েক জন একটীং করিয়া তথা হইতে শব গুলি সরাইতে লাগিল। হায়! তখন্ তাহাদের কি আর হস্ত পদের বল ছিল! তাহারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে দ্বার খুলিবার পথটা মুক্ত করিয়া দিল। অনন্তর দ্বার মুক্ত হইলে পর তাহারা যখন্ বাহিরে আগমন করিল তখন্ তাহাদের দাঁড়াইবার শক্তি নাই। নিঃসহ পাদদ্বয় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া পড়িয়া যায়! শরীর সকল এরূপ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট, যে, দূর হইতে দেখিলে আপাততঃ কঙ্কাল বলিয়া ভ্রম জন্মে! ফলতঃ কোন লোক যদি সমাধি গর্ত্ত হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে, তবে তাহাকে তখন্ যেরূপ দেখায়, তাহাদের শরীর অবিকল সেই রূপ হইয়াছিল!! কি চমৎকার! তাহারা যে, এত বিপদে পড়িয়াছিল, এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল এবং তাদৃশ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল

ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও পশু-ধর্ম্মী নবাব-দূত-গণের পাষাণ-হৃদয় কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না।

অনন্তর এক শত তেইশটা শব দুর্গের প-রিখার অভ্যন্তরে উপর্য্যুপরিভাবে প্রক্ষিপ্ত হইল।

যখন বন্দিগণ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া একেং প্রাণত্যাগ করে তখন অবশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিরা এরূপ উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের এই ব্যাপার, কি মায়া—কি ইন্দ্রজাল—কি স্বপ্নবশতঃ ঘটিতেছে ইহার কিছু স্থির করিতে পারে নাই!

অন্ধকূপের মহামারী-জনক দুর্গন্ধ বশতঃ অপর সকলের ন্যায় হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবেরও ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার কোন প্রকারেই দাঁড়াইবার শক্তি ছিল না, তথাপি নবাবের সম্মুখে আনীত হইলেন। নবাব তাঁহার তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়াও বিস্ময়, অনু-কম্পা বা অনুতাপের একটী মাত্র কথাও মুখে আনিলেন না। অনন্তর হল্‌ওয়েল্‌ দুর্গের পুস্ত-

কালয় সম্বন্ধীয় এক খানি পুরাতন বড় বহির উপরে ঐ দুরাত্মার সম্মুখে বসিবার আদেশ পাইলেন। কিন্তু বসিয়াও, পিপাসায় তাঁহার এরূপ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, যে, মুখ হইতে একটী মাত্র কথা সরিল না। সুতরাং নবাব আপনার কার্য্য ক্ষতি সম্ভাবনা করিয়া এক ধারা জল দিতে অনুমতি করিলেন। যে জমাদার নবাবের নিকট তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনে, সে পথিমধ্যে কহিয়াছিল যে, যদি তিনি অতঃপরও কোম্পানির গুপ্ত ধনাগার প্রকাশ করিয়া না দেন তাহা হইলে নবাব তাঁহাকে কামানের মুখে দিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এই ভয় প্রদর্শন তাঁহার পক্ষে অধিক উদ্বেজক হয় নাই, কারণ, মৃত্যু অনেক ক্ষণ অবধি প্রায় তাঁহার পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে মরণ ভয়ে ভীত করিবার আর সময় ছিল না। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, বন্দিগণকে ঐ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিবার বিষয়ে সিরাজউদ্দৌলা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিলেন না। তিনি প্রভাত সময়ে এই সংবাদ শুনিয়া

ছিলেন, সুতরাং অধিকাংশ লোকের জীবন রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহা অতি অগ্রাহ্য কথা; কারণ, "যেমন্ প্রভু তেমনি ভৃত্য" এই প্রাচীন জনপ্রবাদের যাথার্থ্য বিষয়ে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করেন না। অর্থাৎ ভৃত্য প্রভুর অধীনস্থ অপরাপর লোকের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাই প্রভুর চরিত্র পরীক্ষা করিবার এক বিলক্ষণ উপায়। রক্ষিগণেরা আপনাদের প্রভুর স্বভাব যেরূপে বুঝিয়া লইয়া ছিল তদনুসারেই কাজ করিত। তাহারা বন্দিগণের প্রতি তাদৃশ ভয়ঙ্কর ক্রূরাচরণ করিয়াও প্রভু বিরক্ত হইবেন বলিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হয় নাই। দুরাত্মা প্রভুও ভৃত্যগণের এতাদৃশ গর্হিত ব্যবহারেও অণুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। অধিক কি, অন্ততঃ তাহাদের কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তও ভৃত্যগণেরা ভাল কর্ম্ম করে নাই এ কথাটাও একবার মুখে আনিলেন না। বন্দিগণ যে, তাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল তাহার কোন কথা উল্লেখ না করিয়াই তিনি লুক্কা-

য়িত ধনের বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন দ্বারা হল্‌ওয়েল্‌কে বারম্বার উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, যখন্‌ কোন প্রকারেই কিছু হইল না দেখিলেন তখন এই অবাধ্যতার নিমিত্ত ভয়ানক দণ্ড প্রাপ্তির ভয়-প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন। তৎকালে হল্‌ওয়েল্‌ নিরুপায়, ক্লান্ত ও নিতান্ত শীর্ণ হইয়া ছিলেন; তথাপি, তিনি যাহাদের হস্তে অর্পিত হইলেন তাহারা অম্লান মুখে তাঁহাকে নিগড়বদ্ধ করিল। বন্দিগণের মধ্যে কোর্ট, উইল্‌কট্‌ ও বজেট্‌ নামক অপর তিন জন সাহেবকেও গুপ্ত ধনের বিষয় অবগত আছে বলিয়া নবাব সন্দেহ করিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহারাও নিগড়বদ্ধ হইয়া হল্‌ওয়েলের সমভিব্যাহারী হইলেন। হত্যামুক্ত কএক ব্যক্তির মধ্যে বিবি কেরি নামক একটীমাত্র স্ত্রীলোক ছিল। এক জাহাজের কাপ্তেন তাহার স্বামী তাহারই সমক্ষে ঐ অন্ধকূপ মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। এক্ষণে সেনাপতি মীর্‌ জাফর্‌ খাঁ আপন অবরোধের নিমিত্ত তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। কতি-

পর ইতিহাস লেখক এই স্ত্রীকে ইংলণ্ডজাত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভারতবর্ষই ইহাঁর জন্ম স্থান। হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব কহেন "ইনি যদিও এই দেশ-জাত, তথাপি পরমাসুন্দরী ছিলেন"। যাহাহউক্‌ অনন্তর অবশিষ্ট কএক জন লোক যথা ইচ্ছা গমন করিতে অনুমত হইল। কলিকাতার দক্ষিণ ফল্‌তা নামক স্থানে দুর্গ হইতে পলায়িত সাহেবেরা প্রধান আড্ডা করিয়া ছিলেন, সুতরাং তাহারা সেই স্থানেই গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইবের না আসা পর্য্যন্ত তথায় নিরুপদ্রবে অবস্থিতি করিতে লাগিল*।

* এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে যে, "সের মতাক্ষরীনের" গ্রন্থকার অন্ধকূপে ইংরেজদিগের হত্যা বিষয়ে একটীমাত্রও কথা উল্লেখ না করিয়া অবিশ্বাস্য ও রমণীয় একটী গল্প লিখিয়াছেন। তিনি কহেন "দুর্গ নবাবের হস্তগত হইলে, কতিপয় বিবি মির্জ্জা আমিরবেগ নামক সম্ভ্রান্ত এক ভদ্র লোকের হস্তে নিপতিত হইল। তিনি শত্রুদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া যে খানে ড্রেক্‌ সাহেবের

হলওয়েল্ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী তিন জন সাহেব চারি জনেরই, ভয়ানক জ্বর হইয়া শরীর একেবারে নিঃসহ হইয়াছিল, তাহাতে আবার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় ব্রণ হইয়াছিল। বোধ হয় এইরূপে দুষ্ট শোণিত নির্গত হওয়াতেই তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়। যাহা-হউক্ এতাদৃশাবস্থাতেও তাঁহারা মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা যে নৌকায় আরূঢ় হইয়াছিলেন তাহার উপরি ভাগে কিঞ্চিন্মাত্র আবরণ ছিল না। জুন্মাসের ভয়ানক রৌদ্র ও বৃষ্টি তাঁহাদের শরীরের উপর দিয়াই বহিয়া যা-ইতে লাগিল। নবাবের লোকেরা বিলক্ষণ

জাহাজ্ নঙ্গর করিয়াছিল তথায় বাহিয়া গেলেন। এবং যথাযথ স্বামীদিগের নিকট তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহারা মির্জার এই সদ্ব্যবহারে অপরিসীম আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়া কতিপয় রত্ন সংগ্রহপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার সমক্ষে উপহার ধরিলেন, কিন্তু মির্জা [illegible] রেজ্‌দত্ত পুরস্কার সকল কোন মতেই লইতে স্বীকার করিলেন না। অতঃপর তিনি পুনর্ব্বার নৌকারোহণ [illegible] কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বোধ হয় ইহা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপ কাল্পনিক রচনা হইবে।

বুঝিয়া ছিল যে, ইহাদিগকে যত যন্ত্রণা দেওয়া যাউক না কেন, প্রাণে বাঁচাইতে পারিলেই প্রভু কোন প্রকারে রুষ্ট হইবেন না, বরং শুনিয়া সাতিশয় পরিতুষ্ট হইবেন। সুতরাং তাহারা প্রভুর সন্তোষজনক কার্য্য করিতে ক্ষণমাত্র উপেক্ষা করে নাই। সাহেবেরা পথিমধ্যে কেবল মোটা তণ্ডুলের অন্ন ও গঙ্গার জল এই মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। যাহাহউক্ রক্ষিগণেরা কষ্ট দিবার মানসেই তাঁহাদিগকে ঐ আহার প্রদান করিত এবং তাঁহারাও উহাকে অতিশয় কষ্টকর বোধ করিতেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহাই তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিলক্ষণ সুপথ্য হইয়া ছিল।

নৌকা যখন্ শান্তিপুরে আসিয়া পোঁছে তখন্ নবাবের লোকেরা বলপূর্ব্বক হল্‌ওয়েল্ সাহেবকে নৌকা হইতে তীরে নামাইয়া আনিল। ঐ সময়ে তাঁহার পাদ-বদ্ধ নিগড়দ্বয় দ্বারা ব্রণ সকলের উপর এরূপ আঘাত লাগিল যে তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কোন রূপে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তিনি ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত তাহাদি-

গকে অশেষবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি পরে কহিয়াছেন যে, "বন্য ব্যাঘ্র বা বাতাসের নিকট প্রার্থনা করিলে যে ফল হইত, ঐ অনুনয়ে তদপেক্ষা অধিক ফল দর্শে নাই"। যাহাহউক তিনি সেই প্রখরতর রৌদ্রে জানু-চঙ্ক্রমণ দ্বারা প্রায় এক পোয়া পথ যাইলেন! লৌহময় নিগড়ের ঘর্ষণে তাঁহার পাদস্থ ব্রণ সকল হইতে অনর্গল রুধির ধারা গলিতে লাগিল। নৌকায় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার সময়ে রক্ষিগণকে অগত্যা কতক পথ বহিয়া আনিতে হইল, অবশিষ্ট পথ তাহাদিগের অবলম্বে স্বয়ং আসিতে হইল। শান্তিপুরবাসী এক জন ভদ্র-লোক সৌভাগ্যাবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার এরূপ দশা পরিণাম দেখিয়া মুক্ত-কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি শশব্যস্ত হইয়া অন্য কোন দ্রব্য সম্মুখে না দেখিয়া, এক কাঁদি কলা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপহার ধরিলেন। কিন্তু আসিবার সময় রক্ষিগণেরা পথিমধ্যে তাহার অর্দ্ধভাগ কাড়িয়া লইল!

মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে পর, যেমন্ রাজারা

অন্ত্যপরাধী ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট দণ্ড দিয়া নগর-মধ্যে ভ্রমণ করাইয়া বেড়ায়, সেইরূপ তাহারা তদবস্থ তাঁহাদিগকে রাজপথ মধ্য দিয়া নগরের ভিতর প্রবেশ করাইল এবং অপরিচ্ছন্ন এক অশ্বশালায় আনিয়া রাখিয়া দিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া এক স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ করুণাতে অভিষিক্ত হইয়াছিল! মৃত মহাত্মা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর পত্নী সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করিয়া, হল্‌ওয়েল্‌ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী তিন জনকে স্বাধীন রূপে মুক্ত করিয়া দিলেন* ।

হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের নাম ইতিহাস-সম্বন্ধ এবং বঙ্গদেশের এই ঘটনার স্মরণের সহিত অপরিমোচ্যরূপে সম্পৃক্ত ইহা বিবেচনা করিয়া

---

* ব্রিটিশ্‌ ইণ্ডিয়ার-ইতিহাস লেখক জেম্‌স মিল্‌ সাহেব, অন্ধকুপহত্যা বিষয়ে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, "নবাব ঐ অন্ধকূপ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিতে আইসেন নাই। ইংরেজেরাই অপরাধীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা

এই অবসরে তাঁহার জীবনচরিত্রের প্রধান বৃত্তান্ত গুলি সংক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

জান্ জেফানিয়া হল্‌ওয়েল্, ১৭১১ খৃঃ অব্দে, আয়ালণ্ডের অন্তঃপাতী ডব্‌লিন্ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবার মানসেই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে ব্যবসায়ান্তরাবলম্বনে ইচ্ছা হওয়াতে ভারতবর্ষীয় কোম্পানির এক কেরাণিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ১৭৩২ খৃঃ অব্দে, এই দেশে আগমন করেন। এখানে আসিবার ৪ বৎসর পরেই তিনি ফোর্ট উইলিয়ম্

স্বয়ংই উহাই যে, তাঁহাদিগকে রাখিবার উপযুক্ত গৃহ ইহ এক প্রকার নবাবকে ইঙ্গিতে করিয়া দিয়াছিলেন" এই কটাক্ষ অবশ্যই অভদ্র, স্বজাতি দ্বেষ-মূলকও অযথার্থ। বঙ্গদেশে বা অন্যত্র কোথাও ইংরেজদিগের এরূপ ব্যবহার নাই যে, তাঁহারা প্রায় দেড় শত লোককে এক গৃহ মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া পুরিয়া রাখেন। ঐ গৃহ একং জনকে কারাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতিহাস লেখক মহাশয়, ইংরেজদিগের কোন্ কারাগৃহে এক রাত্রি মধ্যে শতাধিক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিয়াছেন?।

কৌন্সিলের এক জন মেম্বর এবং ১৭৫১ খৃঃ অব্দে কলিকাতার জমীদার হইয়াছিলেন*। ইহার পাঁচ বৎসর পর তাঁহার উপরিস্থ প্রধান২ কর্ম্মচারীরা উপস্থিত বিপদে আপন২ পদ পরিত্যাগ করাতে তিনি কলিকাতাদুর্গের সেনাপতি হয়েন। তিনি ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়া তাহার পর বৎসরেই পুনর্ব্বার এদেশে ফিরিয়া আইসেন এবং লর্ড ক্লাইব্‌ সাহেব আপন পদ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করাতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি কৌন্সিলের সভাপতি ও গবর্ণর হয়েন, কিন্তু ঐ অব্দের ২৯শে সেপ্টম্বরেই ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন পদ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করত তথায় সপ্তাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

হলওয়েল্‌ সাহেব এক জন বিশেষ গুণশালী

---

* তৎকালে জমীদার রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন এবং বিচারের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা নবাবের নিকট হইতে কলিকাতা নগর জমীদারী স্বরূপ ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন।

বা প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ছিলেন না বটে ; কিন্তু সাধারণ কর্ম্ম বিষয়ে তিনি এক জন অত্যুৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সাধারণ বা স্বসম্পর্কীয় কার্য্য সকল বিশেষরূপে অবগত ছিলেন এবং পৌরুষ ও ভদ্রতর স্বভাবের গুণ গ্রহণে যাঁহাদের যথার্থ ক্ষমতা ছিল তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট গৌরব করিতেন। হল্‌ওয়েল্ যখন্ কলিকাতার জমীদার রূপে নিযুক্ত হয়েন, তৎকালে তিনি কোম্পানির ভূমি সকলের রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে উৎকৃষ্টতর-রূপ নূতন কোন বন্দোবস্ত নির্দ্ধারণ করিতে অধ্যবসিত হইয়াছিলেন। তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, কোম্পানির রাজস্ব যদি বিশ্বস্তরূপে সংগৃহীত হয় ও তাহার উত্তম রূপে হিসাবপত্র রাখা যায়, তাহা হইলে যত টাকা আদায় হইতে পারে এক্ষণে তাহার অর্দ্ধাংশও আদায় হইতেছে না। সুতরাং যাহারা চুরি করিয়া আপন প্রভুগণকে বঞ্চিত করিতেছিল, তিনি সেই সকল দুরাত্মাদিগের দোষ সপ্রমাণ করিয়া অনতিকাল বিলম্বেই কলিকাতা ও ২৪পর-

গণার রাজস্ব দ্বিগুণ করিয়া তুলিলেন। কোন ব্যক্তি উন্নতি সাধন নূতন কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করিলেই তাঁহাকে যেরূপ ফল ভোগ করিতে হয়, হল্‌ওয়েল্‌কেও সেইরূপ ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। কারণ, যাহারা এই নূতন বন্দোবস্তে ক্ষতিবোধ করিতে লাগিল তাহারা সকলেই বিপক্ষ হইয়া তাঁহার সদভিপ্রায় সকলকে দুষ্টাভিসন্ধি-মূলক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়া তাঁহাকে মহা উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। ডিরেক্টর সাহেবেরা কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি ভদ্র ও কৃতজ্ঞরূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে যখন্ তাঁহার কতিপয় প্রবল সপত্ন ডিরেক্টর সভার সভ্যরূপে পরিগণিত হইলেন তখন্ আর তাঁহার কোন উপায় রহিল না। তৎকালে ডিরেক্টরেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসদাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৫শে মার্চ্চ দিবসে ডিরেক্টরদিগের নিকট হইতে যে পত্র আইসে তাহাতে তাঁহারা হল্‌ওয়েল্ সাহেবের কর্ম্মদক্ষতা প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ছিলেন। এ

পত্রে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন, যে, হলওয়েল নূতন কোন শুল্ক গ্রহণের প্রথা প্রচলিত অথবা দরিদ্র-দিগকে নিষ্পীড়ন না করিয়াই বাঙ্গালার রাজস্ব দ্বিগুণিত করিয়াছেন এবং অসাধারণ সাধুতা ও দয়া সহকারে বিচার সম্পর্কীয় কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতেছেন এজন্য আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি। আর উক্ত পত্রে এরূপ অনুমতিও আসিয়াছিল, যে, তাঁহার বাৎসরিক বেতন দুই সহস্র টাকা না থাকিয়া ছয় সহস্র হইবে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের আর সে মন রহিল না, তাঁহারা তাঁহার অসূয়া-কারকদিগের নিন্দাবাদ সকল মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, অসাধু সম্প্রদায়েরা তাঁহাকে লইয়া যে বিলক্ষণ পীড়া দেয় ইহাও তাঁহাদের অভিমত হইল। কৃষ্ণদাসকে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় দিয়া তাহার নিকট হইতে ৫০,০০০ টাকা উৎকোচ লইয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর অপবাদ প্রদত্ত হইল। এ কথায় অবজ্ঞা করিয়া মনোযোগ না করাই ডিরেক্টরদিগের উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা না

করিয়া এবিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত কলিকাতায় একটী সভা স্থাপিত হইল। লর্ড ক্লাইব সাহেব এই সভার প্রধান সদস্য হই- লেন। সভার বিচারারম্ভ হইলে হল্‌ওয়েল্ সাহেব সম্পূর্ণরূপে দোষারোপ হইতে মুক্ত হইলেন। বিচার নিষ্পত্তি হইলে ক্লাইব সাহেব রিপোর্ট করিলেন "আমরা সভায় উপস্থিত হইয়া এবং কৃষ্ণদাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া বু- ঝিলাম, হল্‌ওয়েল্ সাহেবের নির্দ্দোষতা যেমন আমাদিগের নিকট সপ্রমাণ হইল, কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকটও এই রূপ হইবে তাহার সন্দেহ নাই"। এই ব্যাপার ১৭৬০ শালে ঘটি- য়াছিল। হল্‌ওয়েল্ সাহেব যথার্থই অপর এক জন দেশীয় লোকের নিকট হইতে ৮০,০০০ টাকা উপহার লইয়া ছিলেন। কিন্তু যে ব্য- ক্তির নিকট হইতে লইয়াছিলেন সে কোম্পা- নির বহু সংখ্যক টাকা ফাকি দিয়া লইয়া- ছিল। সুতরাং বিনষ্ট টাকার কিয়দংশ আ- দায় হইল ভাবিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন, এবং একেবারেই ঐ সমুদয় টাকা প্রভু-গণের সাধারণ ধনাগারে জমা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, কোম্পানির ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ টাকা প্রতারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিনি অধিকাংশের আদায় করিয়া অবশিষ্টের নিমিত্ত প্রতিভূ লইয়া নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি যথোপযুক্ত তেজস্বিতা সহকারে, ফোর্ট উইলিয়ম্ হইতে পত্রদ্বারা ডিরেক্টর দিগের নিকট এই বলিয়া দুঃখ নিবেদন করেন যে, "আপনারা সবিশেষ বিবেচনা না করিয়াই মিথ্যাপবাদ-মূলক আমার নিন্দাবাদ সকলে একেবারেই বিশ্বাস করিয়াছেন; ইহাতে আমার প্রতি আপনাদিগের অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করা হইয়াছে;—আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে, মহাশয়েরা এরূপ গর্ব্বিত কথা কাহারও নিকট কখন শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং ইহা শুনিয়া অবশ্যই আপনারা আমাকে পদচ্যুত করিবেন"।—বাস্তবিকও তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত হুকুম বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে বাঙ্গাল

পোতের সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে কোন জাহাজ্ আসিতে অনেক দিন লাগিত। হল্ওয়েল্, ডিরেক্টরদিগের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা ভারতবর্ষে পহুঁছিবার অগ্রেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন পদ পরিত্যাগের প্রার্থনা করিয়া বিলক্ষণ সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলেন। এই স্থলে তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিবার পত্র ও তাহাতে কৌন্সিলের যেরূপ বিচার হয় তাহার সারসংগ্রহ উদ্ধার করিয়া নিম্নভাগে লিখিত হইতেছে।

(কলিকাতা বোর্ডের প্রতি হল্ওয়েল্ সাহেবের শেষ পত্রের প্রতিলিপি)

"ফোর্ট উইলিয়ম্ সভার প্রেসিডেণ্ট এবং গবর্ণর সম্ভ্রান্তবর,
শ্রীযুক্ত হেন্‌রি বান্সিটার্ট সাহেব
প্রভৃতি মহোদয় বর্গেষু।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ শাল।

সম্ভ্রান্ত মহাশয় এবং মহাশয়গণ।

অল্প দিন গত হইল ডিরেক্টর সভা হইতে আমার প্রতি যে সকল অযোগ্য ও অন্যায় নিন্দাবাদ আসিয়াছে তাহা শুনিয়া আর আমি এক দিনের নিমিত্তও কর্ম্ম করিতে বাসনা করি না। আমি কোম্পানির গৌরব ও লাভের প্রতি মনোযোগী হইয়া দুরূহতর অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত

উৎসাহ সহকারে যেরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছি, তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমার ইহা অপেক্ষা ন্যায্যতর কোন প্রতিদান পাওয়া উচিত ছিল। অতএব হে মহাশয়গণ! আমাকে; কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার এবং যত দিন বাণিজ্য-বিক্ষিপ্ত বিষয় সকল সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিতে না পারি, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তত দিন বঙ্গদেশে বাস করিবার প্রার্থনা করিতে অনুমতি প্রদান করুন্। আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে আমি পরম বাধিত হইব।——যে ব্যক্তি অকপট আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে এই সভার গৌরব রক্ষা ও উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছে এবং যাহাতে ইংরেজদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় অনবরতই তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়াছে আমি সেই——

হে সম্ভ্রান্ত মহাশয় এবং মহাশয়গণ!

আপনাদিগের নিতান্ত বাধ্য ও বিনীত ভৃত্য,

জে, জেড্ হলওয়েল্"।

পূর্ব্বোক্ত পত্র পৌঁছিলে ১৭৬০ শালের ২৯শে সেপ্টেম্বরে সভার যে বিচার হইল তাহার প্রতিলিপি।

(হল্ওয়েল্ সাহেবের পত্রের খোলসা)

" হল্ওয়েল্ সাহেব বোর্ডে এক পত্র প্রেরণ করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে, এবং যত দিন আপনার বিষয় সকল সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিতে না পারেন তত দিন বঙ্গদেশে বাস করিতে, অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন"।

[হুকুম।]

হল্‌ওয়েল্ সাহেবের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, কিন্তু এতাদৃশ উপযুক্ত এক জন মেম্বর কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে সমাজ দুঃখিত হইলেন।—আজ্ঞপ্ত হইল যে, অদ্যকার বিচার সমাপ্তির পর এই পত্র নত্তীর সামিল্ করা হইবে"।

হল্‌ওয়েল্ সাহেব স্বব্যয়ে, প্রায় ৩৩ হস্ত উচ্চ একটী স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অন্ধ-কূপ মধ্যে যাঁহারা হত হয়েন তাঁহার সেই সকল সহচর বন্দিগণের অধিকাংশেরই নাম সকল উহাতে খোদিত ছিল। কলিকাতার প্রাচীন কালের মানচিত্র দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, ঐ স্তম্ভ পুরাতন দুর্গের পূর্ব্বদিকস্থ তোরণ দ্বারের ঠিক্ সম্মুখেই অবস্থিত ছিল। ঐ স্থান এক্ষণকার বর্ত্তমান লালদীঘির বায়ু কোণ। মার্কুইস্‌হেষ্টিংস্ সাহেব যৎকালে ভারতবর্ষের গবর্ণর হয়েন, তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, যাবৎ এই স্তম্ভ বিদ্যমান থাকিবে তাবৎকাল ইংরেজ্‌দিগের এদেশে আসিয়া যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা এতদ্দেশীয় লোকদিগের স্মরণ থাকিবে, অতএব

তিনি ১৮১৮ খৃঃ অব্দে উহাকে ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার যে, অতি অবিবেচনার কর্ম্ম হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ ৭০,০০০ ভারতবর্ষীয় সৈন্য, প্রায় ২০০ ইংরেজ্ সৈন্যের সহিত ৪ দিন দুই প্রহর কাল অনবরত সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে পরাজিত ও তন্মধ্যে ১২৩ জনকে কারা কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া এক রাত্রির মধ্যে নষ্ট করিয়াছে, এই বৃত্তান্ত স্মরণ কালে, যখন্ আবার সেই ইংরেজেরাই এদেশের অধিপতি হইয়াছেন মনে হইবে, তখন্ কি ইহা এক অপূর্ব্ব প্রতিফল বলিয়া বোধ হইবে না? এরূপ অলৌকিক প্রতিফল পৃথিবীর কোন্ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ পাওয়া গিয়া থাকে?। ফলতঃ সাধারণ স্মরণ-চিহ্ন মাত্রই দৃঢ়তর যত্ন সহকারে রক্ষিত করা কর্ত্তব্য। ইতিহাস বৃত্তান্ত সকল এইরূপ ইষ্টক বা প্রস্তর বদ্ধ হইয়া লোকের যাদৃশ প্রতীতি-জনক হইয়া থাকে, পুস্তক-পত্র-বদ্ধ হইয়া কখনই তাদৃশ হইতে পারে না। অতএব পক্ষপাত বা ঔদ্ধত্যের বশীভূত হইয়া উহাদিগের অন্যথা

করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। হল্‌ওয়েল্ সাহেবের ঐ স্তম্ভটী ভূমিসাৎ করিবার নিমিত্ত লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেবের আদেশ হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যুৎপাত দ্বারা উহার কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। লর্ড সাহেব যদি তাদৃশ স্মরণ-চিহ্ন-টীকে ভূমিসাত্ না করিয়া যত্নপূর্ব্বক মেরামত্ করাইয়া রাখিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পদের উপযুক্ত সদ্বিবেচনার কর্ম্ম হইত।

হল্‌ওয়েল্ সাহেব কেবল এই সকল কর্ম্ম কা-র্য্যের দ্বারাই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এমত নহে, তিনি এক জন গ্রন্থকার বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। 'ইণ্ডিয়াট্রাক্‌টস্' নামক তাঁহার কতিপয় সন্দর্ভ ছিল। তন্মধ্যেই তিনি অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতি-পয় গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত ছিল, কিন্তু উহা এক্ষণে প্রচলিত নাই। তিনি "বাঙ্গালা প্রদেশ ও ভারতরাজ্যের শুশ্রূষাজনক ইতিবৃত্ত বর্ণনা" নামক এক খানি গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, পৃথি-বীতে যত ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচলিত আছে, হিন্দুশাস্ত্র

তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীন মিস-রীয়, গ্রীক্ ও রোমকদিগের যে সকল জগদুৎ-পত্তির বিবরণ ও দেব দেবীর কল্পনা আছে, হিন্দুশাস্ত্র হইতেই তৎসমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, এই সকল মত অবশ্যই কোন দৈব মূল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই। "বুদ্ধি-জীবী জীবগণের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ক্রিয়া বিষয়ক বিচার" নামক আর এক খানি পুস্তকও তাঁহার প্রণীত ছিল। তিনি এই গ্রন্থে লিখিয়া-ছেন যে, মনুষ্যগণ স্বর্গীয় দূত; ইহারা দুঃখভোগ করিবার দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াই মর্ত্ত্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। হল্‌ওয়েল্ যে, প্রথমাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল বসন্তরোগ-বিষয়ক তাঁহার এক খানি মাত্র গ্রন্থ ছিল।

যাহাহউক্ হল্‌ওয়েল্, সাহসিক সজ্জন এক জন সাধারণ কর্ম্মচারী বলিয়া যাদৃশ বিখ্যাত হই-য়াছিলেন, গ্রন্থকার বলিয়া তাদৃশ প্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। যে সময়ে মনুষ্যের সাহসাদির

সম্পূর্ণ সংকোচ হইবার সম্ভাবনা, এতাদৃশ বি-
পৎপাত সময়েও তিনি যে, ইংরেজ্ জাতির
স্বভাব-সিদ্ধ অসামান্য সাহসিকতার প্রদর্শন
করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার নাম জনসমাজ
মধ্যে সমধিক বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার
প্রণীত গ্রন্থ সকলের দ্বারা আমাদিগের যত
উপকার হউক বা না হউক, কিন্তু সমূহ বিপৎ
কালেও তিনি যে প্রকার পৌরুষ প্রকাশ করি-
য়াগিয়াছেন তাহা সকলের পক্ষেই দৃষ্টান্ত
স্বরূপ হইয়া থাকিবে।

হল্‌ওয়েল্ সাহেব অবরুদ্ধ দুর্গ মধ্যে যেরূপ
কার্য্য করিয়াছিলেন এবং অন্ধকূপ মধ্যে যে
রূপ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ছিলেন, এই ব্যাপার
যখন্ স্মরণ করা যায় তখন্, তাঁহার প্রভু ঈষ্ট-
ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার প্রতি যে, অসদাচরণ
করিয়াছিলেন, তাহা, কখনই স্মরণ না করিয়া
থাকা যায় না। কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি সাতিশয়
বিশ্বস্তরূপে চিরকাল তাঁহাদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি-
য়াছিল এবং যে তাঁহাদের নিমিত্ত তাদৃশ দুঃসহ
যন্ত্রণা সকল সহ্য করিয়া আসিয়াছিল, তাঁহারা

সেই প্রাচীন বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অসমুচিত ব্যবহার করেন নাই।।

প্রাচীন দুর্গ ও অন্ধকূপের ইতিহাস বিষয়ে হল্‌ওয়েল্ সাহেব ও সিরাজ্‌উদ্দৌলা এই দুই ব্যক্তির নাম প্রধানরূপে সম্পৃক্ত রহিয়াছে। হল্‌ওয়েল্ সাহেবের জীবন চরিত এক রূপ বর্ণিত হইল, এক্ষণে সিরাজ্‌উদ্দৌলার শেষাবস্থার দুর্ঘটনা বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইতেছে না।—বিখ্যাত পলাশী* যুদ্ধের পরাজয়ের পর সিরাজ্‌উদ্দৌলা মুর্শীদাবাদ গমনপূর্ব্বক ভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য রত্ন সকল লইয়া আপন অঙ্গবস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত করিলেন এবং আপনিও ছদ্মবেশে প্রিয়তমা ও এক জন খোজা সমভিব্যাহারে রজনীযোগে গবাক্ষ দ্বার দিয়া বহির্গমনপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদের

* ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী পলাশী নামক স্থানে ইংরেজদিগের সহিত নবাব সিরাজ্‌উদ্দৌলার এক সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে ইংরেজেরা জয়ী হয়েন।

রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে ইংরেজ্‌দিগের কর্ত্তৃক অভিষিক্ত নূতন নবাব মীর্‌জাফর্‌, যেমন দেখিলেন যে, সিরাজ্‌-উদ্দৌলা পলায়ন করিয়াছে, অমনি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া ধরিয়া আনিবার নিমিত্তে চারিদিকে বহুসংখ্যক চর প্রেরণ করিলেন। সিরাজ্‌উদ্দৌলা রাজমহলের শূন্য উদ্যান মধ্যে একরাত্রি যাপন করিলেন। সৌভাগ্যাবস্থায় তিনি এক জন ফকীরের নাসিকা ও কর্ণ চ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, তথায় সেই ফকীর তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং আপনার বৈর-নির্য্যাতনের সুযোগ পাইয়া চরদিগের নিকট তাঁহাকে ধরিয়া দিল। চরেরা যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিল, এবং যখন্‌ মীরজাফরের সমক্ষে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়, তখন্‌ তাঁহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে এবং থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ২।৪ দিবস পূর্ব্বে তাঁহার অপরিজ্ঞাত এক জন গোলাম্‌ ছিল, এক্ষণে তিনি

তাহারই চরণে নিপতিত হইয়া আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্ত সাতিশয় করুণস্বরে স্তুতি বিনয় করিতে লাগিলেন। তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, তোমাদের যত ইচ্ছা হয় সেইরূপ দুরবস্থায় রাখিয়া আমার জীবনটী রক্ষা কর; কিন্তু তিনি, কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে কত ব্যক্তির এইরূপ করুণ ধ্বনিতে শ্রুতিপাত না করিয়া তাহাদিগের জীবন সংহার করিয়াছিলেন। অতএব বিলাপ-বাক্যে অন্যের হৃদয়ে করুণা সঞ্চার করিতে চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল। যাহাহউক্, বোধ হয়, মীরজাফর তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র মীরণ অবিকল সিরাজ্উদ্দৌলার ন্যায় পশুধর্ম্মী ও পাষাণ-হৃদয় ছিল। সে তাঁহাকে অবিলম্বে বধ করিবার নিমিত্ত মহাতৎপর হইয়া উঠিল। মীরণ, পিতার নিকট প্রার্থনা করিল যে, আপনি এক্ষণে বাটীর অভ্যন্তর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন এবং এই বন্দী আমার হস্তেই থাকুক, উহার বিষয়ে কিরূপ করিলে ভাল হয় আমিই তাহার সবিশেষ বিবে-

চনা করিব। জাফর্ পুত্রের এই কথার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না, এই ছল করিয়া তাহার মতেই সম্মত হইলেন। মীরণ, পিতা, বন্দীর সম্পূর্ণ ভার তাহার উপরেই সমর্পণ করিয়া অপসৃত হইলেন ইহা দেখিয়া, অতিশয় সত্বরে কতিপয় দুরাচারকে তাঁহার প্রাণ বধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিল। বিলম্ব হইলে পাছে, ইংরেজ্ সেনাপতি দয়া করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন এই নিমিত্ত তাহার মহা ভয় হইয়াছিল। পদচ্যুত নবাব, ঘাতককে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে যখন্, তাঁহার রোদন ও বিনয়ের কোন ফলোদয় হইল না দেখিলেন, তখন্ স্থিরভাবে বলিলেন, "আমি যে, বিনা অপরাধে হুসেন্ কুলি খাঁর* প্রাণ দণ্ড করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত

* হুসেন কুলীখাঁ ঢাকা প্রদেশের এক জন ডেপুটী গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার বিশেষ অপরাধ না থাকিলেও সিরাজ্উদ্দৌলা তাঁহাকে বাটী হইতে ধরিয়া আনিয়া মুর্শীদাবাদের রাজপথ মধ্যে আপন সমক্ষে তাঁহার শিরশ্ছেদ করাইয়া ছিলেন।

দুষ্কৃতি অবশ্য আমাকে প্রাণদান করিতে হইবে। হইয়াছে! হইয়াছে! হুসেন্ কুলি! এত দিনের পর তোমার প্রতি অপরাধে প্রতিশোধ হইল”!। অনন্তর তিনি এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন যে, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর আমি এই সময়ে এক বার মুখ প্রক্ষালন করিয়া ঈশ্বরের চরমারাধনা করিয়া লই। কিন্তু অধীর ঘাতক বিলম্ব করিতে ইচ্ছুক না হইয়া এক গণ্ডুষ জল তাঁহার শরীরে প্রক্ষেপপূর্ব্বক করবাল দ্বারা তাঁহাকে খণ্ড২ করিয়া ফেলিল!।

ইতিহাস বিবরণ মধ্যে ভারতবর্ষে ইংরেজ্ জাতির উন্নতি এক বিস্ময়কর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজেরা ১৫৯১ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসেন। তৎকালে এক খান্ জাহাজ্ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পোঁছিতে প্রায় তিন বৎসর কাল লাগিত। কিন্তু এক্ষণে উহা পোঁছিতে তৎসংখ্যক সপ্তাহের দ্বিগুণ সময়ও লাগিতেছে না। যখন্ কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ নবাব কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয় তৎকালে

ইংরেজদিগের কয়েক শত মাত্র ইউরোপীয় ও কয়েক সহস্র মাত্র সিপাহী ছিল। কিন্তু এক্ষণে উহাদিগের সৈন্যে ইউরোপীয় ও দেশীয় সমুদয়ে তিন লক্ষ অপেক্ষাও অধিক লোক রহিয়াছে।

বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত ও তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি দ্বারা এদেশ এক প্রকার ইউরোপ হইয়া উঠিয়াছে। রেল্‌ওয়ে রিপোর্ট দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে, ঐ নগর হইতে ২৪ ক্রোশ অন্তর কাম্পুলি নামক গ্রাম পর্য্যন্ত এবং মান্দ্রাজ্ প্রেসিডেন্সিতে ঐ নগর হইতে ৩০ ক্রোশ অন্তর কর্ণাট দেশের রাজধানী আর্কট্ পর্য্যন্ত রেলওয়ের পথ এক্ষণে (১৮৫৬ শাব্দে) সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে হাবড়া হইতে ৬০ ক্রোশ অন্তর, কয়লার আকর রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল্‌ওয়ে চলিতেছে। অতএব সমুদয়ে, ভারতবর্ষ মধ্যে প্রায় ১২[illegible] ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া রেল্‌ওয়ের পথ বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে দেশীয় লোকেরা বাষ্পযোগে জল ও স্থল পথে ভ্রমণ করিতেছেন; বৈদ্যুত তার দ্বারা কলিকাতা

হইতে পেসোয়ার বা এক প্রেসিডেন্সি হইতে অপর প্রেসিডেন্সিতে আপনাদের আবশ্যক সমাচার সকল প্রেরণ করিতেছেন।

কলিকাতা নগরে এক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। দেশীয় লোকের বিদ্যা শিক্ষা জন্য সমুদয় প্রেসিডেন্সিতে ইংরেজী, পারস্য ও সংস্কৃত শিক্ষোপযোগী কতিপয় কালেজ বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অল্প স্বল্প শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয় অসংখ্যরূপে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে কোম্পানির অধিকার কেবল নিম্নবর্ত্তী কয়েক স্থান মাত্রে ছিল। যথা—পশ্চিম উপকূলে বোম্বেদ্বীপ, সুরাতের কুঠী এবং কালিকট; পূর্ব্ব উপকূলে মৎস্যপত্তন, মান্দ্রাজ, আর্কট ও ডেবিকাটা এবং বাঙ্গালায় সুতানুটী ও গোবিন্দপুর। এই দুই নগর বা গ্রাম এক্ষণে কলিকাতা হইয়াছে। যৎকালে পুরাতন দুর্গ আক্রান্ত হয়, তখন্ ভারতবর্ষে কোম্পানির অধিকার সমুদয়ে ২৫ বর্গ ক্রোশের অধিক ছিল না। ফলতঃ তৎকালে উঁহাদিগের

এমন্ কিছুই ছিল না যাহাকে রাজ্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে—১৮৫৮—উহাদিগের রাজ্য প্রকাণ্ডরূপে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে এই রাজ্যের পশ্চিম সীমা কাবুল, বেলুচিস্থান ও আরব সাগর; দক্ষিণ সীমা বঙ্গসাগর; পূর্ব্বসীমা ইরাবতী ও শ্যাম উপসাগর এবং উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত। কলিকাতার পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রদেশ সমূহের পরিমাণ ফল ৪৭,৫০০ বর্গক্রোশ; দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও সিংহলের পরিমাণ ফল ১৫০,০০০ বর্গক্রোশ এবং কলিকাতা হইতে সিন্ধু ও হিমালয় পর্য্যন্ত দেশ সমূহের পরিমাণ ১,৭২,৫০০ বর্গক্রোশ। ভারতবর্ষে যাহার উপর কোম্পানি এক্ষণে আপনাদিগের অপ্রতিহত রাজশাসন প্রণালী প্রচার করিতেছেন তৎসমুদয়ের পরিমাণ ফল তিন লক্ষ বর্গক্রোশ অপেক্ষা কদাচ ন্যূন নহে। অযোধ্যা রাজ্য না ধরিয়াও এক্ষণে ভারতবর্ষে কোম্পানির, প্রায় ৩০,০০,০০,০০০ ত্রিশ কোটি টাকা বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ও অন্যান্য স্থান হইতে, যখন্ শত বৎসরাতীত এই ঘটনার সাংক্ষে-পিক বিবরণ গুলি সঙ্কলন করা যায়, তখন্ বোধ হয় যেন, আমরা সেই স্থানে এবং সেই সময়েই বর্ত্তমান রহিয়াছি। আহা! পুরাবিদের কি অপূর্ব্ব কৌশল! তিনি যথার্থই ঐন্দ্রজালিক ইতিহাস, অতীত বিষয় সকল পুনরুজ্জীবিত করিয়া মৃত ব্যক্তিকেও সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন!! টস্কানি দেশীয় শিল্পকার* ও সন্ধ্যার সময় উন্নত ভূভাগে উঠিয়া দৃষ্টি পোষক কাচা-বলম্বনে কিঞ্চিৎ ঐন্দ্রজালিকতা প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু তিনি কি করেন? তিনি দূরবর্ত্তী পদার্থকে সমীপস্থ করিতে পারেন! যাহা বর্ত্তমান আছে তিনি তাহাই দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি, বাস্তবিক অবস্থিত প-দার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু পুরাবিদের তদপেক্ষা সমধিক মহত্তর সামর্থ্য আছে। তাঁহার বিস্তীর্ণতর দৃষ্টি বিদ্য-মান পদার্থের ন্যায় চিরাতীত পদার্থকেও

---

* গালিলিয়; তিনিই প্রথমে দূরবীক্ষণের সৃষ্টি করেন।

লক্ষ্য করিয়া থাকে। তিনি অতীত পদার্থের যবনিকা অপসারণ করিয়া তদ্বিষয়ের অনুধাবন করিতে আমাদিগকে সমর্থ করিয়া দেন। কিন্তু মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ের মাত্র বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন না। তাঁহারা সহজেই এই রূপ অভিলাষ করিয়া থাকেন যে মনুষ্যের কখনও এরূপ সামর্থ হয় যদ্বারা তাঁহারা যাহা আছে বা হইয়াছে তদ্ব্যতীত যাহা হইবে সে বিষয়েরও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

জগদীশ্বর মানবগণের প্রায় কোন প্রার্থনাই বিফল করেন না। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া কি সেই আশা এক প্রকার চরিতার্থ করেন নাই? তাঁহারা ঐ বিদ্যার প্রভাবে বাহ্য ও আন্তরিক পদার্থের ভাব সমুদায় বুঝিয়া তদনুসারেই কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছেন। যথার্থ ভাবুক ব্যক্তি জগদ্গত পদার্থ নিচয়ের ভাব সকল অনুভব করিয়া পরম বিস্ময় সহকারে অবশ্যই স্বীকার

করিবেন যে, ঈশ্বর আমাদিগকে নির্ম্মাণ করি-তে কত আশ্চর্য্য কৌশলই সৃষ্টি করিয়াছেন।†

কএক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে মহামহাপণ্ডিত গণেরা যাহার নাম শুনিয়া ভ্রান্তি বলিয়া উপ-হাস করিতেন, এক্ষণে সেই মেস্মর তত্ত্ব* অনে-কের নিকটেই আদরণীয় হইয়াছে। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান্ দার্শনিক মহাশয় এক্ষণে প্রতি-জ্ঞাপূর্ব্বক বলিতে পারেন যে, মানবগণ কখনই ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত

* মিস্মর নামক এক ব্যক্তি এক নূতন কৌশল আবি-ষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ কৌশল অবলম্বন করিয়া শরীরের স্থান বিশেষে সম্বাহন বা সঞ্চালন করিলেই মনুষ্য এতাদৃশ বিচেতন হইয়া পড়ে যে, তৎকালে শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন করিলেও ক্লেশ বোধ হয় না।

† সম্প্রতি ইউরোপে 'ক্লেয়ার ভয়েন্স' নামক এক প্রকার প্রক্রিয়া প্রচলিত হইয়াছে, অস্মদেশীয় লোক দিগের যেরূপ বিশ্বাস আছে যে, পিশাচাদেশ হইলে মনুষ্যগণ ভাবী বিষয় সকল বলিতে পারে, ঐ 'ক্লেয়ার ভয়েন্সের' প্রক্রিয়া দ্বারাও লোকে অতীন্দ্রিয় বিষয় সক-লেরও বৃত্তান্ত জানিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে অদ্যাপি অনেকেরই বিশ্বাস জন্মে নাই।

হইবেন না?। যদি এই বৃত্তি মানবগণের অধিকারে আইসে তাহা হইলেই আমাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবার আর কিছুই অবশেষ থাকে না। আপাততঃ আমাদের বোধ হইয়া থাকে যে, ইহা হইলেই আমরা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ বৃত্তান্তে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারি। কিন্তু ভাবী বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই যে, আমাদের সুখের বৃদ্ধি হইবে, তাহারই বা প্রমাণ কি?।

১৭৫৬ অবধি ১৮৫৬ শাল পর্য্যন্ত শত বৎসরের মধ্যে কলিকাতা নগরীর যেরূপ অবস্থা ছিল তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করা হইল। ইহার বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিন্তু আর এক শতাব্দীর মধ্যে ইহার যে, কিরূপ অবস্থা হইবে তাহা অনুমান করিয়া কে বলিতে পারে?।

এই শত বার্ষিক বৃত্তান্তটী বর্ণন করিতে২ মনঃ কেমন এক রূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবে মগ্ন হইয়া আসিতেছে। এক্ষণকার বর্ত্তমান লোকদিগের

পক্ষে এই বৃত্তান্তই শেষ বৃত্তান্ত। ইহার পর, আর এক শত বার্ষিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইহাঁদিগের কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। মনুষ্যের পরমায়ুঃ কি স্বল্পতর! এক২ জাতি এক২ ব্যক্তির অপেক্ষা কত দীর্ঘকালই স্থায়ী হয়! এই অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ বিস্মৃত হইতে ব্রিটিষ্ জাতির যে, কত শতাব্দী অতীত হইবে তাহার কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই আছে যে, এই সময় হইতে আর এক শতাব্দী সম্পূর্ণ হইবার মধ্যেই, যে হস্ত ইহা লিখিতেছে এবং যে নয়ন এই লিপি পাঠ করিতেছে, ইহারা উভয়েই ধূলিসাৎ হইয়া কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে!।

সম্পূর্ণ।